শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

দ্বিতীয় ষট্‌ক

সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ছয় অধ্যায়ের মূল শ্লোক ও উহার অন্বয়
ও অনুবাদ এবং শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা ও উহার আক্ষরিক
অনুবাদ এবং নানা শাস্ত্র ও অনেক ভাষ্য-টীকাদির
সারগর্ভ উদ্ধৃতি এবং কয়েকটী মূল্যবান পরিশিষ্ট
সমন্বিত

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

কর্তৃক অনূদিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

বেলুড়

—প্রকাশক—

স্বামী দুর্গেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

২১১ এ, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়

ডাকঘর বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া

পশ্চিমবঙ্গ পিন-৭১১২০২

প্রথম প্রকাশ—১১০০—১৩৬৭

দ্বিতীয় প্রকাশ মুদ্রণ—২১০০—১৩৯৯

মূল্য—সত্তর টাকা মাত্র।

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান

১। প্রকাশকের নিকট

২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

৩। সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা—৭০০০০৬

—মুদ্রক—

শ্রীনিরঞ্জন পাল, চারু প্রেস

৭৩ এবং ১০৩বি, ধনদেবী খান্না রোড

কলিকাতা—৫৪

নিবেদন

শ্রীভগবানের অপার করুণায় এই গীতার দ্বিতীয় ষট্‌ক বাহির হইল। ক্ষীণ দৃষ্টি, ভগ্ন স্বাস্থ্য, অকাল বার্ধক্য, অর্থাভাব প্রভৃতি বহুবিধ দুরতিক্রম্য প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া এই খণ্ড রচিত ও মুদ্রিত হইল। যদি ঈশ্বরানুগ্রহে ইহার তৃতীয় ষট্‌ক বা শেষ খণ্ড সত্বর প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার শুভ সংকল্প সিদ্ধ হইবে।

প্রথম ষট্‌কের ন্যায় ইহাতেও প্রতিশ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ এবং শ্রীধর স্বামী কৃত সমগ্র সুবোধিনী টীকা ও উহার আক্ষরিক অনুবাদ দিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আচার্য্য শংকর ও রামানুজ কৃত গীতাভাষ্য এবং মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, শংকরানন্দ সরস্বতী, অভিনব গুপ্ত, নীলকণ্ঠ সূরি, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি টীকাকারগণের ও নানা শাস্ত্রের বহু বাক্য যথাস্থানে গীতার্থ প্রকাশ নিমিত্ত উদ্ধৃত করিয়াছি। পূর্ব খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও রামদয়াল মজুমদার, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল ও স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত গীতাত্রয় হইতে প্রচুর সাহায্য লইয়াছি। কোন কোন বেদমন্ত্রের সায়ণভাষ্য পাদটীকায় দিয়াছি। সুবোধিনী টীকায় যে সকল শাস্ত্রবাক্য বা শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি কোন্ গ্রন্থে কোথায় আছে তাহার উল্লেখ যথাসাধ্য করিয়াছি। শ্লোক ও টীকার অনুবাদ পাঠকালে পাদটীকা সযত্নে পড়িলে বিশদ শ্লোকার্থ ও গভীর তাৎপর্য্য পরিস্ফুট হইবে। তখন সত্যই বোঝা যাইবে, গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী ও গীতাপাঠে সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম অবগত হওয়া যায়।

শেষাংশে মহাত্মা বিনোবা ভাবের সদুক্তি গীতার প্রশস্তিরূপে উদ্ধৃত। ষট্‌ক-ত্রয় গীতার বিভাগত্রয়ের উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটিত করিবে। গ্রন্থশেষে সংযোজিত পরিশিষ্ট চতুষ্টয় অতিশয় আলোকপ্রদ। প্রথম পরিশিষ্টে গরুড় পুরাণোক্ত গীতাসার অনুবাদ সহ দেওয়া হইল। ইহা হইতে জানা যায়, অনেক পুরাণে গীতার মহিমা সুকীর্তিত হইয়াছে। টীকাকার শংকরানন্দ ও অভিনব গুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সিদ্ধান্ত যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিশিষ্টে বিবৃত। এই দুই আচার্যের গীতাটীকা এখনও বাংলায় অনূদিত হয় নাই। চতুর্থ পরিশিষ্টে প্রদত্ত মহর্ষি উতংকের কাহিনী মহাভারতে পাওয়া যায়।

বেলুড় — স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

শনিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

মদীয় একান্ত আরাধ্য গ্রন্থকার শ্রীগুরু মহারাজের অমোঘ আশীর্বাদে ও শুভাকাংখায় এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ দীর্ঘদিন নিঃশেষিত ছিল। পুস্তক বিক্রেতা মহাশয়গণ পুনঃ পুনঃ প্রকাশনের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ায় এই সংস্করণ খুব তাড়াতাড়ি বাহির হইল। এজন্য যদি কিছু ভুল ত্রুটি থাকিয়া যায়, শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ নিজগুণে সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে অনুগৃহীত হইব। পাঠকবৃন্দ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে অবোধ মুদ্রাযন্ত্র মাঝে মাঝে বিপথগামী হয়।

পরিশেষে লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে পুস্তক মূল্য পূর্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল। এজন্য দায়ী ছাপার কাগজের অগ্নিমূল্য ও অত্যধিক মুদ্রণব্যয়। অলমিতি—

শুভ রথযাত্রা, ১৩৯৪ প্রকাশক—

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

৭

গীতা-প্রবচন

গীতা ও আমার সম্বন্ধ তর্কের অতীত। আমার দেহ মাতৃস্তন্যে যতটা বর্ধিত হইয়াছে, আমার হৃদয় ও বুদ্ধি গীতার দুগ্ধে তাহা অপেক্ষা অধিক পুষ্ট হইয়াছে। সম্বন্ধ যেখানে হৃদয়ের, সেখানে তর্কের স্থান নাই। তর্কে না যাইয়া শ্রদ্ধা ও আচরণ—এই দুই পাখায় ভর করিয়া গীতা-গগনে আমি যথাশক্তি বিচরণ করি। অধিকাংশ সময় আমি গীতার আবহাওয়ায় থাকি। গীতা আমার প্রাণতত্ত্ব। কাহারো সহিত যখন গীতার আলোচনা করি, তখন গীতা-সাগরে আমি সাঁতার কাটি; আর যখন একলা থাকি, তখন গীতার অমৃত সাগরে গভীর ডুব দিয়া বসিয়া থাকি।...এই গীতা-মাতার কথা... আপনাদের শুনাইব।

মহাভারতের মধ্যভাগে এক উচ্চ দ্বীপের মত অবস্থিত থাকিয়া গীতা সমস্ত মহাভারতে আলোক সম্পাত করিতেছে।...মহাভারতে স্থানে স্থানে তত্ত্বজ্ঞান ও উপদেশের বনানী রহিয়াছে; কিন্তু এই সকল তত্ত্বজ্ঞান, উপদেশ এবং গ্রন্থের সারভূত রহস্যও কি ব্যাসদেব কোথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? হাঁ, নিশ্চয়ই করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারতের নবনীত মন্থন করিয়া ব্যাসদেব ভগবদ্গীতায় রাখিয়া দিয়াছেন। গীতা ব্যাসদেবের মুখ্য শিক্ষা ও তাঁর চিন্তার সার সঞ্চয়। প্রাচীন কাল হইতে গীতা উপনিষদের মর্য্যাদা পাইয়া আসিয়াছে। গীতা উপনিষদেরও উপনিষদ। সকল উপনিষদ্ দোহন করিয়া গীতারূপী এই দুগ্ধ ভগবান অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে দিয়াছেন। জীবন বিকাশের পক্ষে আবশ্যক প্রায় সমস্ত ভাব গীতায় স্থান পাইয়াছে। অতএব গীতাকে সিদ্ধ পুরুষেরা যে ধর্মজ্ঞানের অভিধান বলিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইয়াছে। গীতা আকারে ছোট, তবু গীতা হিন্দুধর্মের মুখ্য গ্রন্থ।

—বিনোবা ভাবে

ষট্‌ক রহস্য

—নীলকণ্ঠ সূরি—

ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী মতা ॥

—মধুসূদন সরস্বতী—

সচ্চিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
যৎ প্রাপ্তয়ে সমারব্ধা বেদাঃ কাণ্ডত্রয়াত্মকাঃ ॥
কর্মোপাস্তিস্তথা জ্ঞানমিতি কাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ।
তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ৈর্গীতা কাণ্ডত্রয়াত্মিকা ॥
একমেকেন ষট্‌কেন কাণ্ডমত্রোপলক্ষয়েৎ।
কর্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠে কথিতে প্রথমান্ত্যয়োঃ ॥
যতঃ সমুচ্চয়ো নাস্তি তয়োরতিবিরোধতঃ।
ভগবদ্‌ভক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্তিতা ॥
তত্র তু প্রথমে কাণ্ডে কর্মতত্ত্যাগবর্ত্মনা।
ত্বং পদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তির্নিরূপ্যতে ॥
দ্বিতীয়ে ভগবদ্‌ভক্তি-নিষ্ঠাবর্ণনবর্ত্মনা।
ভগবান্ পরমানন্দস্তৎপদার্থোঽবধার্যতে ॥
তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্।
এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, পার্থ ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ [সন্] যোগং যুঞ্জন্ সমগ্রং মাম্ অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি তথা শৃণু। ১

মূলের অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "হে পৃথাপুত্র, আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া ও আমাকে আশ্রয় করিয়া[১] যোগাভ্যাসপূর্বক তুমি যে প্রকারে আমার বিভূতি-বলৈশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন স্বরূপ জানিতে পারিবে, তাহা শ্রবণ কর। ১

শ্রীধরী টীকা—"বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সর্বযোগং সমুদাহৃতম্। (সহযোগম্)
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে মদগতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কীদৃশত্বং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্ব স্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ। মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যস্যন্নসংশয়ং যথা

---

১ মদনন্যথ্যান্তৈকতমেন ভাবেন মাং শরণং গতঃ সন্। আমার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি একটি ভাব দ্বারা আমার শরণাগত হইয়া—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

অবেত্যোবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু। ১

টীকার অনুবাদ—ইতঃপূর্বে যোগ সহ জ্ঞাতব্য আত্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভজনীয় ঐশ্বর স্বরূপ বিবৃত হইতেছে। পূর্ব অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ বলিয়াছেন, যাঁহার অন্তরাত্মা মদ্গত, তিনিই আমাকে যথার্থ ভজনা করেন ও তিনিই যুক্ততম—ইহাই আমার সুনিশ্চিত অভিমত। সেই আপনি কীদৃশ, যাঁহার প্রতি ভক্তি কর্ত্তব্য? এই আশংকা অপেক্ষা করিয়া ভগবান স্বকীয় স্বরূপ নিরূপনার্থ বলিতেছেন, আমাতে ইত্যাদি। আমাতে, পরমেশ্বরে আসক্ত, অভিনিবিষ্ট মন যাঁহার, তিনি। মদাশ্রয়, আমিই আশ্রয় যাঁহার। অনন্যশরণ হইয়া যোগাভ্যাস করিলে নিঃসন্দেহে সমগ্র, বিভূতি ও বল ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সম্পন্ন আমাকে যেরূপে জানিতে পারিবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।

যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

অন্বয়—অহং তে সবিজ্ঞানম্ ইদম্ জ্ঞানম্ অশেষতঃ বক্ষ্যামি, যজ্‌জ্ঞাত্বা ইহ (বর্ত্তমানস্য তব) ভূয়ঃ অন্যৎ জ্ঞাতব্যম্ ন অবশিষ্যতে। ২

মূলের অনুবাদ—আমি মদ্‌বিষয়ক অনুভব সহিত শাস্ত্রীয় জ্ঞান সাকল্য সহকারে কীর্ত্তন করিতেছি। ইহা জানিলে মোক্ষমার্গে বর্ত্তমান পুরুষের অন্য কোন জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না[১]। ২

শ্রীধরী টীকা—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবস্তৎসহিতম্। ইদং মদ্বিষয়ম্। অশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি।

---

১ ঈশ্বরকে জানিলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সর্বজ্ঞান হয়। মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৩) আছে, গৃহীশ্রেষ্ঠ শৌনিক অঙ্গিরা ঋষির সমীপে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি?" ইহার অর্থ, হে ভগবন্, কোন বস্তু সুবিদিত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হয়? কাহাকে জানিলে সর্বজ্ঞ হওয়া যায়?

যজ্ জ্ঞাত্বা ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্তমানস্য[1] পুনরন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি। তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ। ২

টীকার অনুবাদ—বক্ষ্যমাণ আত্মজ্ঞানের স্তুতি ভগবান করিতেছেন। জ্ঞান শাস্ত্রীয়। বিজ্ঞান, অনুভব। তৎসহ এই মদ্বিষয়ক জ্ঞান সাকল্য সহ, সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি। যাহা জানিয়া মোক্ষমার্গে বিগুমান মুমুক্ষুর পক্ষে জ্ঞাতব্য অন্য কিছু বাকী থাকে না। ইহার অর্থ, তাহার দ্বারাই তিনি কৃতার্থ হন। ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩

অন্বয়—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (মধ্যে) কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি, যততাং সিদ্ধানাম* অপি [সহস্রেষু] কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি। ৩

মূলের অনুবাদ—সহস্র সহস্র মনুষ্য[1] মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি প্রাক্তন পুণ্যবশে মোক্ষলাভের জন্য যত্নশীল হয়। আর যত্নশীল সাধকদের মধ্যে কেহ কেহ মৎকৃপায় আমার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। ৩

শ্রীধরী টীকা—মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি; মনুষ্যাণাস্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে, প্রযত্নং কুর্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ আত্মানং বেত্তি, তাদৃশানাং চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং

---

* শংকরাচার্য বলেন, "সিদ্ধা এব হি তে যে মোক্ষায় যতন্তে।" যাঁহারা মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্ন করেন, তাঁহারাই সিদ্ধ। মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি পর্যন্তম্।" সত্ত্বশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে তিনি সিদ্ধ হন। আচার্য্য রামানুজের মতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত যত্নবান। নীলকণ্ঠমতে পরমাত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের দৌর্লভ্য প্রদর্শনার্থ এই বাক্য উচ্চারিত।

১ শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্মে অধিকারী—যামুনাচার্য্য।

পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্লভমপি মজ্‌জ্ঞানং তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ। ৩

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, পরন্তু মদ্‌ভক্তি ব্যতীত আমার স্বরূপজ্ঞান অত্যন্ত দুর্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে মনুষ্য ব্যতীত অন্য প্রাণীর মোক্ষলাভে প্রবৃত্তিই হয় না। আবার সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কচিৎ কেহ পুণ্যবশে সিদ্ধি, আত্মজ্ঞানের জন্য প্রযত্ন করেন। প্রযত্নকারী সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যেও কচিৎ কেহ প্রকৃষ্ট প্রাক্তন পুণ্যবশে আত্মাকে জানিতে পারে। আর তাদৃশ সহস্র সহস্র আত্মজ্ঞের মধ্যে কচিৎ কেহ আমাকে, পরমাত্মাকে আমার কৃপায় তত্ত্বতঃ, স্বরূপতঃ অবগত হয়। ইহার অর্থ, সেই সুদুর্লভ মদ্‌বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান তোমাকে আমি বলিতেছি। ৩

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪

অন্বয়—ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকারঃ ইতি ইয়ং মে এব চ অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ। ৪

মূলের অনুবাদ—আমার মায়াখ্যা প্রকৃতি এই অষ্টরূপে বিভক্ত—ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, বুদ্ধি ও অহংকার*। ৪

শ্রীধরী টীকা—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেনেশ্বরত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্‌। ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিতন্মাত্রাণি উচ্যন্তে, মনঃশব্দেন তৎকারণ-

---

* আচার্য শংকর বলেন, "অহঙ্কার ইত্যবিদ্যাসংযুক্তমব্যক্তং, যথা বিষসংযুক্তমন্নং বিষমুচ্যতে।" অহঙ্কার অবিদ্যাসংযুক্ত অব্যক্ত বা মূলা প্রকৃতি; যেমন বিষযুক্ত অন্নকে লোকে বিষই বলিয়া থাকে। কারণ অবিদ্যা না থাকিলে অহঙ্কার আসে না। আবার তিনি বলেন, "প্রবর্তকত্বাৎ অহঙ্কারস্য, অহঙ্কার এব হি সর্বস্য প্রবৃত্তিবীজং দৃষ্টং লোকে।" অহংকার সর্ব কর্মের প্রবর্তক। এই জগতে অহংকার হইতেই সমস্ত প্রবৃত্তি-বীজ উৎপন্ন হয়।

ভূতোঽহংকারঃ; বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্, অহংকারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে অহংকারশব্দেনৈবাহংকারস্তেনৈব তৎকার্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে, বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং, মনঃশব্দেন তু মনসৈবোপেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা। চতুর্বিংশতি ভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি—

"মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়-গোচরাঃ" ইতি। ৪

টীকার অনুবাদ—এইরূপে ভগবান্ স্বকীয় স্বরূপ শ্রোতার অভিমুখী করিয়া স্বপ্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব স্বরূপে প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া পরা ও অপরাভেদে দুই প্রকৃতি বর্ণনা করিতেছেন এই দুই শ্লোকে। ভূমি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা পঞ্চ গন্ধাদি তন্মাত্র উক্ত হয়। মনস্ শব্দ দ্বারা কারণভূত অহঙ্কার নির্দেশিত। বুদ্ধি শব্দ দ্বারা তৎকারণ মহত্তত্ত্ব। অহংকার শব্দ দ্বারা তৎকারণ অবিদ্যা। এইরূপে মদীয়া প্রকৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত। অথবা ভূমি প্রভৃতি শব্দ পঞ্চ মহাভূত সূক্ষ্ম তন্মাত্র সহ একীকৃত করিয়া গৃহীত হয়। অহঙ্কার শব্দ দ্বারাই অহঙ্কার। তাহার দ্বারাই তৎকার্য্য ইন্দ্রিয়সমূহও গৃহীত হয়। বুদ্ধিই মহৎতত্ত্ব। কিন্তু মনস্ শব্দ দ্বারা মন দ্বারাই অনুমেয় অব্যক্তরূপ প্রধান উক্ত হয়। এই প্রকারে আমার প্রকৃতি, মায়াখ্যা শক্তি অষ্ট ভাগে ভিন্ন, বিভক্ত। পঞ্চ তন্মাত্র, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, অব্যক্ত ও ষোড়শ বিকার—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ভেদে আমার প্রকৃতি বিভক্ত হইলেও ষোড়শ বিকার এই অষ্ট ভাগের অন্তর্গত বলিয়া ইহা অষ্টভাগে বিভক্ত কথিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে ক্ষেত্র তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক প্রকৃতিই নিম্নোক্ত প্রকারে প্রপঞ্চিত হইয়াছে—পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়[১] ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিষয়। ৪

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৫

অন্বয়—মহাবাহো, ইয়ম্ অপরা (প্রকৃতিঃ); তু ইতঃ (সকাশাৎ) পরাং অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি, যয়া ইদং জগৎ ধার্যতে। ৫

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, এই অষ্টধা প্রকৃতি নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্টা প্রকৃতি জীবভূতা[২] বলিয়া জানিবে। এই চেতনময়ী প্রকৃতি দ্বারা জগৎ বিধৃত আছে। ৫

শ্রীধরী টীকা—অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধোক্তয়া প্রকৃতিরিয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্যতে। ৫

টীকার অনুবাদ—আলোচ্য শ্লোকে ভগবান্ এই অপরা প্রকৃতি উপসংহার করিয়া পরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। যে অষ্টধা প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে তাহা অপরা, নিকৃষ্টা; ইহা জড় ও পরার্থ বলিয়া। ইহার সকাশ হইতে পরা

---

১ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্তৃক চালিত হয়। শ্রোত্রের দেবতা দিক, ত্বকের দেবতা বায়ু, চক্ষুর দেবতা সূর্য্য, রসনার দেবতা বরুণ ও ঘ্রাণের দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। বাক্যের দেবতা অগ্নি, পাণির দেবতা ইন্দ্র, পদের দেবতা উপেন্দ্র। পায়ুর দেবতা যম ও উপস্থের দেবতা প্রজাপতি। মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা, অহংকারের দেবতা শংকর ও চিত্তের দেবতা বিষ্ণু।

২ আনন্দগিরি বলেন, অচেতনবর্গকে একীকৃত করিবার জন্য প্রকৃতির অষ্টধা পরিণাম বর্ণনান্তে বিকারাবচ্ছিন্ন কার্য্যকরূ চেতনবর্গকে একীভূত করিবার উদ্দেশ্যে অবিদ্যাশক্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চেতন পুরুষেরও প্রকৃতিত্ব উক্ত হইয়াছে। ভোক্তৃত্ব আছে বলিয়া অপরা অচেতন প্রকৃতি হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। যামুনাচার্য্যের মতে জীবভূতা—জীবরূপা।

প্রকৃষ্টা অন্য জীবভূতা, জীবস্বরূপা[১] আমার প্রকৃতি জানিবে। ইহার পরত্বের কারণ, যে ক্ষেত্রজ্ঞরূপা চেতনা প্রকৃতি কর্তৃক স্বকর্ম দ্বারা এই অচেতন জগৎ বিধৃত হয়। ৫

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৬

অন্বয়—সর্বাণি ভূতানি এতৎ-যোনীনি ইতি উপধারয়; [যতঃ] অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ। ৬

মূলের অনুবাদ—স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূত মদীয় অপরা ও পরা প্রকৃতিদ্বয়[১] হইতে উৎপন্ন জানিবে; কারণ আমিই এই অখিল জগতের[২] স্রষ্টা ও সংহর্তা। ৬

শ্রীধরী টীকা—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব। তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে। চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্মণা তানি ধারয়তি। তে চ মদীয়ে প্রকৃতী মত্তঃ সম্ভূতে। অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ। পরমকারণ-মহমিত্যর্থঃ। তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্তাপ্যহমেবেতি ভাবঃ। ৬

---

১ আচার্য্যরামানুজকৃতগীতাভাষ্যে প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে এই দুই শ্লোক উদ্ধৃত-

প্রকৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা চ সর্বেষামাধারঃ পরমেশ্বরঃ।
বিষ্ণুনামা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়তে॥

মৎকর্তৃক আখ্যাত প্রকৃতি ব্যক্তরূপা ও অব্যক্তরূপা। এই দুই প্রকৃতি ও পুরুষ পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়। পরমাত্মা সর্বাধার পরমেশ্বর। তিনি বিষ্ণু নামে সর্ব বেদে ও সমস্ত বেদান্তে গীত হন।

২ মদীয় প্রকৃতিদ্বয়বিশিষ্ট সর্বজগতের।—যামুনাচার্য্য।

টীকার অনুবাদ—এই দুই প্রকৃতির স্বরূপ দেখাইয়া তদ্দ্বারা তিনিই সৃষ্ট্যাদির কারণ—ইহাই এই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপা এই দুই প্রকৃতি যাহার যোনি বা কারণ, সেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সর্বভূত এই প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন জানিবে। তন্মধ্যে জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয় ও চেতনা প্রকৃতি মদংশভূত ভোক্তারূপে দেহসমূহে প্রবেশ করিয়া স্বীয় কর্ম দ্বারা এই দেহগুলিকে ধারণ করেন এবং আমার এই প্রকৃতিদ্বয় মৎস্বরূপ হইতে সম্ভূত। অতএব, আমিই স্বপ্রাকৃতিক জগতের প্রভব। প্রকর্ষ সহ আমা হইতে জাত হয় বলিয়া আমিই প্রভব। ইহার অর্থ, আমিই জগতের পরম কারণ এবং আমাতে ইহা প্রলীন হয় বলিয়া আমিই ইহার প্রলয়। ইহার অর্থ, আমিই ইহার সংহর্তা, সংহারক। ৬

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭

অন্বয়—ধনঞ্জয়, মত্তঃ পরতরং কিঞ্চিৎ ন অস্তি; সূত্রে মণিগণা ইব ইদং সর্বং [জগৎ] ময়ি প্রোতম্। ৭

মূলের অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোন জগৎকারণ নাই। যেমন সূক্ষ্ম সূত্রে মণিগণ* গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ এই জগৎ আমাতে আশ্রিত রহিয়াছে। ৭

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি। স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি সর্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ। ৭

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ হয়, সেইহেতু আমার সকাশ হইতে পরতর, শ্রেষ্ঠতর জগতের সৃষ্টি ও সংহারের কোনও স্বতন্ত্র কারণ নাই। জগতের

* যেমন মণিসমূহ সূত্রে অনুস্যূত ও বিধৃত থাকে এবং তদভাবে বিকীর্ণ হয়, তদ্রূপ সর্বাত্মভূত পরমেশ্বরে দৃষ্টাদৃষ্ট বিশ্বজগৎ অনুস্যূত আছে ও তদভাবে বিনষ্ট হয়।

স্থিতির হেতুও আমিই। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন, আমাতে এই সমস্ত জগৎ প্রোত, গ্রথিত, আশ্রিত। দৃষ্টান্ত সুবোধ্য। ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮

অন্বয়—কৌন্তেয়, অহং অপ্সু রসঃ, শশিসূর্যয়োঃ প্রভা, সর্ববেদেষু প্রণবঃ, খে শব্দঃ, [চ] নৃষু পৌরুষম্ অস্মি। ৮

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তিপুত্র, আমি জলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্যে প্রভারূপে, চতুর্বেদে প্রণবরূপে, আকাশে শব্দরূপে ও মনুষ্যে পৌরুষরূপে বিরাজিত। ৮

শ্রীধরী টীকা—জগতঃ স্থিতিহেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহম্। রসতন্মাত্ররূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্যয়োঃ প্রভাস্মি। চন্দ্রে সূর্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। সর্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণবঃ ওঙ্কারোঽস্মি। খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি। নৃষু পুরুষেষু পৌরুষ উদ্যমোঽস্মি। উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি। ৮

টীকার অনুবাদ—জগতের স্থিতিহেতুত্বও ভগবান্ বিবৃত করিতেছেন পঞ্চ শ্লোকে। আমিই জলে রস, রস তন্মাত্ররূপ বিভূতি দ্বারা। ইহার অর্থ, তদাশ্রয়ে আমি জলে অবস্থিত। ইহার অর্থ, সেইরূপ চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাও আমি। চন্দ্রে ও সূর্যে প্রকাশরূপ বিভূতি দ্বারা তদাশ্রয়ে আমি অবস্থিত। অন্যান্য পদার্থসমূহেরও এইরূপ মদাশ্রয়ত্ব বুঝিতে হইবে। সর্ববেদে বৈখরীরূপে তন্মূলভূত প্রণব, ওঙ্কার আমি। আকাশে শব্দ তন্মাত্ররূপে আমি অবস্থিত। পুরুষসমূহে পৌরুষ, উদ্যম আমি; যেহেতু উদ্যমে পুরুষগণ বর্তমান থাকে। ৮

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯

অন্বয়—[অহং] পৃথিব্যাং পুণ্যঃ গন্ধঃ, বিভাবসৌ চ তেজঃ, সর্বভূতেষু জীবনং, [চ] তপস্বিষু তপঃ অস্মি। ৯

মূলের অনুবাদ—আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধরূপে, অগ্নিতে তেজরূপে, সর্ব ভূতে প্রাণবায়ুরূপে, বানপ্রস্থাদি তপস্বীগণের মধ্যে দ্বন্দ্বসহনশীল তপঃশক্তি-রূপে অবস্থান করি। ৯

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধঃ। গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ। যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্। তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজঃ সহজা দীপ্তিস্তদহম্। সর্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণমায়ুরহমিত্যর্থঃ। তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি। ৯

টীকার অনুবাদ—পৃথিবীতে আমি পুণ্য, অবিকৃত গন্ধ, গন্ধতন্মাত্র। ইহার অর্থ, পৃথিবীর আশ্রয়ভূত গন্ধতন্মাত্র আমি। অথবা ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে—বিভূতিরূপে সমস্ত পদার্থের ভাগবত আশ্রয়ত্ব এখানে বিবক্ষিত হওয়ায় উৎকৃষ্টতাহেতু সুরভি বা তন্মাত্র ভগবানের বিভূতি। তাই পুণ্যগন্ধ ভাগবত বিভূতির আশ্রয়—ইহা কথিত হইল। এইরূপে বিভাবসুতে, অগ্নিতে যে তেজ, দীপ্তি তাহা আমি। ইহার অর্থ, সর্বভূতে জীবন, প্রাণ ধারক আয়ু আমি। বাণপ্রস্থ ও অন্যান্য* তপস্বীসমূহে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহনরূপ তপঃ আমি। ৯

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধি র্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

অন্বয়—পার্থ, মাং সর্বভূতানাং সনাতনং বীজং বিদ্ধি; [তথা] অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ চ তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি। ১০

* চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাস। বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম।

মূলের অনুবাদ—হে পৃথাপুত্র, আমাকে সর্বভূতের চিরন্তন বীজ[১] রূপে জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধিস্বরূপ[২] ও তেজস্বিগণের তেজঃস্বরূপ। ১০

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং স্বজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং নিত্যমুত্তরোত্তর-সর্বকার্য্যেষনুস্যূতং তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, ন তু প্রকৃতিব্যক্তি বিনশ্যৎ। তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাহমস্মি। তেজস্বিনাং তেজঃ প্রাগলভ্যমহম্। ১০

টীকার অনুবাদ—আমাকে চরাচর সর্বভূতের বীজ, স্বজাতীয় কার্য্যোৎ-পাদন সামর্থ্য বলিয়া জানিবে। উক্ত বীজ সনাতন, নিত্য, উত্তরোত্তর সর্বকার্যে অনুস্যূত। তাহাই বীজ, মদীয় বিভূতি জানিবে। ইহা প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ন্যায় বিনশ্বর নহে। ইহার অর্থ, অন্য বীজ অঙ্কুরোৎপাদনান্তে যেমন স্বয়ং বিনষ্ট হয়, ভগবদ্‌বীজ তদ্রূপ বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি, প্রজ্ঞা আমি হই। তেজস্বিগণের, প্রগল্‌ভগণের তেজ, প্রাগল্‌ভ্য আমি। ১০

বলং বলবতাং চাহং* কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১

অন্বয়—ভরতর্ষভ অহং বলবতাং কামরাগবিবর্জিতং বলং, [তথা] ভূতেষু ধর্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি। ১১

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি বলবান্‌গণের মধ্যে কামনাশূন্য ও আসক্তিরহিত বলরূপে এবং সর্বভূতে ধর্মনিষ্ঠ কামরূপে বিরাজ করি। ১১

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষো রাজসঃ, রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকতৃষ্ণা-

১ প্ররোহকারণ—শংকরাচার্য্য। কার্য্যারম্ভসামর্থ্য—যামুনাচার্য্য।
২ চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক তত্ত্বনিশ্চয়সামর্থ্য—আনন্দগিরি।
* অস্মি ইতি পাঠান্তরম্।

পরপর্যায়স্তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জিতং বলবতাং বলমস্মি। সাত্ত্বিকং স্বধর্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। স্বধর্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপত্তি-মাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি। ১১

টীকার অনুবাদ—কাম অপ্রাপ্ত বস্তুতে রাজসিক অভিলাষ, রাগ অভিলষিত বিষয় পাইয়াও পুনরায় অধিক বিষয় প্রাপ্তির জন্ম চিত্তরঞ্জনাত্মক অপরপর্যায়ভুক্ত তামস তৃষ্ণা। কামহীন ও রাগমুক্ত বলবান্‌গণের বল আমি হই। ইহার অর্থ, স্বধর্মানুষ্ঠানে সাত্ত্বিক সামর্থ্যই উক্ত বল। ধর্মের অবিরুদ্ধ, স্বপত্নীতে পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামরূপে* প্রাণিগণের মধ্যে আমি অবস্থিত। ১১

> যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
> মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২

অন্বয়—যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ তামসাঃ চ ভাবাঃ জায়ন্তে, তান্ মত্ত এব [জাতান্] ইতি বিদ্ধি। তেষু ভাবেষু অহং ন তু (বর্ত্তে), তে তু (ভাবাঃ) ময়ি (বর্ত্তন্তে)। ১২

মূলের অনুবাদ—যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ[১] মনুষ্যগণের মধ্যে দেখা যায়, তৎসমুদয় আমা হইতেই সম্ভূত জানিবে। কদাপি আমি এই সকল ভাবের অধীন হই না; কিন্তু সেই ভাবসমূহ আমারই অধীন থাকে। ১২

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ যে চেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ তামসাশ্চ শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিনাং স্বকর্মবশাজ্জায়ন্তে তান সর্বান্ মত্ত এব জাতানীতি বিদ্ধি। মদীয় প্রকৃতিগুণত্রয়

---

* আচার্য শংকর বলেন, 'দেহধারণ মাত্রাস্থর্থোঽশনপানাদিবিষয়ঃ কামোঽস্মি।' শাস্ত্রবিহিত দেহধারণমাত্রের নিমিত্ত অশনপানাদি কামই আমি।

১ চিত্তের পরিণাম—মধুসূদন সরস্বতী।

কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন বর্ত্তে। জীববত্তদধীনোঽহম্ ন ভবামীত্যর্থঃ। তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—যে সকল শমদমাদি সাত্ত্বিক ভাব এবং হর্ষদর্পাদি রাজসিক ভাব এবং শোকমোহাদি তামসিক ভাব প্রাণিগণের স্বকর্মফলে জাত হয়, সেই সকল ভাব আমা হইতে উৎপন্ন জানিবে, মদীয় প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের কার্য্য বলিয়া। এই হেতুও সেই সকল ভাবে আমি বর্তমান থাকি না। ইহার অর্থ, জীবের ন্যায় আমি ত্রিগুণের কার্যাধীন নহি; কিন্তু তাহারাই আমার অধীন হইয়া আমাতে বিরাজ করে, ইহাই নির্গলিত অর্থ। ১২

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

অন্বয়—এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ মোহিতম্ ইদম্ সর্বং জগৎ। (অতঃ) এভ্যঃ পরং অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি। ১৩

মূলের অনুবাদ—এই ত্রিগুণজাত[1] ভাবসমূহ দ্বারা দৃশ্যমান বিশ্বজগৎ সংমোহিত আছে। অতএব, এই সকল ভাবের অতীত অব্যয়[2] ও ইহাদের নিয়ন্তা আমাকে এই জীবজগৎ জানিতে পারে না। ১৩

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ অতো মাং নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম্। এতেষাং নিয়ন্তারমত এবাব্যয়ম্। নির্বিকারমিত্যর্থঃ। ১৩

টীকার অনুবাদ—এইরূপ ঐশ্বর পুরুষ তুমি; তবে তোমাকে লোকে জানে না কেন? ইহার উত্তর ভগবান্ দিতেছেন। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ গুণময়,

---

১ আমার মায়া কথন দ্বারা সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতি নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (১০।৪) আছে, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্।" ইহার অর্থ, প্রকৃতিকে মায়া ও পরমেশ্বরকে মায়ী বা মায়াধীশ বলিয়া জানিবে।

২ অপ্রচ্যুত স্বভাব—বলদেব। সদৈকরূপ—যামুনাচার্য্য।

কামলোভাদি গুণবিকার ভাবসমূহ দ্বারা এই জগৎ মোহিত রহিয়াছে। এই জন্য ইহারা আমাকে জানিতে পারে না।, সেই আমি বা ঈশ্বর কথম্ভূত, কি প্রকার? এই সকল ভাবের অতীত, অস্পৃষ্ট, ইহাদের নিয়ন্তা আমি। ইহার অর্থ, অতএব আমি অব্যয়, নির্বিকার। ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪

অন্বয়—এষা গুণময়ী দৈবী মায়া দুরত্যয়া, যে মাম্ এব প্রপদ্যন্তে, তে এতাং মায়াং তরন্তি। ১৪

মূলের অনুবাদ—আমার গুণময়ী[১] মায়াশক্তি দুরতিক্রম্যা। অব্যভিচারিণী ভক্তিবলে যাহারা আমার শরণাগত[২] হয়, তাহারাই এই দুস্তরা আমার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ১৪

শ্রীধরী টীকা—কে তর্হি ত্বাং জানন্তীত্যত আহ—দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতৎ। তথাপি যে মামেবেত্যেব কারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে, ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি। ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ। ১৪

টীকার অনুবাদ—তবে কাহারা তোমাকে জানিতে পারে? এতদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন। দৈবী, অলৌকিকী। ইহার অর্থ, অত্যদ্ভুতা, গুণময়ী,

---

১ সত্ত্বাদি গুণত্রয়াত্মিকা শ্লেষেণ ত্রিগুণিতা রজ্জুরিব অতিদৃঢ়তয়া জীবানাং বন্ধহেতুঃ মায়া—বলদেব। অনৃতস্য প্রপঞ্চস্য ইন্দ্রজালাদেরিব প্রকাশিকা শক্তি মায়া।—নীলকণ্ঠ।

২ মধুসূদন সরস্বতীকৃত গীতাটীকায় প্রহ্লাদের এই উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো

মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।

যদ্‌যজ্জনো ভগবতে বিদধিতমানং

তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥

সত্ত্বাদি গুণের বিকাররূপা। আমার, পরমেশ্বরের শক্তি, মায়া দুরত্যয়া, দুস্তরা। ইহা অবশ্যই প্রসিদ্ধ। 'এব' শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, তথাপি আমাকেই অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা যাহারা প্রপত্তি, ভজনা করে এই সুদুস্তরা মায়াজালও তাহারা উত্তীর্ণ হয়। তারপর আমাকে জানিতে পারে, ইহাই ভাবার্থ। ১৪

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫

অন্বয়—দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ নরাধমাঃ আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ (সন্তঃ) মাং ন প্রপদ্যন্তে। ১৫

মূলের অনুবাদ—যে পাপশীল নরাধমগণ আসুর ভাব[১] আশ্রয় করিয়াছে, এবং যাহারা বিবেকশূন্য এবং যাহাদের শাস্ত্রাচার্যগত জ্ঞান মায়া[২] দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহারাই আমার প্রপন্ন হয় না। ১৫

---

১ মায়ার স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয়ে ব্যাখ্যাত। মায়া ত্রিগুণময়ী ও অনুভবসিদ্ধা। অকস্মাৎ ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আবার ইহার স্বরূপও সহজে বুদ্ধিগত হয় না।—

ন সতী সা নাসতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।
এতদ্বিলক্ষণা কাচিং বস্তুভূতানি সর্বদা॥
যথেন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে।
কৃত্বা নর্তয়তে কামং স্বেচ্ছয়া বশবর্তিনীম্॥
তথা নর্তয়তে মায়া জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তং সদেবাসুরমানুষম্॥

মায়া সৎ নহে, অসৎও নহে, সদসৎও নহে বিরোধহেতু। এই সকল হইতে বিলক্ষণ বস্তুভূতা মায়া। ইহাকে স্বতঃসিদ্ধা ব্রহ্মশক্তিও বলা যায়। যেমন ঐন্দ্রজালিক দারুময়ী পুত্তলিকা হাতে লইয়া নানারূপে নাচায়, মায়াও তদ্রূপ স্থাবরজঙ্গম, দৃশ্যাদৃশ্য বিশ্বজগৎ এবং ব্রহ্মাদি দেবতা, মানুষ, অসুর ও স্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতকে নাচাইতেছে।

২ অসুরসুলভ। অসুষু রতাঃ অসুরাঃ। যাহারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে সদা রত,

শ্রীধরী টীকা—কিমিতি তর্হি সর্বে ত্বামেব ন ভজন্তি। তত্রাহ—ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ, মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ। তৎ কুতঃ, দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ। অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা অত এব "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি। ১৫

টীকার অনুবাদ—যদি এইরূপই ঘটে, তবে সকলেই তোমাকে ভজনা করে না কেন। ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, নরগণের মধ্যে যাহারা অধম, তাহারা আমাকে প্রপত্তি, ভজনা করে না। তাহাদের অধমত্বে কারণ কি? তাহারা মূঢ়, বিবেকবর্জিত। তাহা কিরূপে হয়? যেহেতু তাহারা দুষ্কৃত, পাপশীল। অতএব, মায়া দ্বারা অপহৃত, নিরস্ত শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে জাত জ্ঞান যাহাদের, তাহারা তদ্রূপ। এইহেতু দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা) প্রভৃতি বক্ষ্যমান আসুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তাহারা আমাকে ভজনা করে না। ১৫

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬

অন্বয়—ভরতর্ষভ অর্জুন, আর্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ (ইতি) চতুর্বিধা সুকৃতিনঃ মাং ভজন্তে। ১৬

মূলের অনুবাদ—হে ভারতকুলগৌরব অর্জুন, পূর্বজন্মকৃত পুণ্যবশে রোগাদি দ্বারা অভিভূত আর্ত আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থকামী ও মুমুক্ষু—এই চারি প্রকার ভক্ত আমার ভজনা করে। ১৬/

শ্রীধরী টীকা—সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্তি, তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্বিধা ইতি। পূর্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যা জনাস্তে মাং ভজন্তি। তে তু চতুর্বিধাঃ, আর্তো রোগাদ্যভিভূতঃ। স যদি পূর্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্।

তাহারা অসুর। মানুষ যেমন দেবস্বভাব পাইতে পারে, তদ্রূপ সে আসুর স্বভাবের অধীনও হয়।

জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ, অর্থার্থী অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ। ১৬

টীকার অনুবাদ—সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ আমাকেই ভজনা করেন। সুকৃতির তারতম্য অনুসারে তাঁহারা চারি প্রকার হইয়া থাকেন, ইহাই আলোচ্য শ্লোকে ভগবানের বক্তব্য। পূর্বজন্মে পুণ্যকারীগণ ইহলোকে আমার ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা চতুর্বিধ—আর্ত*, রোগাদি দ্বারা অভিভূত। যদি তিনি পূর্বজন্মে পুণ্যকারী হন, তাহা হইলে আমাকে ভজনা করিবেন; নচেৎ অন্য দেবতা ভজন দ্বারা সংসরণ করেন, সংসারগতি বা জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হন। এইরূপে অন্যান্য ত্রিবিধ ভক্তবৃন্দ সম্বন্ধেও ইহাই প্রযোজ্য। জিজ্ঞাসু, আত্মজ্ঞানকামী, অর্থার্থী, ইহলোকে বা পরলোকে ভোগসাধনভূত অর্থাকাংক্ষী এবং জ্ঞানী, আত্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ। ১৬

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭

অন্বয়—তেষাং (মধ্যে) নিত্যযুক্তা একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে। অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ, স চ মম প্রিয়ঃ। ১৭

মূলের অনুবাদ—তন্মধ্যে ভক্তিনিষ্ঠ ও যোগযুক্ত জ্ঞানীই[১] সর্বশ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন†। ১৭

---

* আচার্য শংকর বলেন, "আর্তি-পরিগৃহীত-তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাভিভূতঃ"। ইহার অর্থ, আর্তি-ক্লিষ্ট, চোর ও ব্যাঘ্র ও ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত।

১ ভাগবতে (১।৭।১০) আছে—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥

অহংকারাদি হৃদয়গ্রন্থিমুক্ত আত্মজ্ঞ মুনিগণও ঈশ্বরে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। শ্রীহরির ঈদৃশ মহিমা।

† আচার্য্য শংকর বলেন, কোন ভক্ত বাসুদেবের অপ্রিয় নহে; কিন্তু

শ্রীধরী টীকা—এতেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ। অত্র হেতবঃ। নিত্যযুক্তঃ, সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ। জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্য-যুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য। অতএব হি তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ, স চ মম। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তমঃ ইত্যর্থঃ। ১৭

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। ইহার কারণসমূহ বিবৃত হইতেছে। নিত্যযুক্ত, সর্বদা মন্নিষ্ঠ, একমাত্র আমাতেই ভক্তি যাঁহার তিনি। দেহেন্দ্রিয়াদিতে জ্ঞানীর অভিমানের অভাবে চিত্তবিক্ষেপ রাহিত্যহেতু নিত্যযুক্তত্ব ও একান্ত ভক্তিত্ব সম্ভব হয়, অন্যের নহে। এই হেতু আমি তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অতীব প্রিয়। ইহার অর্থ, সেইহেতু নিত্যযুক্তত্ব, একান্ত ভক্তিত্ব প্রভৃতি চারি কারণে তিনি উত্তম ভক্ত। ১৭

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ১৮

অন্বয়—এতে সর্বে এব উদারাঃ, তু জ্ঞানী আত্মা এব (ইতি) মে মতম্; হি যুক্তাত্মা স অনুত্তমাং গতিং মাম্ এব আস্থিতঃ। ১৮

মূলের অনুবাদ—উল্লিখিত চতুর্বিধ ভক্তগণ মোক্ষলাভ করেন; কিন্তু আমার মতে[১] জ্ঞানীই আমার আত্মস্বরূপ[২]। ইহার কারণ, জ্ঞানীই[৩]

জ্ঞানীই অত্যন্ত প্রিয়, ইহাই বিশেষ। নারদ, বশিষ্ঠ, শুকদেব, সনক প্রভৃতি জ্ঞানিগণ এবং প্রহ্লাদ উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দ ভগবানের অতি প্রিয়।

১ নিশ্চয়—শংকরাচার্য। সিদ্ধান্ত—যামুনাচার্য।

২ জ্ঞানালোকে অনুভূত হয়, ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে সাধনকালে বিষ্ণুমন্দিরে বসিয়া জ্ঞান চক্ষুতে দর্শন করিয়াছিলেন, ভক্ত, ভগবান ও ভাগবত—এই তিন অভিন্ন।

৩ যেমন যজ্ঞ ভঙ্গ হেতু কুপিত ইন্দ্র কর্তৃক অবিরাম বারিবর্ষণ নিমিত্ত

মদেকচিত্ত হইয়া আমাকে একমাত্র অবলম্বন জানিয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। ১৮

শ্রীধরী টীকা—তর্হি কিম্ ইতরে ত্রয়স্তদ্ভক্তাঃ সংসরন্তি? ন হি নহীত্যাহ উদারা ইতি। সর্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ। মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্। মদ্ব্যতিরিক্তমন্তৎফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ। ১৮

টীকার অনুবাদ—তবে কি তোমার অন্য[১] তিন প্রকার ভক্ত সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হন না? নিশ্চয়ই নহে। ইহাই ভগবান্ আলোচ্য শ্লোকে বলিতেছেন। ইহার অর্থ, তাহারা সকলেই উদার, মহান্। ইহার অর্থ মোক্ষভাক্ই। কিন্তু জ্ঞানী পুনরায় আমার আত্মা[২], ইহাই আমার মত, নিশ্চয়। যেহেতু সেই জ্ঞানী যুক্তাত্মা, মদেকচিত্ত হইয়া যাহা অপেক্ষা অন্য উত্তম নাই সেই অনুত্তম, সর্বোত্তম গতিরূপ আমাকেই আশ্রয় করেন। ইহার অর্থ, মদ্ব্যতীত অন্য ফল তিনি মানেন না, চাহেন না। ১৮

নিপীড়িত ব্রজবাসীবৃন্দ, যেমন জরাসন্ধের কারাগারবর্তী রাজন্যগণ, যেমন দ্যূত-সভার বস্ত্রাপকর্ষণে আর্তিগ্রস্ত দ্রৌপদী ও যেমন গ্রাহগ্রস্ত গজরাজ :—মধুসূদন সরস্বতী।

১ আচার্য্য শংকর বলেন, অন্য তিন প্রকার ভক্তই আমার প্রিয়; কারণ কোন ভক্তই আমার বাসুদেবের অপ্রিয় হইতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই মাত্র বিশেষ।

২ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

সাধুগণ আমার হৃদয়, আর আমিও সাধুগণের হৃদয়। আমা ভিন্ন তাহারা অন্যকে জানে না, আমিও তাহাদের ছাড়া অন্যকে আদৌ জানি না।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ১৯

অন্বয়—বহূনাং জন্মনাম্ অন্তে জ্ঞানবান্ [সন্ ইদং] সর্বং বাসুদেবঃ এব [ইতি] মাং প্রপদ্যতে। সঃ মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ১৯

মূলের অনুবাদ—বহু জন্মে উপার্জিত পুণ্যফলে জ্ঞানবান্ হইয়া 'এই চরাচর বিশ্বজগৎ বাসুদেবময়' জানিয়া যে ভক্ত আমাকে ভজনা করে, তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। ১৯

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েনান্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ। ১৯

টীকার অনুবাদ—ভগবান বলিতেছেন, উক্তরূপ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ। বহু বহু জন্মে কিছু পুণ্য সঞ্চয়ের ফলে শেষ জন্মে জ্ঞানী হইয়া 'এই চরাচর বিশ্বজগৎ বাসুদেব*' এই সর্বাত্মদৃষ্টি দ্বারা আমাকে প্রপত্তি, ভজনা করে। অতএব, সেই অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টি মহাপুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। ১৯

---

* বিষ্ণু পুরাণে বাসুদেব শব্দের অর্থ এইরূপ পাওয়া যায়—

ভূতেষু বসতে সোঽন্তর্বসন্ত্যত্র চ তানি যৎ।
ধাতা বিধাতা জগতাং বাসুদেবঃ ততঃ প্রভুঃ॥

যিনি সর্বভূতে বাস করেন এবং সর্বভূত যাহার মধ্যে অবস্থিত এবং যিনি জগতের ধাতা ও বিধাতা ও প্রভু, তিনিই বাসুদেব।

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদের ২২ শ্লোকে আছে—

সর্বভূতাধিবাসশ্চ যদ্ভূতেষু বসত্যধি।
সর্বানুগ্রাহকত্বেন তদস্ম্যহং বাসুদেবঃ॥

যিনি সর্বভূতের অধিষ্ঠান ও অনুগ্রাহকরূপে সর্বভূতে অবস্থিত সেই আমিই বাসুদেব, পরব্রহ্ম।

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০

অন্বয়—তে তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানাঃ তং তং নিয়মম্ আস্থায় স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ [সন্তঃ] অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। ২০

মূলের অনুবাদ—পুত্র, পশু ও স্বর্গ প্রভৃতি লাভের কামনা দ্বারা হৃতজ্ঞান স্বকীয় স্বভাবের বশীভূত হইয়া উপবাসাদি নিয়ম আশ্রয়পূর্বক অন্য উপাসকগণ ভূতপ্রেতযক্ষাদি ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করে। ২০

শ্রীধরী টীকা—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব ভজন্তি। তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্তিশত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি। কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি চ স্বকীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তঃ দেবতাবিশেষং ভজন্তি। ২০

টীকার অনুবাদ—পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, এইরূপ বিষয়কামী হইয়া কামনা পূরণার্থ যাঁহারা পরমেশ্বরকেই ভজনা করেন, তাঁহারা নানা কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে মুক্তিলাভ করেন। যাহারা অতিশয় রাজস ও তামস কামনা দ্বারা অভিভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণকে আরাধনা করে, তাহারা সংসারগতি প্রাপ্ত হয়—ইহাই ভগবান্ চারি শ্লোকে বলিতেছেন। কিন্তু যাহাদের বিবেক পুত্রলাভ, কীর্তিলাভ ও শত্রু জয় প্রভৃতি বিষয়ক কামনা দ্বারা অপহৃত হইয়াছে, তাহারা ভূত, প্রেত, যক্ষ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা ভজনা করে। কি করিয়া তাহারা ভজনা করে? সেই সেই ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনার্থ যে সকল উপবাসাদি নিয়ম বিহিত, নিষ্ঠাপূর্বক সেই সেই নিয়ম স্বীকার, পালন করিয়া। সেখানেও স্বকীয়া প্রকৃতি পূর্বাভ্যস্ত বাসনা দ্বারা বশীকৃত হইয়া অন্য ক্ষুদ্র দেবতা ভজনা করিয়া থাকে। ২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং* তামেব বিদধাম্যহম্॥ ২১

অন্বয়—[তেষাং মধ্যে] যঃ যঃ ভক্তঃ যাং যাং তনুং শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি, তস্য তস্য [ভক্তস্য] তাম্ এব শ্রদ্ধাম্ অচলাং অহং বিদধামি। ২১

মূলের অনুবাদ—তাহাদের মধ্যে যে যে ভক্ত দৃঢ়া শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন দেবরূপ মদীয় মূর্ত্তি অর্চনা করিতে অভিলাষী হয়, তাহাদিগকে আমি সেই দেবতায় দৃঢ় ভক্তি দিয়া থাকি। ২১

শ্রীধরী টীকা—যো যো যাং যামিতি। তেষাং মধ্যে যো যো ভক্তঃ যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি করোমি।। ২১

টীকার অনুবাদ—যাহারা দেবতাবিশেষকে ভজনা করে, তাহাদের মধ্যে যে যে ভক্ত যে যে অন্য দেবতারূপ মদীয় মূর্ত্তি শ্রদ্ধা সহ অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, প্রবৃত্ত হয় সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তি বিষয়ে অন্তর্যামী আমি তাহার শ্রদ্ধা অচলা, দৃঢ়া করিয়া দিই। ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ২২

অন্বয়—সঃ [ভক্তঃ] তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ [সন্] তস্যাঃ আরাধনম্ ঈহতে ততঃ চ ময়া এব বিহিতান্ তান্ কামান্ হি লভতে। ২২

মূলের অনুবাদ—উক্ত ভক্ত তাদৃশী শ্রদ্ধাবলে সেই দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। অনন্তর আরাধিত দেবতার সকাশ হইতে আমার দ্বারাই অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২২

শ্রীধরী টীকা—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরা-রাধনমীহতে করোতি। ততশ্চ যে সংকল্পিতাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ততো

---

* ভক্তিম্ ইতি পাঠান্তরঃ।

দেবতাবিশেষাৎ লভন্তে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি স্ফুটমেব তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মন্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ২২

টীকার অনুবাদ—সেই ভক্ত তাদৃশী দৃঢ়া শ্রদ্ধার সহিত উক্ত দেবমূর্ত্তির আরাধনা করে। তদনন্তর এই দেবতাবিশেষ হইতে সংকল্পিত কামনাসমূহ, সর্ব কাম্য বস্তু লাভ করে। আমি অন্তর্যামীরূপে সেই দেবতায় অবস্থিত বলিয়া মৎকর্তৃকই সেই সকল অভীষ্ট বিহিত, নির্মিত হয়। এই অর্থ স্পষ্ট যে, সেই সেই দেবতাগণও মদধীন এবং মন্মূর্তি। সুতরাং উক্ত ফলের দাতাও, আমি। ২২

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩

অন্বয়—তু অল্পমেধসাং তেষাং তৎফলম্ অন্তবৎ, দেবযজঃ দেবান্ যান্তি, মদ্ভক্তাঃ মাং যান্তি। ২৩

মূলের অনুবাদ—কিন্তু সেই সকল অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের মদ্দত্ত ফলসমূহ বিনষ্ট[১] হয়। দেবপূজকগণ বিনশ্বর দেবগণকে প্রাপ্ত হয়; আর মদ্ভক্তগণ অনাদি অনন্ত পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই লাভ করেন। ২৩

শ্রীধরী টীকা—তদেব যদ্যপি সর্বা অপি দেবতা মমৈব মূর্ত্তয় অতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাং ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টিনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি তদেবাহ। দেবান্ যজন্তীতি দেবযজন্তে

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে অন্তবদেব অস্য তদ্ভবতি।" হে গার্গি, যে এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোকে হোম করে, তপস্যা করে, যজন করে উহার তৎতৎ ফল অন্তযুক্ত হয়। আর একটি শ্রুতিবাক্যে আছে "কর্মণা পিতৃলোক বিদ্যয়া দেবলোকো ইতি। দেবভূত্বা দেবানপ্যেতি।" কর্ম দ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যা দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হয় এবং দেবতাস্বরূপ হইয়া দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সগুণ উপাসনার ফল নাশযুক্ত, ক্ষয়শীল। আর নির্গুণ উপাসনার ফল মোক্ষ, অক্ষয়।

দেবান্ অন্তবতো যান্তি। মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি। ২৩

টীকার অনুবাদ—যদিও সকল দেবতাই সর্বাত্মা আমারাই তনু, মূর্তি; অতএব তাহাদের আরাধনাও বস্তুতঃ আমরই আরাধনা এবং ফলদাতাও আমি, তাহা সত্বেও সাক্ষাৎ মদ্ভক্তবৃন্দ এবং পূর্বোক্ত ভক্তগণের মধ্যে ফল বৈষম্য ঘটে। ইহাই ভগবান্ বলিতেছেন। যদিও অল্পমেধা ক্ষুদ্রদৃষ্টি ভক্তগণের ফল আমিই দিয়া থাকি, তথাপি সেই ফল সান্ত, বিনাশী হয়। ইহাই ভগবান বলিতেছেন আলোচ্য শ্লোকের শেষার্ধে। সেই দেবযাজীবৃন্দ অন্তবান দেবলোক প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্তগণ আমাকে, অনাদি অনন্ত পরমানন্দস্বরূপ আমাকে লাভ করে। ২৩

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

অন্বয়—অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ং অনুত্তমং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ অব্যক্তং মাং ব্যক্তিম্ আপন্নং মন্যন্তে। ২৪

মূলের অনুবাদ—আমি অব্যক্ত[১] ও অব্যয় ঈশ্বর। অল্পবুদ্ধি ভক্তগণ আমার পরম স্বরূপ না জানিয়া আমাকে মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি স্বকর্মনির্মিত ভৌতিক দেহধারী বলিয়া মনে করে। ২৪ /

১ অপ্রকাশ, শরীরগ্রহণের পূর্বে।—আচার্য শংকর। ইদানীং অভিব্যক্ত, প্রকাশিত লীলাবিগ্রহের পরিগ্রহ অবস্থাতে।—আনন্দগিরি। দেহগ্রহণের পূর্বে কার্যাক্ষমত্বহেতু স্থিত অব্যক্ত এবং বসুদেবগৃহে ভৌতিক দেহাবচ্ছেদহেতু ব্যক্তিত্বাপন্ন কার্যক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন জীব।—মধুসূদন। সর্বোপাধিশূন্যত্বহেতু অস্পষ্টরূপেও বাসুদেব শরীর দ্বারা ব্যক্তিত্বাপন্ন। অস্মদাদিবৎ শরীরাভিমানী।—নীলকণ্ঠ। অব্যক্ত ঈশ্বর অবিদ্যমান ব্যক্তিভাবহেতু সংসারী পুরুষবৎ ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত পুরুষই অবতার।—হনুমান। অব্যক্তং প্রাকৃতরাজসুতসমানমিতঃ পূর্বমনভিব্যক্তমিদানীং কর্মবশাৎ জন্মবিশেষং প্রাপ্য ব্যক্তিমাপন্নম্।—রামানুজ। অব্যক্তং স্বপ্রকাশাত্মবিগ্রহত্বাদিন্দ্রিয়বিষয়ং মাং ব্যক্তিমাপন্নং ইন্দ্রিয়বিষয়ং মন্যন্তে। দেবক্যাং বাসুদেবাৎ সর্বোৎকৃষ্টেন কর্মণা সঞ্জাতমিতররাজপুত্রতুল্যং মাং বদন্তি।—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

শ্রীধরী টীকা—নন্থ চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্বেঽপি কিমপি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ। মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ। কথন্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং। ন বিদ্যত উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তং ভাবম্। অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানাবিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্তিং মাং পরমেশ্বরং স্বকর্মনির্মিতভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। ২৪

টীকার অনুবাদ—যদি বল, যখন সমান প্রয়াসে মহৎ ফল ভেদ ঘটে, তবে সকলেই অন্যান্য দেবতা ত্যাগ করিয়া আপনাকেই ভজনা করে না কেন? ইহার উত্তর ভগবান এই শ্লোকে দিতেছেন। অব্যক্ত, প্রপঞ্চাতীত। অল্পবুদ্ধি ভক্তগণ আমাকে ব্যক্তি, মনুষ্য, মৎস্য ও কূর্ম প্রভৃতি[১] ভাবপ্রাপ্ত (দেহধারী) মনে করে। ইহার কারণ, তাহারা আমার পরম ভাব, স্বরূপ জানে না। কিরূপ,

---

১ শাস্ত্রে আছে,

> মৎস্যকূর্মবরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
> রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধ কল্কি চ তে দশ ॥

ঈশ্বরের দশাবতার ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এইভাবে উল্লিখিত—মৎস্য, কচ্ছপ, শূকর, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। বাংলার জয়দেব কৃত দশাবতার স্তোত্রে ও কাশ্মীরের ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'দশাবতার চরিত' গ্রন্থে এই দশবিধ অবতারের কাহিনী বিবৃত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "কলির শেষে কল্কি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে। সে কিছু জানে না, হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে।" কল্কিপুরাণে কল্কি অবতারের বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়। মৎস্য ও কূর্ম প্রভৃতি অনেক অবতার সম্বন্ধেও এক একটি পুরাণ প্রচলিত।

কীদৃশ তোমার সেই স্বরূপ ? অব্যয়, নিত্য। যাহা অপেক্ষা উত্তম ভাব আর নাই, তাহাই পরম মদ্‌ভাব। অতএব বিশ্বরক্ষার জন্য লীলাচ্ছলে বিধৃত বিবিধ বিশুদ্ধ উর্জিত সত্ত্বমূর্তিধারী পরমেশ্বর আমাকে স্বকর্মবশে গঠিত ভৌতিক দেহপ্রাপ্ত দেবতান্তর তুল্য দেখিয়া মন্দমতি ভক্তগণ আমার যথার্থ আদর করে না; বরং ক্ষিপ্রফলপ্রদ দেবতান্তরকেই ভজনা করে। ইহার অর্থ, তাহারা পূর্বোক্ত প্রকারে ক্ষণস্থায়ী ফল লাভ করে। ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ২৫

অন্বয়—অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (সন্) সর্বস্য প্রকাশঃ ন (ভবামি), (অতএব) মূঢ় অয়ং লোকঃ অজম্ অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি। ২৫

মূলের অনুবাদ—আমি যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলিয়া অভক্তগণের[১] নিকট প্রকটিত হই না; কিন্তু ভক্তগণের নিকট আত্মপ্রকাশ করি। এই জন্য মূঢ়া পৃথ্বী আমার অব্যয় স্বরূপ জানিতে পারে না। ২৫

শ্রীধরী টীকা—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তানামেব। যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ। যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ স এব মায়া অঘটমানঘটনাচাতুর্যং অনয়া সংচ্ছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতি। ২৫

---

১ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কংস, শিশুপাল, দুর্যোধন প্রভৃতি চিনিতে পারেন নাই। মহাভারতের সভাপর্বে ৩৮ অধ্যায়ে আছে, পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণকে শিশুপাল দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেছে দেখিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন—

কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ।
কৃষ্ণস্য হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতং চরাচরম্॥
অয়ং তু পুরুষো বালঃ শিশুপালো ন বুধ্যতে।
সর্বত্র সর্বদা কৃষ্ণং তস্মাদেবং প্রভাষতে॥

এই অব্যয় শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সর্বলোক সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই চরাচর সর্বভূত শ্রীকৃষ্ণকৃত। এই মূঢ়মতি শিশুপাল কৃষ্ণকে চিনিতে পারে নাই বলিয়া সর্বদা তাঁহাকে এইরূপ দুর্বাক্য বলিতেছে।

টীকার অনুবাদ—তাহাদের আত্মজ্ঞানাভাবের কারণ ভগবান্ বলিতেছেন। সকল লোকের নিকট আমি প্রকাশ, প্রকট হই না; কেবল মদ্ভক্তগণেরই নিকট প্রকাশ হই। যেহেতু যোগমায়া দ্বারা আমি সমাবৃত থাকি। যোগ[১], যুক্তি, আমার কোনও অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ সংকল্প। উহা অঘটন ঘটন পটীয়সী বলিয়া উহাকে ঈশ্বরের মায়া বলা হয়। তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন, এই হেতু আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ় হইয়া অভক্তগণ আমাকে জানিতে পারে না যে, আমি জন্মরহিত ও ব্যয়হীন। ২৫

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ২৬

অন্বয়—অর্জুন, সমতীতানি বর্তমানানি চ ভবিষ্যাণি চ ভূতানি অহং বেদ:, তু ক: চন মাং ন বেদ। ২৬

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, অতীত ও ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ত্রিকালবর্তী স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতকে আমি উত্তমরূপে জানি; কিন্তু তাহারা আমার পরম স্বরূপ অবগত নহে। ২৬

শ্রীধরী টীকা—সর্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তং, তদেব স্পষ্ট সর্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহবেদেতিসমতীতানি

---

১ "যোগো গুণানাং যুক্তিঃ ঘটনং সৈব মায়া যোগমায়া।" সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের সংযোগই যোগ, সেই যোগই মায়া।—শংকরাচার্য্য। "ভগবতো যঃ সংকল্প স এব যোগঃ তদ্বশবর্তিনী যা মায়া সা যোগমায়া"। ভগবানের যে সংকল্প তাহাই যোগ, তাহার অধীনে যে মায়া তাহাই যোগ মায়া।—মধুসূদন সরস্বতী। আনন্দগিরি বলেন, অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানই যোগমায়া। শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন, "স্ববৃত্ত্যা পুরুষং জননমরণদুঃখপ্রবাহেণ যোজয়তি ইতি যোগা সা চ অসৌ মায়া চ যোগমায়া। স্বীয় শক্তি দ্বারা পুরুষকে জন্মমৃত্যু ও দুঃখের প্রবাহ সহিত যিনি যুক্ত করেন, তিনি যোগা, যোগারূপ মায়া যোগমায়া। আচার্য্য রামানুজ মতে, ক্ষেত্রজ্ঞ সাধারণ মনুষ্যত্বাদি সমান সংস্থান যোগাখ্যা মায়া। বলদেব বলেন, মদ্বিমুখ-ব্যামোহকত্ব-যোগযুক্ত মায়া। তথাহি মায়া যবনিকাচ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ইতি। হনুমৎ স্বামী বলেন, গুণৈর্যোগ এব মায়া যোগমায়া। যামুনাচার্য্য বলেন, যোগো দেবমনুষ্যাদি সমান শরীর সংযোগঃ স এব মায়া যোগমায়া।

বিনষ্টানি বর্তমানানি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্তীনি ভূতানি স্থাবরজঙ্গমানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়ত্বান্মম, তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধম্। মান্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ। প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বং চ। ২৬

টীকার অনুবাদ—ইহা কথিত হইয়াছে যে, অজ্ঞ ভক্তগণ সর্বোত্তম মৎস্বরূপ জানিতে পারে না। সেই স্বীয় সর্বোত্তমত্বই অনাবৃত জ্ঞানশক্তিত্ব দ্বারা দেখাইয়া ভগবান্ অন্যান্য লোকের অজ্ঞান বলিতেছেন। সমতীত, বিনষ্ট। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্তী ভাবসমূহ, স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতকেই আমি জানি। উহারা আমার মায়ার আশ্রিত বলিয়া আমাকে জানে না। ইহা প্রসিদ্ধ যে, আমি মায়ার আশ্রয় বলিয়া মায়া তাহার স্বকীয় আশ্রয়কে বিমোহিত করিতে পারে না। সকলে আমার মায়া দ্বারা মোহিত বলিয়া কেহই আমাকে জানিতে পারে না। ইহা লোকে প্রসিদ্ধ যে, মায়া স্বীয় আশ্রয়ের অধীন ও অন্যের মোহক[১]। ২৬

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।

সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

অন্বয়—পরন্তপ ভারত, সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন সর্বভূতানি সম্মোহং যান্তি। ২৭

মূলের অনুবাদ—হে শত্রুতাপন ভারতশ্রেষ্ঠ, স্থূল দেহ ধারণ করিলেই সর্বভূত ইচ্ছাদ্বেষোৎপন্ন[২] শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বে মোহিত হয়। ২৭

শ্রীধরী টীকা—তদেব মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তং, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে

---

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য বলেন, "নাসৌ যোগমায়া মদীয়া সতি মমেশ্বরস্য মায়াবিনো জ্ঞানং প্রতিবধ্নাতি।" আমি মায়াবী ঈশ্বর বলিয়া মদীয়া মায়া আমার জ্ঞানকে আবৃত করিতে পারে না। যেমন ঐন্দ্রজালিক নিজ বিস্তার দ্বারা দর্শককে মোহিত করে, কিন্তু সেই ইন্দ্রজাল দ্বারা স্বয়ং মুগ্ধ হয় না।

২ ইন্দ্রিয়সমূহের অনুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্বভূতানি সম্মোহং চ যান্তি' অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমনোনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন জানন্তীতি ভাবঃ। ২৭

টীকার অনুবাদ—ইহা উক্ত হইয়াছে যে, মায়ার প্রভাবে জীবগণ পরমেশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। সেই অজ্ঞানের দৃঢ়ত্বের কারণ ভগবান বলিতেছেন। যাহা সৃষ্ট হয় তাহা সর্গ। সর্গে, সৃষ্টিতে স্থূল দেহের জন্মকালে দেহানুকূল বিষয়ে ইচ্ছা ও তৎপ্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। এই দুই [ইচ্ছা ও দ্বেষ] হইতে সমুত্থিত, সমুদ্ভূত যে শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব, তৎ-হেতু মোহ, বিবেকভ্রংশ ঘটে। ইহার দ্বারা সর্বভূত সম্মোহ প্রাপ্ত হয়, আমিই সুখী ও আমিই দুঃখী ইত্যাদি গাঢ়তর অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় এবং অভিমানবশে মোহিত হয়। সেই হেতু তাহারা আমার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবে আমাকে ভজনা করে না—ইহাই ভাবার্থ। ২৭

যেষাং ত্বন্তগতং* পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ২৮

অন্বয়—পুণ্যকর্মণাং যেষাং তু জনানাং পাপম্ অন্তগতং দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তাঃ তে দৃঢ়ব্রতাঃ [সন্তঃ] মাং ভজন্তে। ২৮

মূলের অনুবাদ—যে পুণ্যাত্মাগণের পাপক্ষয়[১] হইয়াছে এবং সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বনিমিত্ত মোহ অপগত, তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার আরাধনা করেন। ২৮

শ্রীধরী টীকা—কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে, তত্রাহ—যেষামিতি। যেষাস্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্বং প্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টং তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন নির্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে। ২৮

---

* যেষামন্তগতং ইতি বা পাঠঃ।

১ সত্ত্বগুণের উদ্রেক ও তমোগুণের হ্রাস এবং তমোগুণের কার্য্য মোহ নাশ।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

টীকার অনুবাদ—তবে কেন দেখা যায়, কেহ কেহ তোমার ভজনা করে? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, কিন্তু যে সকল পুণ্যাচরণশীল ভক্তের সর্বপ্রতিবন্ধকরূপ পাপ অস্তগত, নষ্ট হইয়াছে তাহারা দ্বন্দ্বজাত মোহ হইতে নিঃশেষে মুক্ত হইয়া দৃঢ়ব্রত, একনিষ্ঠ হইয়া আমাকে ভজনা করে। ২৮

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

অন্বয়—যে [জনাঃ] জরামরণমোক্ষায় মাম্ আশ্রিত্য যতন্তি, তে ব্রহ্ম কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ অখিলং কর্ম চ বিদুঃ। ২৯

মূলের অনুবাদ—যে ভক্তগণ আমাকে আশ্রয়পূর্বক জরামৃত্যু হইতে মুক্তিলাভের জন্য যত্নশীল হয়, তাঁহারই সমগ্র অধ্যাত্ম বিষয়, অখিল কর্মতত্ত্ব ও সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ[১] জানিতে সমর্থ হন। ২৯

শ্রীধরী টীকা—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—জরামরণেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যং, তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ। তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম চ জানন্তি। ২৯

টীকার অনুবাদ—যাঁহারা এইরূপে আমার ভজনা করেন, তাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞেয় পদার্থ বিদিত হইয়া কৃতার্থ হন। এতদর্থে ভগবান্ বলিতেছেন। জরা ও মৃত্যু হইতে মুক্তি, নিরসন নিমিত্ত আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা প্রযত্ন তপস্যা করেন তাঁহারা পরব্রহ্ম বিদিত হন। ইহার অর্থ, যৎদ্বারা সেই ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য, সেই প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ দেহাদি ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকে জানিতে পারেন এবং তৎসাধনভূত সরহস্য অখিল কর্মও জ্ঞাত হন। ইহাই গূঢ়ার্থ। ২৯

---

১ মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ অনুসারে নির্গুণ ব্রহ্ম "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্ অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।"

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যে চ মাং সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ বিদুঃ, তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালে অপি চ † মাং বিদুঃ। ৩০

মূলের অনুবাদ—যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহ আমাকে অবগত হন, সেই যুক্তচিত্ত ভক্তগণ মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হন না, নিশ্চয়ই বিজ্ঞাত হন। ৩০

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান
যোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশংকাপীত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেব উত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেন নাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে ভজন্তি, তে যুক্তচেতসঃ ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্জানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি। অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশংকেত্যর্থঃ। ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধরস্বামীকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

---

† অপি চেতি নিপাতাভ্যাং তস্যামপ্যবস্থায়াং করণগ্রামস্য ব্যগ্রতয়া জ্ঞানাসম্ভবেঽপি সমাহিতচিত্তানাং জ্ঞানবতাম্ ভগবৎতত্ত্ব-জ্ঞানমযত্নলভ্যমিতি দ্যোতয়তে ইতি।—আনন্দগিরি।

টীকার অনুবাদ—এতাদৃশ ভক্তবৃন্দের যোগভ্রংশের আশঙ্কাও নাই—ইহাই ভগবান্ শেষ শ্লোকে বলিতেছেন। অধিভূত প্রভৃতি শব্দসমূহের অর্থ ভগবান্ স্বয়ং পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ সহিত আমাকে জানিতে পারে, সেই মদাসক্ত যুক্তচিত্ত ভক্তগণ প্রয়াণকালেও, মরণসময়েও আমাকে বিদিত হন। তৎকালে যম-যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়াও তাঁহারা আমাকে বিস্মৃত হন না। ইহার ভাবার্থ এই যে, মদ্ভক্তগণের যোগভ্রংশের আশংকা নাই। ৩০

কৃষ্ণভক্তগণ অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। ইহাই বিজ্ঞান যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়ে সম্যক্ প্রকাশিত হইল।

শ্রীধর স্বামীকৃত গীতাটীকা সুবোধিনীর বিজ্ঞান যোগ নামক
সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায় *

অক্ষরব্রহ্মযোগ

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, পুরুষোত্তম, তৎব্রহ্ম কিম্? অধ্যাত্মং কিম্? কর্ম কিম্? অধিভূতং চ কিং প্রোক্তম্ কিম্ চ অধিদৈবম্ উচ্যতে?

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা[১] করিলেন, হে পুরুষোত্তম, সেই ব্রহ্ম কিরূপ? অধ্যাত্ম কাহাকে বলে? কর্ম কি? কাহাকে অধিভূত বলে এবং অধিদৈবই বা কি? ১

শ্রীধরী টীকা—"ব্রহ্ম-কর্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে॥"

পূর্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জুন উবাচ—কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ। ১

টীকার অনুবাদ—কৃষ্ণৈকচিত্ত ভক্তবৃন্দ ব্রহ্ম, কর্ম ও অধিভূত প্রভৃতি অবগত আছেন। পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্রহ্ম ও কর্মাদি বিষয় স্পষ্টরূপে অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইতেছে। পূর্ব অধ্যায়ের শেষে ভগবদুক্ত ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম প্রভৃতি সপ্ত পদার্থের তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া অর্জুন বর্তমান

---

* যামুনাচার্য্য এই অধ্যায়ের সারমর্ম নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন—
ঐশ্বর্য্যাক্ষরযাথাত্ম্যং ভগবচ্চরণার্থিনাম্।
বেদ্যোঽপাদেয়ভাবানামষ্টমে ভেদ উচ্যতে॥
ভগবানের পদপ্রার্থীগণের ঐশ্বর্য্য ও অক্ষরব্রহ্মস্বরূপ এবং বিজ্ঞেয় ও উপাদেয় ভাবসমূহের ভেদ অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

১ পূর্ব অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে ভগবান কর্তৃক অর্জুনের প্রশ্নবীজসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব উক্ত প্রশ্নার্থ অর্জুনের জিজ্ঞাসা।

অধ্যায়ের প্রথম দুই শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ব্রহ্ম কিরূপ ইত্যাদি। অর্থ স্পষ্ট। ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২

অন্বয়—মধুসূদন, অত্র দেহে কঃ অধিযজ্ঞঃ, কথম্ কস্মিন্ দেহে [স্থিতঃ]? প্রয়াণকালে চ নিয়তাত্মভিঃ কথং ত্বং জ্ঞেয়ঃ অসি। ২

মূলের অনুবাদ—হে মধুসূদন, এই মনুষ্যদেহে অধিযজ্ঞ কিরূপ? সেই অধিযজ্ঞ কিরূপে এই দেহে অবস্থিত? সংযতচিত্ত পুরুষগণ কি উপায়ে আপনাকে মৃত্যুকালে বিদিত হন? ২

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞঃ। অধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বা অধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি। কথং কেন প্রকারেণ অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতো যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্বকর্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি। ২

টীকার অনুবাদ—আরও, অধিযজ্ঞ প্রভৃতি। এই স্থূলদেহে যে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তথায় কে অধিযজ্ঞ, অধিষ্ঠাতা? ইহার অর্থ, প্রযোজক ও ফলদাতা কে? স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া অধিষ্ঠানের প্রকার প্রশ্ন করিতেছেন। ইহার অর্থ, কি প্রকারে এই দেহে অবস্থিত হইয়া তিনি যজ্ঞ [কর্ম] অনুষ্ঠান করেন। সর্বকর্মের উপলক্ষণার্থ যজ্ঞ শব্দ গৃহীত। মৃত্যুকালে সংযতচিত্ত পুরুষগণ কর্তৃক কি উপায়ে আপনি জ্ঞেয় হন? ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং* স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৩

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, পরং [যৎ] অক্ষরং [তৎ] ব্রহ্ম। স্বভাবঃ অধ্যাত্মম্ উচ্যতে। ভূতভাবোদ্ভবকরঃ [সঃ] বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ। ৩

মূলের অনুবাদ—ভগবান বলিলেন, এই জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম। উক্ত ব্রহ্ম অংশতঃ জীবরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে অধ্যাত্ম[১] বলে। সর্ব্ব ভূতের উৎপত্তি ও সমৃদ্ধিকারক দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞকেই কর্ম বলা হয়। ৩

শ্রীধরী টীকা—প্রশ্নক্রমেণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরম্। নমু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ—পরমমিতি। পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তী" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতো জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ, স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাব উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ।

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

ইত্যুক্তক্রমেণ বৃদ্ধিঃ, তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যঃ বিসর্গঃ দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ। সর্বকর্মণামুপলক্ষণমেতৎ। স কর্মশব্দবাচ্যঃ। ৩

টীকার অনুবাদ—প্রশ্নক্রমে ভগবান তিন শ্লোকে উত্তর দিতেছেন। যাহার ক্ষয় বা চলন হয় না, তাহা অক্ষর। জীবও কি অক্ষর? ইহার উত্তরে ভগবান

---

* পরমং ব্রহ্ম ইতি বা পাঠঃ।

১ সেই পরব্রহ্ম যখন প্রতিদেহে প্রত্যাগাত্মভাবে অবস্থান করেন তখন তাঁহাকে স্বভাব বলা হয়। এই স্বভাবই অধ্যাত্ম নামে অভিহিত। স্থূল দেহকে অধিকৃত করিয়া প্রতি পুরুষের আত্মভাবে অবস্থিত সেই পরব্রহ্মরূপ পরমাত্ম বস্তু পর্যন্ত সকল পদার্থই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত। আবার সেই পরব্রহ্মই অক্ষর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে স্বর্গ, মর্ত্য, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি যথাস্থানে বিধৃত আছে।—শংকরাচার্য্য।

বলিতেছেন, যে পরম অক্ষর জগতের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩।৮।৮) আছে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হে গার্গি, ব্রহ্মজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন, তিনিই এই অক্ষর ব্রহ্ম।" সাক্ষাৎ ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ জীবরূপে ভবন বা অবস্থিতি স্বভাব।[১] ইহার অর্থ, তিনিই আত্মাকে, দেহকে অধিকার করিয়া সুখদুঃখাদির ভোক্তারূপে বর্তমান। সেই জীবই অধ্যাত্ম শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছে। জরায়ুজাদি ভূতসমূহের ভাব, উৎপত্তি। ভবন, উদ্ভব। অগ্নিতে দেবোদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি সম্যক্ রূপে আদিত্যে উপনীত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা বা প্রাণী উৎপন্ন হয়। উক্ত ক্রমে ভূতগণের বৃদ্ধি, উৎকর্ষ হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য অর্পণরূপ, বিসর্গরূপ যজ্ঞই কর্ম। যজ্ঞ দ্বারা সর্বকর্ম উপলক্ষিত এবং যজ্ঞই কর্মশব্দবাচ্য। ৩

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

অন্বয়—দেহভৃতাং বর, ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতম্ [উচ্যতে]। পুরুষঃ চ অধিদৈবতম্ [উচ্যতে]। অত্র দেহে [অবস্থিতঃ] অহম্ এব অধিযজ্ঞঃ [উচ্যতে]। ৪

মূলের অনুবাদ—হে জীবশ্রেষ্ঠ, দেহাদি নশ্বর পদার্থ প্রাণীমাত্রকেই অধিকৃত করিয়া থাকে। সূর্যমণ্ডলমধ্যবর্তী বৈরাজ পুরুষ[২] স্বাংশভূত সর্বদেবতার

---

১ স্বো ভাবঃ স্বরূপং প্রত্যক্‌চৈতন্যং ন তু স্বস্য ভাব ইতি ষষ্ঠী সমাসঃ লক্ষণাপ্রসঙ্গাৎ তস্মান্ন ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধি কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপমেব—মধুসূদন সরস্বতী।

২ পূর্ণম্ অনেন সর্বম্ ইতি পুরুষঃ। এই বিশ্ব যাঁহার দ্বারা পূর্ণ, ব্যাপ্ত তিনি পুরুষ পুরি শয়নাৎ বা পুরুষঃ। অথবা যিনি হৃদয়পুরে শয়ন করেন। শ্রুতি বলেন—

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥

যাহা হইতে পর বা অপর কিছুই নাই, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কোন বস্তু নাই, যিনি বৃক্ষবৎ স্বর্গে স্থির থাকেন, সেই একক পুরুষ দ্বারাই এই সর্ব বিশ্ব ব্যাপ্ত আছে।

অধিপতি বলিয়া অধিদৈবত নামে উক্ত হয়। আর আমি এই স্থূল দেহে অন্তর্যামী-রূপে যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া বাস করি। এই জন্য আমি অধিযজ্ঞ নামে অভিহিত। ৪

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থোভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী স্বাংশভূত সর্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমুচ্যতে। অধিদৈবতম-ধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

"স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত॥"

ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্মপ্রবর্তকস্তৎফলদাতা চ, কথমিত্যস্যোত্তরমনে-নৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্। অন্তর্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভিগুণৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহান্তর্বর্ত্তি-ত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

ইতি। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ* ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবম্ভূতমন্তর্য্যামিনং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি। ৪

টীকার অনুবাদ—ক্ষর, নশ্বর ভাব, দেহাদি পদার্থ প্রাণিমাত্রকেই অধিকৃত করিয়া থাকে বলিয়া ইহা অধিভূত নামে উক্ত হয়। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী স্বাংশ-ভূত সর্বদেবতার অধিপতি বৈরাজ পুরুষকে অধিদৈবত বলে। অধিদৈবত, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৪৫।৪৬) আছে, যিনি প্রথম শরীরী

---

* "দেহান্ বিভ্রতীতি দেহভৃতঃ সবে প্রাণি নস্তেষাং মধ্যে বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। যুক্তং হি ভগবতা সাক্ষাদেব প্রতিক্ষণং সংবাদং বিদধা নস্য অর্জুনস্য সর্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠ্যম্।"—আনন্দ গিরি "ত্বন্তু সাক্ষাৎ মৎসখত্বাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ এব ভবসীতি ভাবঃ। —বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়। তিনি সর্বভূতের অগ্রে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহাকে আদিকর্তা ব্রহ্মা বলে। এই স্থূলদেহে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আমিই অধিযজ্ঞ, যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক ও ফলদাতা। কিরূপে তিনি এই দেহে থাকেন? ইহার উত্তরও ইহাতে কথিত হইয়াছে দেখিতে হইবে। ইহা প্রসিদ্ধ যে, অসঙ্গত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা অন্তর্যামী পুরুষ জীব হইতে স্বতন্ত্র ও দেহান্তর্বাসী। মুণ্ডকোপনিষদে (৩।১।১) আছে, সমান নামধারী সর্বদা সংযুক্ত পক্ষীদ্বয় দেহবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছে। তন্মধ্যে একটি পক্ষী মিষ্ট ফল ভক্ষণ করে; আর অন্যটি ফল ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। দেহধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এইরূপে অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া ভগবান ইহাই সূচিত করিতেছেন, তুমিও উক্তরূপ অন্তর্যামীকে পরাধীন স্বীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অন্বয় ও ব্যতিরেক[১] দ্বারা বুঝিতে সমর্থ। ৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫

অন্বয়—অন্তকালে চ মাম্ এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি সঃ মদ্ভাবং যাতি। অত্র সংশয়ঃ ন অস্তি। ৫

মূলের অনুবাদ—মৃত্যুকালে যিনি আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া অর্চিরাদি মার্গে প্রয়াণ করেন, নিঃসংশয়ে তিনি মৎস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ৫

শ্রীধরী টীকা—প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং

---

১ জীব ফলভোক্তা হইলেও ফলদাতা অন্তর্যামীর অধীন। কর্মে স্বীয় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিচার করিলে সহজেই বোঝা যায়, আমি অন্যের অধীন, স্বাধীন নহি। ইহার দ্বারা জীব হইতে স্বতন্ত্র দেহান্তর্বর্তী অন্তর্যামী অনুমিত হন। কর্মপাশ বা হৃদয়গ্রন্থি সংছিন্ন হইলে অনুভব করা যায়, সেই অন্তর্যামী আমি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। তখন জীবত্ব বিলুপ্ত ও ব্রহ্মত্ব বিকশিত হয়।

পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চিরাদিমার্গেণ (উত্তরায়ণপথা) যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি। অত্র চ সংশয়ো নাস্তি? স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ। ৫

টীকার অনুবাদ—মরণ সময়ে তুমি কিরূপে জ্ঞেয় হও? এইরূপে অর্জুন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান অন্তকালে জ্ঞানলাভের উপায় ও জ্ঞানফল দেখাইতেছেন। আমাকেই, পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত অন্তর্যামিরূপ পরমেশ্বরকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া যিনি অর্চিরাদি মার্গে উত্তরায়ণ পথে প্রকৃষ্ট গমন করেন, তিনিই মদ্ভাব, মদ্রূপ প্রাপ্ত হন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অর্থ, সতত স্মরণ জ্ঞানলাভের উপায় ও মদ্ভাব প্রাপ্তিই ইহার ফল। ৫

যং যং বাপি * স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৬

অন্বয়—কৌন্তেয়, অন্তে যং যং ভাবং [অন্যম্] অপি বা স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি, সদা তদ্ভাবভাবিতঃ [সঃ] তং তম্ এব [ভাবম্] এতি। ৬

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তিপুত্র, অন্তকালে যে যে দেবতান্তর বা অন্য কোন ভাব স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করে, সর্বদা সেই সেই ভাবে তচ্চিত্ত অনুরক্ত থাকায় সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পরে উক্ত ভাবই প্রাপ্ত হন। ৬

শ্রীধরী টীকা—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরণ্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মর্য্যমানং ভাবং প্রাপ্নোতি, অন্তকালে ভাববিশেষ স্মরণে হেতুঃ—সদেতি। সর্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ। ৬

---

* চাপি ইতি বা পাঠঃ।

টীকার অনুবাদ—ইহাই নিয়ম নহে যে, কেবল আমাকে অন্তকালে স্মরণ করিলেই ভক্ত মদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। তবে কি? যে যে ভাব, দেবতান্তর বা অন্যকেও অন্তকালে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, ভক্ত সেই সেই স্মর্যমান ভাব প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে কোন একটি বিশেষ ভাব স্মরণের কারণ কি? সর্বদা সেই ভাবে ভাবিত, সেই ভাবের ভাবনা, অনুচিন্তন। তদ্দ্বারা ভাবিত, বাসিত, অভ্যস্ত চিত্ত। ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ঃ* ॥ ৭

অন্বয়—তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম্ অনুস্মর, যুধ্য চ। [এবং] ময়ি অর্পিত-মনোবুদ্ধিঃ [ত্বম্] অসংশয়ঃ [সন্] মাম এব এষ্যসি।

মূলের অনুবাদ—অতএব, সর্বদা আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিঃসংশয়ে আমাকেই পাইবে। ৭

শ্রীধরী টীকা—তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুঃ, নহি তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি, তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়। সন্তত-স্মরণং চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি, অতো যুধ্য চ যুধ্যস্ব। চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্মং চানুতিষ্ঠেত্যর্থঃ। এবং ময্যর্পিতং মনঃ সংকল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া স ত্বং মামেব প্রাপ্স্যসি। অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি। ৭

টীকার অনুবাদ—যেহেতু পূর্ব বাসনাই (সংস্কারই) মৃত্যুকালে স্মৃতির কারণ এবং তৎকালে বিবশ মুমূর্ষু ব্যক্তির পক্ষে নূতন স্মরণের আয়াস সম্ভব নহে, সেই হেতু সর্বদা আমাকে স্মরণ, চিন্তা কর। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সতত স্মরণ হয় না। অতএব, যুদ্ধ কর। ইহার অর্থ, চিত্তশুদ্ধির জন্য যুদ্ধাদি স্বধর্ম পালন কর। এইরূপে সংকল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি আমাতে যিনি অর্পণ করেন, তিনি, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭

---

* অসংশয়মিতি বা পাঠঃ।

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা *।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮

অন্বয়—পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা পরমং পুরুষম্ অনুচিন্তয়ন্ [তমেব] যাতি। ৮

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, নিত্য অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বনপূর্বক অনন্য চিত্তে সেই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষকে ধ্যান করিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

শ্রীধরী টীকা—সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ অভ্যাসেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ তমেব যাতীতি। ৮

টীকার অনুবাদ—দৈনিক অভ্যাসই সতত স্মরণের অন্তরঙ্গ সাধন। ইহা দেখাইতে ভগবান বলিতেছেন। অভ্যাস[১] সজাতীয়-প্রত্যয়-প্রবাহ। তাহাই যোগ, উপায়। সেই উপায় দ্বারা যুক্ত হইলে চিত্ত একাগ্র হয়, অন্য বিষয়ে গমন স্বভাব যাহার নয় সেই চিত্ত দ্বারা। দিব্য দ্যোতনাত্মক পরম পুরুষকে, পরমেশ্বরকে অনুধ্যান করিলে ভক্ত তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। ৮

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
　　অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
　　আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

---

* চেতসাঽনন্যগামিনা ইতি বা পাঠঃ।

১ বিজাতীয় প্রত্যয়ান্তরিত সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ।—মধুসূদন সরস্বতী।

প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০

অন্বয়—যঃ কবিং পুরাণম্ অনুশাসিতারম্ অণোঃ অণীয়াংসং সর্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ [বর্তমানং] পুরুষং মরণকালে ভক্ত্যা যুক্তঃ [সন্] অচলেন মনসা যোগবলেন চ এব ভ্রুবর্মধ্যে সম্যক্ প্রাণমাবেশ্য অনুস্মরেৎ সঃ তৎপরং দিব্যং পুরুষম্ উপৈতি। ৯-১০

মূলের অনুবাদ—যিনি সর্বজ্ঞ, অনাদিসিদ্ধ, বিশ্বনিয়ন্তা, আকাশাদি সূক্ষ্ম বস্তু হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, মন ও বুদ্ধির অগোচর, আদিত্যবৎ জ্যোতির্ময়, প্রকৃতির ঊর্ধ্বে বর্তমান, দিব্য পুরুষকে মরণ সময়ে[১] নিশ্চল চিত্তে ভক্তিভরে যোগবলে সুষুম্নামার্গে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে প্রাণবায়ু সমাবেশিত করিয়া স্মরণ করেন, তিনিই সেই পরমাত্মস্বরূপ দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৯-১০

শ্রীধরী টীকা—পুনরপ্যনুচিন্তনায় পুরুষং বিশিনষ্টি কবিমিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্ববিদ্যানির্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্ অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্ অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্ আকাশকালদিগ্ভ্যোঽপ্যতিসূক্ষ্মতরং সর্বস্য ধাতারং

১ ভীষ্মাদি শ্রেষ্ঠ যোগিগণ এই ভাবে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে —

কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ।
আত্মন্যাত্মানমাবেশ্য সোঽন্তঃশ্বাস উপারমৎ ॥

যোগীরাজ ভীষ্মদেব এইরূপে মন, বাক্য ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসংযোগ অথবা জীবাত্মাকে পরমাত্মায় আবিষ্ট করিয়া প্রাণবায়ু নিরোধপূর্বক মহাপ্রয়াণ করিলেন। অন্তঃশ্বাস শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন, অন্তরেব লীনঃ শ্বাসো—যস্য সঃ। শ্বাসের গতি বাহিরে থাকিবে না, শ্বাস অন্তর্লীন হইবে। ইহাকেই চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা সমাধি বলে।

পোষকম্ অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপং মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্ আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্তমানং 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিতি' শ্রুতিঃ। সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ। মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেন ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যেতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি। ৯-১০

টীকার অনুবাদ—পুনরায় সেই অনুধ্যেয় (স্মরণীয়) পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে দুই শ্লোকে বলিতেছেন। কবি, সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্যানির্মাতা পুরাণ, অনাদিসিদ্ধ। অনুশাসক, নিয়ন্তা। অণু, সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়, অতিসূক্ষ্ম আকাশ ও কাল ও পূর্বাদি দিক্‌সমূহ অপেক্ষাও অতিশয় সূক্ষ্মতর। সকলের ধাতা, পোষক। অপরিমিত মহিমাহেতু অচিন্ত্যরূপ, মলিন মনোবুদ্ধির অগোচর। তমঃ, প্রকৃতির পরে বর্তমান। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৩।৮) আছে, আমি সেই আদিত্যবর্ণ অজ্ঞানান্ধকারের অতীত মহাপুরুষকে জানিয়াছি। যিনি জগৎপ্রপঞ্চসহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়াছেন, এইরূপ পুরুষ মৃত্যুকালে ভক্তিযুক্ত হইয়া নিশ্চল, বিক্ষেপরহিত মন দ্বারা অনুস্মরণ করেন। মানস নৈশ্চল্যের কারণ যোগবলে[১] সুষুম্নাপথে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে প্রাণকে আবিষ্ট করিয়া। তিনি সেই পরম পুরুষকে দিব্য, দ্যোতনাত্মক পরমাত্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হন। ৯-১০

---

১ ইহার অর্থ, প্রয়াণের পূর্ব হইতেই যোগী হৃদয় পদ্মে প্রাণধারণ দ্বারা চিত্তকে বশীভূত করেন। তৎপরে ক্রমশঃ ভূমিজয় বা পঞ্চচক্র ভেদান্তে ঊর্দ্ধগামী সুষুম্না নাড়ী দ্বারা প্রাণবায়ুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞাচক্রে স্থাপন করিতে হয়। আজ্ঞাচক্রে মন উঠিলে জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। এই শ্লোকে ভক্তি শব্দের অর্থ, ভজন এবং যোগবলের অর্থ, সমাধিজাত সংস্কারজনিত চিত্তস্থৈর্য্য লক্ষণরূপ—শংকরাচার্য্য। চিত্ত স্বভাবতঃ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে। উহাকে বিষয়পঙ্ক হইতে বিমুখ করিয়া হৃদয়স্থ পুণ্ডরীকাকার পরমাত্মস্থানে সযত্নে স্থাপন করিতে হয়। হৃদয় হইতে নিঃসৃত ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দক্ষিণে ও উত্তরে অবস্থিত নাড়ীদ্বয়কে নিরুদ্ধ করিয়া হৃদয়াগ্র হইতে ঊর্দ্ধ গমনশীল সুষুম্না নাড়ী দ্বারা হার্দ

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ *

অন্বয়—বেদবিদঃ যৎ অক্ষরং বদন্তি, বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি যৎ [জ্ঞাতুম্] ইচ্ছন্তঃ [গুরুকুলে] ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তে তৎপদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে। ১১

মূলের অনুবাদ—বেদজ্ঞগণ যাহাকে অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন, বিষয়াসক্তিরহিত যতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন এবং যাঁহাকে জানিবার জন্য গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্তির উপায় সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। ১১

শ্রীধরী টীকা—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদাত্মজ্ঞা বদন্তি, 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি। যচ্চ জ্ঞাতুমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। তত্তে তুভ্যং পদং পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ। ১১

টীকার অনুবাদ—কেবল অভ্যাসযোগ অপেক্ষা ওঁকার জপাভ্যাসের অন্তরঙ্গ সাধনত্ব বিধানার্থ ভগবান প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বেদার্থজ্ঞগণ যে অক্ষর

প্রাণকে কণ্ঠবিলম্বিত স্তন সদৃশ মাংসখণ্ডবৎ বিশুদ্ধ চক্রে টানিয়া তুলিয়া উক্ত সুষুম্না মার্গে প্রাণ বায়ুকে আজ্ঞাচক্রে আরূঢ় করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নিষ্ক্রমণ করিতে পারিলে যোগী পরম পুরুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।

* কঠ উপনিষদের ১।২।১৫ শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের নিকট সাদৃশ্য আছে। উল্লিখিত শ্রুতিতে আছে, সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি। তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।

পুরুষের বিষয় বলিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩৮৯) আছে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া মহাশূন্যে রহিয়াছে।" যাহাদের চিত্ত হইতে রাগ, আসক্তি, বীত বিগত হইয়াছে সেই বীতরাগ যতিগণ প্রযত্নবান্ হইয়া যাঁহাতে প্রবেশ করেন, ও যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই পদ বা প্রাপ্য বস্তু তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি, তৎপ্রাপ্তির উপায় জানাইতেছি। ইহাই ভাবার্থ। যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই পদ, গম্যস্থল, প্রাপ্য বস্তু। ১১

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ১৩

অন্বয়—সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ মূর্ধ্নি প্রাণম্ আধায় যোগধারণাম্ আস্থিতঃ ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রযাতি সঃ পরমাং গতিং যাতি। ১২-১৩

মূলের অনুবাদ—যিনি সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ, হৃদপদ্মে মনকে একাগ্র ও ভ্রূযুগলস্থ আজ্ঞাচক্রে প্রাণবায়ু সন্নিবিষ্ট করিয়া যোগজ স্থৈর্য্য আশ্রয়পূর্ব্বক ব্রহ্মবাচক একাক্ষর ওঁ উচ্চারণ[১] ও তদ্বাচ্য আমাকে স্মরণ করিতে করিতে

[১] ওঁকার ব্রহ্মবাচক। ব্রহ্মের শব্দ প্রতীক, প্রতিমাদিবৎ ব্রহ্মের ধ্যেয় মূর্তি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২.৮) প্রণবকে ব্রহ্মোড়ুপ বা ব্রহ্মলাভের ভেলা স্বরূপ বলা হইয়াছে। কোন উপনিষদে আছে, ওমিত্যেব ধ্যায়থ আত্মনম্। আত্মাকে ওঁকার রূপে ধ্যান করিবে। সত্ত্বপ্রধান মায়াবচ্ছিন্ন ওঁকারবাচ্য বা ওঁকারোপাধিক ব্রহ্মই আমি—এই রূপে ধ্যান করিতে হয়। ব্রহ্মসূত্রে (১৩১০) আছে, ওকার সহায়ে ব্রহ্মধ্যান করিলে ক্রমমুক্তি লাভ হয়, ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি দ্বারা বিদেহ মুক্তি প্রাপ্তি হয়। শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন, একাক্ষর ত্রিমাত্র

দেহ-ত্যাগান্তে অর্চিরাদিমার্গে প্রয়াণ করেন, তিনিই পরম সদ্গতি প্রাপ্ত হন। ১২-১৩

শ্রীধরী টীকা—প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ সর্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্বাণীন্দ্রিয়-দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য। চক্ষুরাদিভির্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্বন্নিত্যর্থঃ। মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্। ওমিতি ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ প্রতিমাদিবদ্ ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারন্ তদর্থভূতঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ স পরমাং শ্রেষ্ঠাং সদ্গতিং যাতি প্রাপ্নোতি। ১২-১৩

টীকার অনুবাদ—এই দুই শ্লোকে ভগবান প্রতিজ্ঞাত উপায় অঙ্গসহ বলিতেছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত, প্রত্যাহৃত করিয়া। ইহার অর্থ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় গ্রহণ না করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া। ইহার অর্থ, বাহ্য বিষয় স্মরণ না করিয়া। মূর্দ্ধিতে ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিয়া যোগের ধারণা, স্থৈর্য্য আশ্রয় করিয়া। ওঁ একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ, ব্রহ্মের শাব্দ প্রতীক প্রতিমাদিবৎ। যেমন প্রতিমাকে লোকে দেবতা ভাবে, তেমনি ওঁকারই শব্দ ব্রহ্ম। তাহা উচ্চারণ এবং ওঁ শব্দবাচ্য আমাকে স্মরণ করিয়া যে যতি দেহত্যাগ করে, সে প্রকর্ষসহ অর্চিরাদিমার্গে গমনপূর্বক পরমা শ্রেষ্ঠা, গতি, সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। ১২-১৩

শব্দব্রহ্মকে দীর্ঘঘণ্টানাদবৎ উচ্চারণ ও তদর্থ ধ্যান করিতে হয়। পাতঞ্জল যোগ-সূত্রে আছে "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ এবং তজ্জপ তদর্থ ভাবনম্॥" ব্রহ্মের বাচক প্রণব। প্রণব জপ ও তদর্থ চিন্তা করিলে সমাধি লাভ হয়। কোন উপনিষদে আছে, এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। হে সত্যকাম, যাহা ওঁকার তাহাই অপর ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম। মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৪) আছে—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মাব্রহ্ম-তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

ওঁকারই ধনু, জীবাত্মাই শর, ব্রহ্ম উক্ত শরের লক্ষ্য রূপে উক্ত হন। প্রমাদশূন্য হইয়া ঐ লক্ষ্যভেদ করিতে হইবে। অতঃপর ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন হইবে।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ১৪

অন্বয়—পার্থ, অনন্যচেতাঃ [সন্] যঃ মাং নিত্যশঃ সততং স্মরতি অহং তস্য নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ সুলভঃ। ১৪

মূলের অনুবাদ—যিনি প্রতিদিন নিরন্তর আমাকে অনন্য চিত্তে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত মহাযোগীর আমি সুখলভ্য, অন্যের নহে। ১৪

শ্রীধরী টীকা—এবমন্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশত এব ভবতি, নান্যস্যেতি পূর্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নান্যস্য। ১৪

টীকার অনুবাদ—এইরূপে নিত্য অভ্যাসরত ভক্তেরই মৃত্যুকালে ধারণা দ্বারা মৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যের হয় না—এই পূর্বোক্তিই পুনরায় ভগবান স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। যাহার অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা নাই, তিনি অনন্যচিত্ত। এইরূপ হইয়া যিনি আমাকে সতত, নিরন্তর নিত্যশঃ প্রতিদিন স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত, সমাহিত ভক্তের আমি সুখপ্রাপ্য হই, অন্যের নহে। ১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫

অন্বয়—পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মানঃ মাম্ উপেত্য পুনঃ দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্ জন্ম ন আপ্নুবন্তি। ১৫

মূলের অনুবাদ—পূর্বোক্ত মদ্ভক্ত মহাত্মাবৃন্দ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া ও মোক্ষরূপ[১] পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া দুঃখময় অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। ১৫

---

১ শাস্ত্রে আছে—

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বঃ যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাৎ॥

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখালয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সম্যক্ সংসিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জন্ম দুঃখানামালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা। ১৫

টীকার অনুবাদ—যদি তুমি ভক্তগণের নিকট এইরূপ সুলভই হও, তাহা হইলেই বা কি হয়? এই জন্য ভগবান বলিতেছেন। উক্ত লক্ষণযুক্ত মহাত্মাগণ, পুনরায় মদ্ভক্তগণ দুঃখময় অনিত্য নরজন্ম প্রাপ্ত হয় না। যেহেতু তাঁহারা পরমা সংসিদ্ধি, মোক্ষই প্রাপ্ত হন, অথবা পুনর্জন্মরূপ দুঃখালয় স্থান প্রাপ্ত হয় না, আমাকে লাভ করিবার পর। ১৫

আবহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ* পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

অন্বয়—অর্জুন, আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্তিনঃ, তু কৌন্তেয় মাম্ উপেত্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে। ১৬

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত স্বর্গাদি সপ্ত উর্দ্ধলোক[১] হইতে পুনর্জন্ম হয়। হে কুন্তিপুত্র, কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

যিনি সর্বনামরূপ বর্জন পূর্বক তত্ত্বজ্ঞ হইয়া নিশ্চল নিত্য ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। অন্য শাস্ত্রে আছে—

অধশ্চোর্দ্ধং গতাস্তাস্ত নবদ্বারাণি রোধয়ন্।
বায়ুনা সহ জীবোর্দ্ধে জ্ঞানী মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

যে সকল নাড়ী সুষুম্না হইতে বহির্গত হইয়া উর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রসৃত রহিয়াছে, নব দ্বার নিরোধপূর্বক সেই নাড়ীপথে প্রাণবায়ুর সহিত জীবাত্মা উর্দ্ধে অবস্থিত হইলেই যোগী জ্ঞান লাভ করেন ও মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

* আব্রহ্মভুবনাৎ ইতি বা পাঠঃ।

১ ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক বা স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপঃলোক ও সত্য লোক বা ব্রহ্ম লোক। ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মভুবন সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মার

শ্রীধরী টীকা—এতদেব সর্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি—আব্রহ্মেতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্বে লোকাঃ পুনরাবর্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ, তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানা-মবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথাচ—

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্॥"

পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ কর্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষঃ ইতি পরিনিষ্ঠিতি। মামুপেত্য বর্তমানানাং তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। ১৬

লোক। কোন উপনিষদে আছে, 'নাকস্য পৃষ্ঠে ত সুকৃতেঽনুভূত্বা ইমং লোকং হীনতরং বিশন্তি।' সত্যলোকে অক(পাপ) বা দুঃখ নাই। অন্যান্য লোকে কোথাও দৈত্য দ্বারা, কোথাও বা প্রলয়াগ্নি দ্বারা দুঃখ জন্মে। ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সর্ব ঊর্দ্ধলোক হইতে পুনরাবৃত্তি ঘটে। যাঁহারা সবিকল্প সমাধি লাভের পর ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন, তাঁহারা তথায় ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে লীন হন, সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না। এই সপ্ত লোক ব্যতীত শিবলোক, বিষ্ণুলোক প্রভৃতি বহু ঊর্দ্ধ লোক বিদ্যমান। ঊর্দ্ধলোকের অধিবাসী সূক্ষ্মদেহে নিম্নলোকে যাইতে পারেন, কিন্তু নিম্নলোকের অধিবাসী ঊর্দ্ধলোকে যাইতে পারেন না। সদ্যমুক্ত বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ স্থূলদেহে মর্ত্যলোকে থাকিয়াও সূক্ষ্মদেহে সর্ব ঊর্দ্ধলোকে যথেচ্ছ গমন করিতে পারেন। যোগী-যাজ্ঞবল্ক্য গ্রন্থে সপ্ত ঊর্দ্ধ লোকের বিবরণ এইরূপে উল্লিখিত।—

ভবন্তি চাস্মিন্ ভূতানি স্থাবরাণি চরানি চ।
তস্মাদ্ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহৃতিঃ স্মৃতা॥
ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপভোগক্ষয়ে পুনঃ।
কল্পান্তে উপভোগায় ভুবস্তস্মাৎ প্রকীর্তিতঃ॥
শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা।
আলয়ঃ সুকৃতানাঞ্চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ॥
অধরোত্তরলোকেভ্যো মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহস্তেন নিগদ্যতে॥

টীকার অনুবাদ—এইরূপ সর্বলোক হইতেই পুনরাবৃত্তি দেখাইয়া ভগবান অপুনরাবৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতেছেন। ব্রহ্মার ভুবন, বাসস্থান ব্রহ্মলোক। সেই ব্রহ্মলোক ধরিয়া সর্ব উর্দ্ধ লোক পুনরাবর্তনশীল ; কারণ ব্রহ্মলোকও বিনাশশীল। সেই ব্রহ্মলোকের জ্ঞান যে জীবের উৎপন্ন হয় না, তাহার পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাঁহারা ক্রমমুক্তিপ্রদ উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সেই লোকে থাকিয়া জ্ঞানোৎপন্ন হইলে ব্রহ্মার সহিত মোক্ষপ্রাপ্ত হন, অন্যের মোক্ষলাভ

কল্পদাহে প্রলীনাস্তু প্রাণিনস্তু পুনঃ পুনঃ।
জায়ন্তে চ পুনঃ স্বর্গে জনস্তেন প্রকীর্তিতঃ॥
সনকাদ্যাস্তপঃসিদ্ধা যে চান্যে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অধিকারনিবৃত্তাস্তু তিষ্ঠন্ত্যস্মিংস্তপস্ততঃ॥
সত্যস্তু সপ্তলোকা বৈ ব্রহ্মণঃ সদনস্ততঃ।
সর্বেষাঞ্চৈব লোকানাং মূর্ধ্নি সন্তিষ্ঠতে সদা॥
জ্ঞানকর্ম প্রতিষ্ঠানাং তথা সত্যস্য ভাষণাৎ।
প্রাপ্যতে চোপভোগার্থং প্রাপ্যতে ন চ্যবতে পুনঃ।
তৎসত্যং সপ্তমো লোকস্তস্মাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে॥

এই লোকে স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহ ভূত হয়। সেই হেতু ইহা ভূর্লোক নামে বিজ্ঞেয় ও প্রথমা ব্যাহৃতি নামে কথিত। যে লোকে প্রাণী সমূহ উপভোগ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় জাত হয় ও নূতন উপভোগ কল্পনা করে, তাহাই ভুবর্লোক নামে খ্যাত। স্বর্লোকে শীত, গ্রীষ্ম, বৃষ্টি ও তেজ সর্বদা জাত হয় এবং উহা সৎকর্মকারীদের বাসস্থান। যে লোক নিম্নলোক ও উর্দ্ধলোকসমূহ অপেক্ষা পরিমাণে মহান্ ও সপ্তলোকের হৃদয়তুল্য বা মধ্যস্থল, তাহাই মহর্লোক নামে বিখ্যাত। কল্পশেষে প্রলীন প্রাণিগণ স্বর্গলোকে জাত হয় বলিয়া ইহাকে জনলোক বলে। তপোলোকে সনকাদি তপঃসিদ্ধ ব্রহ্মার পুত্রগণ অধিকারবিহীন হইয়া বাস করেন। যদিও সপ্ত লোকই ব্রহ্মার সদন, তথাপি সত্যলোক সর্বলোকের শিরোদেশে বর্তমান। জ্ঞান ও কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সত্য কথনে চিরাভ্যস্ত সাধকগণ উপভোগার্থ এই লোক প্রাপ্ত হন। ইহাতে আসিলে কেহ পতিত হয় না। ইহা সপ্তম লোক ও ইহার উর্দ্ধে কোন লোক নাই। শাস্ত্রে আছে, 'পৃথি, ত্বয়া ধৃতা লোকাঃ!' ইহার অর্থ হে পৃথিবী, ত্বৎকর্তৃক সর্ব উর্দ্ধলোক বিধৃত।

হয় না। শাস্ত্রে আছে, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করেন। ব্রহ্মার অন্তে তাঁহারা কৃতকৃত্য হইয়া ব্রহ্মপদে প্রবিষ্ট হন। পরান্তে, ব্রহ্মার পরমায়ুর শেষে। কৃতাত্মাগণ, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মনোবৃত্তি যাঁহাদের। অশ্বমেধাদি কর্ম (যজ্ঞ) দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মোক্ষলাভ হয় না। ইহাই ভাবার্থ। যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাদের নিশ্চয় পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭

অন্বয়—সহস্রযুগপর্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ [তথা] যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং চ [যোগবলেন] যে বিদুঃ [এব সর্বজ্ঞাঃ] তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ। ১৭

মূলের অনুবাদ—সহস্র দৈব যুগে ব্রহ্মার এক দিন এবং সহস্র দৈব যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। যাঁহারা যোগবলে ইহা জ্ঞাত হন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষগণই অহোরাত্রবেত্তা। ১৭

শ্রীধরী টীকা—নমু চ—

"তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ।
ত্রিলোক্যাঃ পরিস্থানং তে লভন্তে শোকবর্জিতম্।"

ইত্যাদি পুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে। বিনাশিত্বে চ সর্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশংক্য বহুকল্প-কালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রিলোক্যা উৎপত্তি র্নিশি নিশি চ লয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্যান্তোঽবসানং যস্য তদ্ ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ, যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ। যেষাং তু কেবলং চন্দ্রার্কগত্যৈব জ্ঞানং তে তাঽহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ। ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ। মনুষ্যাণাং

যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রম্। তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্বর্ষ-সহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি। চতুর্যুগসহস্রংচ ব্রহ্মণো দিনম্। তাবৎপরিমাণৈব রাত্রিঃ তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি। ১৭

টীকার অনুবাদ—নিম্নোক্ত পুরাণবাক্যে আছে, যাঁহারা তপস্বী, দানশীল, অনাসক্ত ও তিতিক্ষু তাঁহারা ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক—এই ত্রিলোকের উর্দ্ধস্থিত শোকবর্জিত লোক লাভ করেন। এই সকল বাক্যে ত্রিলোক অপেক্ষা মহর্লোকাদি ব্রহ্মলোক শ্রেষ্ঠলোক মধ্যে পরিগণিত। যদি ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে ইহা অবশিষ্ট লোকাদি অপেক্ষা কিরূপে বিশিষ্ট হয়? এই আশংকা নিবারণার্থ ভগবান বলিতেছেন, ব্রহ্মলোক অন্যলোক অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী, উক্ত দীর্ঘস্থায়িত্বের তুলনায় অন্যলোক অত্যন্ত অল্পকালস্থায়ী। ইহাই অন্যলোক অপেক্ষা ব্রহ্মলোকের বিশেষত্ব। শতবর্ষ আয়ুযুক্ত ব্রহ্মার প্রতিদিনে ত্রিলোকেরউৎপত্তি ও তাঁহার প্রতিরাত্রে ত্রৈলোক্যের প্রলয় হয়। ইহাই দেখাইবার জন্য ভগবান ব্রহ্মার দিবানিশি সম্বন্ধে প্রমাণ বলিতেছেন। সহস্র যুগ পর্যন্ত, অবসান যাহার সেই ব্রহ্মার যে দিন তাহা যাহারা জানে এবং সহস্র যুগমান যে রাত্রি তাহা যাঁহারা যোগবলে জানেন সেই সর্বজ্ঞ জনগণই অহোরাত্রবেত্তা। যাহারা চন্দ্রাদিত্যের গতির দ্বারা অহোরাত্র নির্ণয় করে, তাহারা অহোরাত্রজ্ঞ নহে, অল্পদর্শী বলিয়া। এখানে যুগশব্দ দ্বারা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—চারিযুগই অভিপ্রেত। জ্ঞানসংকলনী তন্ত্র ও অনেক পুরাণে আছে, চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত কাল ব্রহ্মার দিন বলিয়া কথিত হয়। ব্রহ্মলোক শব্দ দ্বারা মহর্লোকাদিও উপলক্ষিত হয়। কালগণনার প্রকার এইরূপ—মনুষ্যদের একবর্ষ দেবতার একমাত্র অহোরাত্র। দেবতাদের তাদৃশ অহোরাত্র পক্ষমাসাদি কল্পনা দ্বারা দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয়। সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন ও উক্ত পরিমাণে তাঁহার এক রাত্রি হয়। এইরূপ অহোরাত্রসমূহ দ্বারা শতবর্ষ ক্রমে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল হয়। ১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥ ১৮

অন্বয়—অহরাগমে অব্যক্তাৎ সর্বা ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, রাত্র্যাগমে তত্র এব অব্যক্তসংজ্ঞকে [তে] প্রলীয়ন্তে। ১৮

মূলের অনুবাদ—ব্রহ্মার দিবসারম্ভে অব্যক্ত কারণ হইতে চরাচর সর্বভূত আবির্ভূত হয় এবং ব্রহ্মার নিশাগমে[১] সেই অব্যক্ত কারণেই তাহারা বিলীন হয়। ১৮

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিতি। কার্য্যস্যাব্যক্তং রূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজ্যন্তে অভিব্যজ্যন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি। কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিনস্যোপক্রমে। তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে, কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা যদ্ ব্রহ্মণোঽহর্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমে অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, যাং চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্ত ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। ১৮

টীকার অনুবাদ—অতঃপর কি হয়, তাহাই ভগবান বলিতেছেন। কার্য্যের কারণ অব্যক্ত। সেই কারণরূপ অব্যক্তই কার্য্যরূপে ব্যক্ত হয়। সেই অব্যক্ত কারণ হইতে অভিব্যক্ত চরাচর সর্বভূত প্রাদুর্ভূত হয়। কখন? অহরাগমে[১] ব্রহ্মার দিবসের উপক্রমে। সেইরূপ নিশাগমে ব্রহ্মা শয়ন করিলে সেই অব্যক্ত সংজ্ঞক কারণরূপে বিশ্ব লীন হয়; অথবা সেই অহোরাত্র বেত্তাগণ

১ যোগশাস্ত্র অনুসারে সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলায় শ্বাস বহিলে দিন ও চন্দ্র নাড়ী ইড়ায় শ্বাস বহিলে যোগীর রাত্রি হয়। দক্ষিণ বা ডান নাসাতে যে নাড়ী দ্বারা বায়ু বহে, তাহাকে ইড়া বলে। পিঙ্গলা নাড়ী অগ্নিবৎ তেজোময়ী। ইড়া হইতে পিঙ্গলায় বা পিঙ্গলা হইতে ইড়ায় যাইবার মুখে সুষুম্নার মধ্যে শ্বাস গতি হয়। উক্ত কালে অব্যক্তাবস্থা হয়। সুষুম্নায় শ্বাস বহিলে প্রথমে দুই নাসায় শ্বাস চলে ও পরে প্রাণবায়ু সুষুম্নার মধ্যবর্তী হইলে নাকের বাহিরে শ্বাস আসে না।

ইহা বিধান করেন না; কিন্তু সেই প্রসিদ্ধ অহোরাত্রবিৎ জনগণ ব্রহ্মার যে দিন[১] জানেন, সেই দিন আগত হইলে অব্যক্ত কারণ হইতে কার্য্য ব্যক্ত হয় এবং যাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মার রাত্রি বলেন, তাহাতে ব্যক্ত কার্য্য অব্যক্ত[২] কারণে প্রলীন হয়। এইরূপে দুই শ্লোক অন্বিত হইবে। ১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯

অন্বয়—পার্থ, স এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে। [পুনঃ] অহরাগমে [সঃ] অবশঃ [সন্] প্রভবতি। ১৯

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, পূর্ব কল্পে যে প্রাণিবর্গ বিদ্যমান ছিল, তাহারাই ব্রহ্মার দিবসাগমে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এবং ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে বিলীন হয়। তাহারা পুনরায় ব্রহ্মার দিবসাগমে কর্মাদিপরতন্ত্র[৩] হইয়া দেহধারণ করে। ১৯

---

১ ব্রহ্ম স্বীয় স্বপ্ন ও জাগরণ দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন। উক্ত মর্মে মনুসংহিতায় (১।৫২) আছে—

যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি॥

যখন সেই আদি দেব ব্রহ্ম জাগ্রত হন, তখন এই জগৎ সৃষ্ট হয় এবং যখন সেই শান্তাত্মা সুপ্তিমগ্ন হন, তখন সৃষ্ট জগৎ অব্যক্ত কারণে লয় হয়।

২ এই স্থানে অব্যক্ত শব্দের অর্থ, প্রজাপতির নিদ্রাবস্থা, অব্যাকৃত নহে। ইহা ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়। উক্ত কালে আকাশাদির উৎপত্তি ও প্রলয় হয় না।—ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা।

৩ যাহারা পূর্বে ছিল তাহারাই কর্মবশে জাত হয়। উক্ত মর্মে ঋগ্বেদ সংহিতায় আছে—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গাদি লোক পূর্বকল্পে যেরূপ ছিল, বিধাতা পরকল্পেও সেইরূপ সৃষ্টি করেন।

শ্রীধরী টীকা—তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশংকাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহো যঃ প্রাগাসীৎ স এবায়ম্ অহরাগমে ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়তে। প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্মাদিপরতন্ত্রঃ প্রভবতি। নান্য ইত্যর্থঃ। ১৯

টীকার অনুবাদ—তথায় কৃত কর্মের ফলনাশ ও অকৃত কর্মের ফললাভের আশংকা বারণ করিয়া বৈরাগ্যসাধনের জন্য সৃষ্টি ও প্রলয়ের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ভগবান দেখাইতেছেন এই শ্লোকে। ভূতগণের, চরাচর প্রাণিগণের গ্রাম, সমূহ। যাহা পূর্বে ছিল তাহাই ব্রহ্মার দিবসাগমে জন্মলাভ করিয়া ও ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে প্রলীন হইয়া পুনরায় দিবসাগমে অবশ, কর্মাদি পরতন্ত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহার অর্থ, যে কর্মাধীন হয় সেই জন্মগ্রহণ করে, অন্য নহে। কদাপি জীবন্মুক্ত জাত হন না। ১৯

পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

অন্বয়—তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ যঃ ভাবঃ [বিদ্যতে] সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু [অপি সঃ] ন বিনশ্যতি। [যঃ] অব্যক্তঃ অক্ষর ইতি উক্তঃ, তং পরমাং গতিং আহুঃ, যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তৎ মম পরমং ধাম। ২০-২১

মূলের অনুবাদ—কিন্তু পূর্বোক্ত অব্যক্ত হইতে পৃথক্ ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর সনাতন পরব্রহ্ম বিদ্যমান। সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও এই ব্রহ্ম কদাপি বিনষ্ট হন না। ২০

যাহা অতীন্দ্রিয় অক্ষর পুরুষ বলিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে,

তাহাকেই গম্য [বা প্রাপ্য] পুরুষার্থ বলে। যাহাকে লাভ করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই মদীয় পরম স্বরূপ। ২১

শ্রীধরী টীকা—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ, স তু সর্বেষু কার্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি। ২০

অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ো অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্ব" মিত্যাদি শ্রুতিষক্ষর ইত্যুক্তং তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি"—রিত্যাদি শ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্ত ইতি। তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী 'রাহোঃ শির' ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ। ২১

টীকার অনুবাদ—লোকসমূহের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরমেশ্বর স্বরূপের নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছেন এই দুই শ্লোকে। পূর্বোক্ত চরাচর সর্বভূতের কারণরূপ অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহারও কারণভূত যে অন্য বিলক্ষণ অব্যক্ত, চক্ষুরাদির অগোচর ভাব, সনাতন ও আদিহীন তিনি সর্বকার্য কারণ-লক্ষণ ভূতসমূহের বিনাশেও বিনষ্ট হন না। ২০

পরমেশ্বরের অবিনাশিত্বে প্রমাণ দেখাইয়া ভগবান্ বলিতেছেন। যে ভাব অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয় অক্ষর, প্রবেশনাশশূন্য। সেই অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হয় ইত্যাদি মুণ্ডক শ্রুতিবাক্যে অক্ষর কথিত হন। সেই পরমা গতিকে, গম্য (প্রাপ্য) পুরুষার্থ বলে। কঠ শ্রুতিতে আছে, সেই অক্ষর পুরুষ হইতে অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে। তিনিই শেষ সীমা এবং পরা গতি। তাঁহাকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এবং তাহাই আমার ধাম, স্বরূপ। মম শব্দে উপচারে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। রাহুর শির—এই বাক্যবৎ। রাহুর

শির বলিলে যেমন রাহুকেই বুঝায়, তেমনি আমার ধাম বলিলে আমার স্বরূপকেই বুঝায়। ইহার অর্থ, অতএব আমিই সর্ব জীবের পরম গতি। ২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ২২

অন্বয়—পার্থ, ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্বং ততং সঃ পরঃ পুরুষঃ [অহম্] অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ। ২২

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, সর্বভূত যাহার মধ্যে অবস্থিত ও যিনি কারণরূপে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন, আমি সেই পরম পুরুষ। আমি একান্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য, অন্যথা নহে। ২২

শ্রীধরী টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবাহ—পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা। পরত্বমেবাহ। যস্য কারণ ভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি যেন চ কারণভূতেন সর্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্। ২২

টীকার অনুবাদ—তৎপ্রাপ্তির অন্তরঙ্গ উপায় ভক্তি—এই পূর্বোক্ত বিষয় পুনরায় ভগবান্ বলিতেছেন। আমিই সেই পরম পুরুষ, অনন্য যাহার অন্য শরণ [আশ্রয়] নাই, সেই একান্ত ভক্তি[১] দ্বারাই আমি লভ্য, অন্য উপায়ে নহে। ঈশ্বরের পরত্বই, শ্রেষ্ঠত্বই বলিতেছেন। সেই কারণভূত পুরুষের মধ্যেই এই সমস্ত ভূত অবস্থিত এবং যিনি কারণ স্বরূপে এই বিশ্বজগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ২২

---

১ ভক্তির্ভজনম্। সেবাপ্রদক্ষিণপ্রাণায়ামাদিলক্ষণাস্যাং ব্যাবর্তয়তি জ্ঞানলক্ষণয়েতি ব্যাকোন।—আনন্দগিরি। ভাষ্যকার শংকরাচার্য বলেন, জ্ঞানলক্ষণা ভক্তি দ্বারা তিনি লভ্য। উক্ত মর্মে ভক্তির এই সংজ্ঞা অন্যত্র পাওয়া যায়—

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥

মোক্ষপ্রাপক বস্তুসমূহের মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বীয় স্বরূপের অনুসন্ধানকেই ভক্তি বলা হয়।

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

অন্বয়—ভরতর্ষভ, যত্রকালে প্রয়াতাঃ যোগিনঃ অনাবৃত্তিং যান্তি আবৃত্তিং চ তং কালং [অহং] বক্ষ্যামি। ২৩

মূলের অনুবাদ—হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যে কালে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি বা আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, সেই কালাভিমানী দেবতার উপলক্ষিত মার্গ বিষয় আমি বলিতেছি। ২৩

শ্রীধরী টীকা—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে, অন্যে তু আবর্তন্ত ইত্যুক্তম্। তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্তন্তে, কেন বা গতাশ্চাবর্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি, তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ 'রশ্ম্যনুসারী' 'অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে' ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষ-স্মরণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিন উপাসকাঃ কর্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ যান্তি, তং কালাভিমানিদেবতো-পলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নির্জ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ 'তৎসাহচর্যাদাম্রবণ' মিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্। ২৩

টীকার অনুবাদ—এইরূপে পরমেশ্বরের উপাসকগণ উক্ত ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না, অন্য সকলেই পুনরাবৃত্ত হন। ইহা কথিত হইয়াছে। কোন্ পথে গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয় না এবং কোন্ পথেই বা গমন করিলে পুনরাবৃত্তি হয়? এই জিজ্ঞাসা অপেক্ষা করিয়া ভগবান বলিতেছেন, যে কালে প্রয়াণ করিলে যোগীর অনাবৃত্তি হয় এবং যে কালে প্রয়াণ করিলে আবৃত্তি হয়, সেই কাল সম্বন্ধে বলিতেছি—এইরূপ অন্বয়

হইবে। ব্রহ্মসূত্রদ্বয় (৪।২।১৭,১৯) আছে, বিদ্বান্ পুরুষ মূৰ্দ্ধণ্য নাড়ী দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি (যাহা ঐ মূৰ্দ্ধণ্য নাড়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহা) অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে গমন করেন। পূর্বোক্ত কারণে দক্ষিণায়নে প্রয়াণ করিলেও বিদ্বান্ পুরুষের ব্রহ্মপ্রাপ্তি বাধিত হয় না। এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত যুক্তি দ্বারা উত্তরায়ণাদি কালবিশেষে মরণের বিশেষত্ব বিবক্ষিত হয় নাই। এখানে কাল শব্দ দ্বারা কালাভিমানী আতিবাহিকী দেবতাগণের প্রাপ্য মার্গ উপলক্ষিত হইয়াছে। অতএব, ইহার অর্থ—যে কালাভিমানী দেবতাদের উপলক্ষিত মার্গে প্রয়াণকারী যোগিগণ, উপাসকগণ এবং কর্ম্মিবৃন্দ যথাক্রমে অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি প্রাপ্ত হন। সেই কালাভিমানী দেবতাদের উপলক্ষিত মার্গের কথাই আমি বলিতেছি। পরবর্ত্তী শ্লোকে উল্লিখিত অনাবৃত্তি মার্গের প্রথম দুই স্তর অগ্নি ও জ্যোতিঃ কালাভিমানী নহে। তথাপি অহরাদি শব্দোক্ত বহু বস্তু কালাভিমানী বলিয়া এবং তাহাদের সাহচর্য্যে উল্লিখিত অগ্নি ও জ্যোতিঃ উক্ত মার্গের অন্তর্ভুক্তকরণ কাল শব্দ দ্বারা উপলক্ষণের বিরুদ্ধ নহে; যেমন আমরা বলি, একটি আম্রবন, তথায় কয়েকটি অন্য বৃক্ষও থাকে। ২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪

অন্বয়—অগ্নিঃ জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ উত্তরায়ণম্ ষণ্মাসা [এবম্ভূতো যো] মার্গঃ তত্র প্রয়াতা ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি। ২৪

মূলের অনুবাদ—যে মার্গে দিবস শুক্লবর্ণ অগ্নিতুল্য প্রভাময় ও ছয় মাস উত্তরায়ণ, সেই মার্গে[১] সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ ক্রমশঃ গমন করিলে অবশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন[২]। ২৪

---

১ ইহা দেবযান বা দেবপথ বা ব্রহ্মপথ—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

২ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (৪।২।১৬) শংকরাচার্য্য বলেন, "হৃদয়পুণ্ডরীকে একশত একসংখ্যক নাড়ী বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটি নাড়ী মূর্ধাভিমুখে প্রসারিত। ইহার

শ্রীধরী টীকা—তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃ শব্দাভ্যাং "তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তীতি" শ্রুত্যুক্তার্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে। অহরিতি দিবসাভিমানিনী। শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী। উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী। এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্। এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চিষোঽহ-অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোক"মিতি। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতির্বা কচিদস্তি 'ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। ২৪

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান অনাবৃত্তি মার্গের কথা বলিতেছেন। অগ্নি ও জ্যোতিঃ শব্দদ্বয় দ্বারা শ্রুত্যুক্ত অর্চিরভিমানিনী দেবতা উপলক্ষিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।১) আছে, যাঁহারা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা অরণ্যে বিশ্বাস ও কঠোরতা সহকারে তপস্যা করেন তাঁহারা অর্চিরভিমানী দেবতা প্রাপ্ত হন। অহ, দিবসাভিমানিনী দেবতা। শুক্ল, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা। উত্তরায়ণরূপ ষণ্মাস, উত্তরায়ণাভিমানী দেবতা। এই সকল এবং বেদোক্ত সংবৎসর ও দেবলোকাদির

নাম সুষুম্না। বিদ্বান্ পুরুষ উৎক্রমণকালে উক্ত নাড়ী অবলম্বনে ঊর্দ্ধদিকে গমন করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হন। স্বীয় বিদ্যা প্রভাবে ও স্বীয় শেষগতিস্বরূপ পরমাত্মার সর্বদা অনুস্মৃতি হেতু হৃদিস্থিত পুরুষোত্তমের অনুগ্রহে শত নাড়ীর মধ্যে প্রধান সুষুম্নার দ্বার উন্মুক্ত হয়। তৎপূর্বে হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হইয়া উঠে। বিদ্বান পুরুষ উহা বিদিত হইয়া উক্ত নাড়ীর পথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে ঊর্দ্ধে গমন করেন। সেই সূর্য্যরশ্মি রাত্রিকালেও বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বিদ্বান্ পুরুষ রাত্রিতে মরিলেও উদ্দিষ্ট সূর্য্যরশ্মি প্রাপ্ত হন। দেহের সহিত সূর্য্যরশ্মির নিয়ত সম্বন্ধ আছে। শ্রুতিও বলেন, অহরেবৈতদ্রাত্রৌ বিদধাতি। সূর্য্যদেব রাত্রিকালেও রশ্মিদান করেন। সিদ্ধযোগী ব্রহ্মরন্ধ্র পথে প্রাণকে উৎক্রান্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করেন এবং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে লীন হন।

দেবতাগণের উপলক্ষিত মার্গে ভগবদুপাসকগণ[১] প্রয়াণ করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১৫) আছে, উত্তর মার্গগামী সাধক প্রথমে অর্চি দেবতাকে প্রাপ্ত হন, অর্চি দেবতা হইতে অহর্দেবতা, অহর্দেবতা হইতে শুক্লপক্ষ দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা হইতে উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সম্বৎসর দেবতা, সম্বৎসর দেবতা হইতে সূর্য্যকে, সূর্য্য হইতে চন্দ্রমাকে, এবং চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তথায় এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ২৪

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ২৫

অন্বয়—ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ তথা দক্ষিণায়নং ষণ্মাসা [এতাভিঃ দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গঃ] তত্র [মৃতঃ] যোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ততে। ২৫

মূলের অনুবাদ—যে মার্গে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন, অর্থাৎ তত্তৎ অভিমানিনী দেবতা বিদ্যমান, সেই মার্গে গমন করিলে

---

১ শংকরাচার্য্য বলেন, এখানে ব্রহ্মবিৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্মোপাসক। ইহাদের ক্রমমুক্তি হয়। যাঁহারা সম্যক্ দর্শননিষ্ঠ ও সদ্যমুক্তিভাগী মহাপুরুষ, তাঁহাদের কোন লোকে গমন বা আগমন হয় না। শ্রুতিবাক্য অনুসারেও তাঁহাদের প্রাণসমূহ উৎক্রান্ত হয় না, ব্রহ্মে লীন হয়। তাঁহারা ব্রহ্মভূত, ব্রহ্মময় হইয়া যান। তাঁহারা জীবন্মুক্ত। দেহ থাকিতেই জীবন্মুক্তের আত্মা ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মসূত্রে আছে, "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ।" এই সূত্রের অর্থ, "জীবন্মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অবিভাগ বা অভেদ ঘটে। শ্রুতিতে আছে, "আপ্নোতি স্বারাজ্যম্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, সর্বে দেবা বলিমাহরন্তি।" তিনি স্বারাজ্য প্রাপ্ত হন, স্বরাট হন। সর্বলোকে তাঁহার ইচ্ছামাত্র গতি হয়। সংকল্প মাত্রে পিতৃগণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। সমস্ত দেবতা তাঁহার জন্য বলি আহরণ করেন। ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।৯) আছে, "অতএব অনন্যাধিপতিঃ।" ইহার অর্থ, জীবন্মুক্ত অনন্যাধিপতি, সম্পূর্ণ স্বাধীন হন; আর কেহই তাঁহার অধিপতি থাকেন না।

কর্মযোগিবৃন্দ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন এবং তথায় ইষ্টাপূর্ত কর্মের ফলভোগান্তে পুনর্জন্ম[১] লাভ করেন। ২৫

শ্রীধরী টীকা—আবৃত্তমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূম ধূমাভিমানিনী দেবতা। রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে। এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্তকর্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ, "তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্যান্ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ, কাম্যকর্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, নিষিদ্ধকর্মভিস্তু নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, ক্ষুদ্রকর্মণাং জন্তূনাম্ অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্। ২৫

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে ভগবান আবৃত্তি মার্গ বলিতেছেন। ধূম, ধূমাভিমানিনী দেবতা এবং রাত্র্যাদি শব্দ দ্বারা পূর্ববৎই রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাসাভিমানিনী দেবতাত্রয় উপলক্ষিত হয়। এই সকল দেবতা দ্বারা উপলক্ষিত যে মার্গ, তথায় প্রয়াণকারী কর্মযোগী চান্দ্রমস জ্যোতি, তদুপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় ইষ্টাপূর্ত কর্মের (ইষ্ট=যজ্ঞাদি, পূর্ত= কূপতড়াগাদি দান) ফল ভোগ করিয়া পুনরায় সংসারে আবৃত্ত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।২।১৬) আছে, কর্মযোগিগণ মৃত হইলে প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা হইতে রাত্রি দেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে

---

১ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০) আছে, কর্মফল ক্ষয় পর্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিয়া জীব যথাগত ভাবে প্রাগুক্ত ধূমাদিমার্গাবলম্বনে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। প্রথমে অন্তরীক্ষ লোক, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ুমণ্ডল, বায়ু হইতে ধূমাকার ও ধূমাকার হইতে সজল অভ্রাকার প্রাপ্ত হয়। অভ্র হইতে জলবর্ষণ সমর্থ মেঘ হয়। মেঘ হইতে বারিধারারূপে ভূমিতে পতিত হয়। পরিশেষে জীবগণ পৃথিবীতে ধান্য, যব, তৃণ, লতা, তিল কিংবা মাষকলাই রূপে জন্মগ্রহণ করে। এই ব্রীহিযবাদি অবস্থা হইতে জীবের নির্গমন অতিশয় ক্লেশকর। পরে ব্রীহিযবাদি রূপ প্রাণিগণকে যে যে স্থূলদেহী প্রাণী ভক্ষণ করে ও রেতঃসেক করে প্রায়শঃ তাহাদের স্বরূপ আকৃতি জীবপ্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা হইতে দাক্ষিণায়ন দেবতা, দক্ষিণায়ন দেবতা হইতে পিতৃলোক দেবতা, পিতৃলোক দেবতা হইতে আকাশ দেবতা ও আকাশ দেবতা হইতে জীব চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রলোকে স্বর্গভোগের জন্য তাহাদের জলময় দেহ নির্মিত হয়। উক্ত লোকে তাহারা দেবতাদের অন্ন, ভোগ্য হয়। যাহারা ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম ও উপাসনা করেন, তাহাদের ক্রমমুক্তি হয়। আর স্বর্গভোগান্তে সকাম উপাসকগণের পুনরাবৃত্তি হয়। নরকভোগান্তে নিষিদ্ধ কর্মকারীদের পুনরাবৃত্তি হয়। ক্ষুদ্রকর্মা, বিদ্যাকর্মশূন্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির গতি অন্য লোকে হয় না। তাহারা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। ২৫

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥ ২৬

অন্বয়—জগতঃ শুক্লকৃষ্ণে এতে গতী শাশ্বতে মতে; একয়া অনাবৃত্তিং যাতি, অন্যয়া পুনঃ আবর্ততে। ২৬

মূলের অনুবাদ—জ্ঞান ও কর্মের অধিকারী জীবকুলের জন্য শুক্লা ও কৃষ্ণা চিরন্তন গতিদ্বয় বর্তমান। তন্মধ্যে শুক্লাগতি দ্বারা অনাবৃত্তি বা মোক্ষ ও কৃষ্ণাগতি দ্বারা ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয়। ২৬

শ্রীধরী টীকা—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চিরাদিগতি প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ। এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে, সংসারস্যানাদিত্বাৎ। তয়োরেকয়া শুক্লয়া নিবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ততে। ২৬

টীকার অনুবাদ—উক্ত মার্গদ্বয়ের উপসংহার ভগবান্ করিতেছেন। শুক্লা প্রকাশময় বলিয়া অর্চিরাদি গতি এবং কৃষ্ণা তমোময় বলিয়া ধূমাদি গতি। জগতে এই দুই গতি জ্ঞান ও কর্মের অধিকারীর পক্ষে শাশ্বত, অনাদিরূপে প্রসিদ্ধ, সংসার অনাদি বলিয়া। তন্মধ্যে একটি, শুক্লাগতি দ্বারা অনাবৃত্তি, মোক্ষপ্রাপ্ত হন এবং অন্য, কৃষ্ণা গতি দ্বারা পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। ২৬

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন॥ ২৭

অন্বয়—পার্থ, এতে সৃতী জানন্ কঃ চন যোগী ন মুহ্যতি। তস্মাৎ অর্জুন [ত্বম্] সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তঃ ভব। ২৭

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যোগী পুরুষ এই মার্গজ্ঞান[১] লাভ করিলে কদাপি সুখ-বুদ্ধিতে স্বর্গাদি কামনা করেন না; কিন্তু মোক্ষকামী হন। অতএব তুমি সর্বকালে যোগনিষ্ঠ হও। ২৭

শ্রীধরী টীকা—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি। সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ২৭

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোকে মার্গজ্ঞানের ফল দেখাইয়া ভগবান ভক্তি যোগের উপসংহার করিতেছেন। মোক্ষ ও সংসার প্রাপক—এই দুই সৃতি, মার্গ[২] জানিয়া। ইহার অর্থ সুখবুদ্ধিতে স্বর্গাদিফল কামনা করেন না; কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠই হন। অন্য অংশ স্পষ্ট ২৭

---

১ উত্তর মার্গে ক্রমমুক্তি ও দক্ষিণ মার্গে সংসারে প্রত্যাবর্তন ঘটে। ক্রমমুক্তি এইরূপে হয়। দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন ও তথায় ব্রাহ্মলৌকিক ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ। অনন্তর উক্ত লোকে জ্ঞান লাভ করিয়া কল্পান্তে ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি ও অপুনরাবৃত্তি বা মোক্ষলাভ। উপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত মার্গ ধ্যান করিতে হয়। যখনই মৃত্যু হউক, উপাসকের দেবযানে ও কর্মীর পিতৃযানে গতি হয়।

২ হনুমৎ স্বামী বলেন, ধূমাদি মার্গে গমন করিলে মনুষ্যলোকে পুনর্জন্ম হয় এবং অর্চিরাদিমার্গে গমন করিলে মোক্ষ বা জ্ঞান লাভ হয়। তিনি মোক্ষগতি যাথার্থ এই দুই শ্রুতিবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।—"অথ কাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আত্মকামো, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। অত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি, এবং তদৈতস্য পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি।"

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন
সংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো* নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ইদং বিদিত্বা যোগী তৎ সর্বম্ অত্যেতি, আদ্যং পরং স্থানং চ উপৈতি। ২৮

মূলের অনুবাদ—মোক্ষশাস্ত্রে বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা ও সৎপাত্রে দানের যে পুণ্যফল[১] নির্দিষ্ট আছে, জ্ঞানী যোগী উক্ত নির্ণীত তত্ত্ব অবগত হইয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল যোগৈশ্বর্য লাভ করেন এবং জগতের মূলভূত আদিকারণ বিষ্ণুপদ[২] প্রাপ্ত হন। ২৮

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-
সংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষ্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রার্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎ সর্বমত্যেতি,

---

* মহাপুরুষযোগো ইতি বা।

১ যোগসিদ্ধি হইলে যোগী এই সকল পুণ্যফল তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন।—যামুনাচার্য্য

২ বিষ্ণুপদই ব্রহ্মপদ। সমাধিতে এই পদ লাভ হয়। পাতঞ্জল যোগ-সূত্রের কৈবল্যপাদে আছে, তত্র ধ্যানজমনাশয়ম্। সিদ্ধচিত্তের মধ্যে ধ্যানজ চিত্তই অনাশয়, রাগাদি প্রবৃত্তিরহিত ও সমাধি লাভে সমর্থ।

ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রাপ্নোতি। ২৮

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টেষ্ট-সংপৃষ্টার্থাষ্টনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধাপ্রাপ্তিঃ স্পষ্টিতাষ্টমবর্ত্মনা॥

ইতি শ্রীধরস্বামিকৃতায়াং সুবোধিনীটীকায়ামষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—অষ্ট প্রশ্নের অর্থনির্ণয় ও তৎফল সহ অধ্যায়ার্থ ভগবান উপসংহার করিতেছেন। বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বারা। যজ্ঞানুষ্ঠানাদি দ্বারা। কায়শোষণাদি তপস্যা দ্বারা। সৎপাত্রে দানাদি, অর্পণাদি দ্বারা যে পুণ্যফল-সমূহ নানা শাস্ত্রে বিহিত আছে, যোগী সেই পুণ্যফলসমূহ অতিক্রম করেন। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর যোগৈশ্বর্য্য তিনি প্রাপ্ত হন। কি করিয়া? যে তত্ত্ব এই অধ্যায়োক্ত অষ্ট প্রশ্নার্থ নির্ণয় দ্বারা উক্ত হইল, তাহা বিদিত হইয়া। ইহার ফলে যোগী জ্ঞানী হইয়া পর, উৎকৃষ্ট আদ্য, জগতের মূলভূত স্থান, বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন। ২৮

অষ্টম অধ্যায়ে অষ্ট বিশিষ্ট প্রশ্নের অর্থ নির্ণয়ের মাধ্যমে অক্লিষ্ট উপায়ে অষ্টম মার্গে ইষ্ট ধাম প্রাপ্তি অষ্টম প্রকারে বিবৃত হইল।

শ্রীধর স্বামীকৃত সুবোধিনী গীতাটীকার ব্রহ্মযোগ নামক
অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

রাজযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্‌ উবাচ, ইদং গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং তু* অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ [সংসার-বন্ধনাৎ] মোক্ষ্যসে। ১

মূলের অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন[১], হে অসূয়ারহিত,[২] আমি তোমার নিকট সেই গোপ্যতমঅনুভবযুক্ত ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা জানিলে তুমি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। ১

শ্রীধরী টীকা—"পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।

নবমে তু তদৈশ্বর্যামতাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চতে॥"

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বীয়ং পরমেশ্বরং তত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং, নান্যথে-ত্যুক্তে্দানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্‌ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎ সহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং অনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশ-

---

* তুশব্দো বিশেষ নির্ধারণার্থঃ—শংকরাচার্য্য

১ অষ্টমে সুষুম্নাখ্যনাড়ীদ্বারেণ ধারণা যোগঃ সগুণ উক্তঃ। তস্য চ ফলমগ্নার্চিরাদি ক্রমেণ কালান্তরে ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণমেবানাবৃত্তিরূপং নির্দিষ্টম্‌। তত্র অনেনৈব প্রকারেণ মোক্ষপ্রাপ্তিফলমধিগম্যতে নান্যথেতি তদাশংকাব্যাবিবৃৎসয়া ভগবান্‌ উবাচ।—শংকরাচার্য্য।

২ অসূয়া গুণেষু দোষাবিষ্করণং তদ্রহিতায় জ্ঞানাধিকৃতায় ইত্যর্থঃ।—আনন্দগিরি।

তীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি। তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্মজ্ঞানং, ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ্ গুহ্যতমম্। যজ্ জ্ঞাত্বাঽশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি। ১

টীকার অনুবাদ—অষ্টম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, পরমেশ্বর শুদ্ধাভক্তি দ্বারা প্রাপ্ত হন। নবম অধ্যায়ে তদীয় অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্য্যসমূহ বর্ণিত হইতেছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়দ্বয়ে কথিত হইয়াছে যে, স্বকীয় পরমেশ্বর তত্ত্ব ভক্তি দ্বারাই সুলভ, অন্য উপায়ে নহে। বর্তমান অধ্যায়ে স্বকীয় অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব বিবৃত করিবার জন্য ভগবান্ বলিলেন, যাহার দ্বারা বিশেষভাবে ঈশ্বরকে জানা যায় তাহা বিজ্ঞান,[১] উপাসনা। তৎসহিত ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান। তুমি অসূয়াশূন্য, দোষদৃষ্টিরহিত বলিয়া ইহা তোমাকে বলিব; কারণ আমি পরম কারুণিক বলিয়া স্বকীয় মাহাত্ম্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান সত্ত্বেও তুমি আমাতে দোষদৃষ্টি করিতেছ না। এখানে তু শব্দ বিশেষত্ব নির্ধারণে ব্যবহৃত। উক্ত বিশিষ্ট জ্ঞান কিরূপ তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন। ধর্মজ্ঞান অতি গুহ্য। তদপেক্ষা দেহাদিবিলক্ষণ আত্মজ্ঞান গুহ্যতর। আর তাহা অপেক্ষাও পরমাত্মজ্ঞান রহস্যময় বলিয়া গুহ্যতম। যাহা জানিয়া অশুভ, সংসৃতি হইতে সদ্যই মুক্ত হইবে। ১

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২

অন্বয়—ইদং রাজগুহ্যং রাজবিদ্যা উত্তমং পবিত্রং প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং কর্তুং সুসুখম্ অব্যয়ং চ। ২

---

১ আচার্য শংকরমতে অনুভবযুক্ত বা সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞানই বিজ্ঞান। আনন্দগিরি বলেন, "অদ্বৈতজ্ঞান মোক্ষদানে সমর্থ ও দ্বৈতজ্ঞান মোক্ষদানে অসমর্থ —ইহা শ্রুতিসম্মত।

মূলের অনুবাদ—এই জ্ঞান পরা বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতিশয় গোপনীয়, উত্তম, পবিত্র দৃষ্টফলপ্রদ ধর্মবিহিত অনায়াসে অনুষ্ঠেয় ও অক্ষয়। ২

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজেতি রাজবিদ্যা চ গুহ্যানাং রাজেতি রাজগুহ্যং বিদ্যাসু গোপ্যেষু চ রহস্যম্। অতিশ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জনস্য পরত্বম্। রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা, উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনমিদং, জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমং চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলমিত্যর্থঃ। ধর্ম্যং চ ধর্মাদনপেতং, সর্বধর্মফলত্বাৎ কর্তুং সুসুখং চ সুখেন কর্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। অব্যমক্ষয়ফলত্বাৎ। ২

টীকার অনুবাদ—এই জ্ঞান রাজবিদ্যা, সর্ববিদ্যার রাজা, শ্রেষ্ঠ। রাজগুহ্য, গুহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে উত্তম, সকল গোপ্য বিদ্যার মধ্যে রহস্যময়। ইহার অর্থ, শ্রেষ্ঠ। রাজদন্ত প্রভৃতি শব্দে যেমন উপসর্জনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়, তদ্রূপ রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য শব্দদ্বয়ে বিদ্যা ও গুহ্য ভাবার্থে অপ্রধান হইয়াও প্রথমেই প্রদত্ত। রাজদন্ত শব্দের অর্থ, শ্রেষ্ঠ দন্ত। ইহা সাধারণ ভাবে দন্তরাজ হওয়াই উচিত। তেমনি উল্লিখিত শব্দদ্বয়ে বিদ্যারাজ ও গুহ্যরাজ হওয়াই সঙ্গত। এই জ্ঞান রাজগণের বিদ্যা, অথবা রাজগণের গুহ্য। উহা উত্তম, পবিত্র, অত্যন্ত পাবন ও জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষাবগম। প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট। অবগম, অববোধ যাহার, তাহা প্রত্যক্ষাবগম। ইহার অর্থ, দৃষ্টফলযুক্ত। ধর্ম্য, ধর্মের অনপেত, অবিরোধী। বেদোক্ত সর্বধর্ম ফলপ্রদ বলিয়া অনুষ্ঠান করিতেও সুখকর। ইহার অর্থ, ইহা অনায়াসে অনুষ্ঠেয়। অক্ষয়[১] ফলদ বলিয়া অব্যয়। ২

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসার-বর্ত্মনি॥ ৩

অন্বয়—পরন্তপ, অস্য ধর্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুসংসার বর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে। ৩

---

১ এই হেতু আত্মজ্ঞান অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়।—শংকরাচার্য্য।

মূলের অনুবাদ—হে পরন্তপ, এই মোক্ষধর্মে শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া জন্মমৃত্যু-সংকুল, সংসৃতিমার্গে[১] পরিভ্রমণ করে। ৩

শ্রীধরী টীকা—নম্বেবমস্যাতিসুকরত্বে কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিলক্ষণজ্ঞানসহিতস্য ধর্মস্যেতি কর্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্মমশ্রদ্দধানাঃ আস্তিক্যেনাস্বীকুর্বন্তঃ, উপায়ান্তরেণ মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্তন্তে। মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ। ৩

টীকার অনুবাদ—আচ্ছা, যদি জ্ঞান এতই সুকর হয়, তবে জীবগণ সংসৃতিমার্গে বিচরণ করে কেন? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, এই ভক্তিযুক্ত জ্ঞানলক্ষণ মোক্ষ ধর্মে যাহারা আস্তিক্যবুদ্ধিহীন হয়, তাহারা মৎপ্রাপ্তির জন্য অন্য উপায়ে যত্নশীল হইলেও আমাকে না পাইয়া জন্মমৃত্যুসংকুল

১ বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, "য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতীতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং ন ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যো সাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেব স দেবানাম্।" ইহার অর্থ, যিনি এইরূপ জানেন, 'আমি ব্রহ্ম' তিনি এই সর্বময় হন। দেবগণও তাঁহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হন না; কারণ তিনি তাঁহাদেরও আত্মস্বরূপ হন। আর যিনি অন্য দেবতার উপাসনা করেন ও ভাবেন, আমি অন্য ও আমার উপাস্য দেবতা ভিন্ন, তিনি আত্মাকে জানিতে পারেন না। গৃহস্থদের পক্ষে যেমন পশু, তদ্রূপ সেই দ্বৈতদর্শীও দেবগণের নিকট পশুতুল্য। উক্ত মর্মে শ্রীবিষ্ণুধর্মে আছে—

পশ্যত্যাত্মানমন্যত্র যাবদ্বৈপরমাত্মনঃ।
তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্মণা॥
সংক্ষীণাশেষকর্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ॥"

সেই জন্তু বা অজ্ঞ লোক যাবৎ নিজেকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ দর্শন করে, তাবৎ স্বীয় কর্মফলে বিমোহিত হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু যিনি নিঃশেষরূপে কর্মক্ষয়পূর্বক শুদ্ধ ব্রহ্মকে স্বাত্মার সহিত অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তিনি নিজেও শুদ্ধ হন এবং তাঁহার শুদ্ধত্ব অক্ষয় হয় ও মৃত্যুভয় চলিয়া যায়।

সংসৃতিমার্গে বিচরণ করে। ইহাই ভাবার্থ। ধর্মস্য শব্দে কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। এখানে ষষ্ঠীর স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ হইবে। ৩

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪

অন্বয়—অব্যক্তমূর্তিনা ময়া ইদং সর্বং জগৎ ততং, সর্বভূতানি মৎস্থানি, অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ। ৪

মূলের অনুবাদ—আমি অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মস্বরূপে সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছি। চরাচর সর্বভূত আমাতে অবস্থিত; কিন্তু আমি আকাশবৎ অসঙ্গ বলিয়া কোন ভূতেই অবস্থান করি না। ৪

শ্রীধরী টীকা—তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ। অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি[১] সর্বাণি ভূতানি চরাচরাণি। এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ। ৪

---

১ 'মৎস্থানি' বাক্যাংশের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার আচার্যপাদ ও পঞ্চ টীকাকার কিভাবে করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

শংকরাচার্য বলেন,—"ময়ি অব্যক্তমূর্তৌ স্থিতানি মৎস্থানি সর্বভূতানি ব্রহ্মাদীনি স্তম্ব-পর্যন্তানি। ন হি নিরাত্মকং কিঞ্চিদ্ভূতং ব্যবহারায়াবকল্পতে। অতো মৎস্থানি ময়াত্মনাত্মবত্বেন স্থিতানি। অতো ময়ি স্থিতানীত্যুচ্যন্তে। তেষাং ভূতানামহমেব আত্মা ইত্যতস্তেষু স্থিত ইতি মূঢ়বুদ্ধীনামবভাষতেঽতো ব্রবীমি ন চাহং তেষু ভূতেষ্ববস্থিতো মূর্তবৎ সংশ্লেষাভাবেনাকাশস্যাপ্যন্তরতমো হ্যহম্।"

মধুসূদন সরস্বতী বলেন—'সন্তীব স্ফুরন্তীব মদ্রূপেণ স্থিতানি মৎস্থানি সর্বভূতানি স্থাবরাণি জঙ্গমানি চ। পরমার্থতস্তু ন চৈবাহং তেষু কল্পিতেষু ভূতেষ্বস্থিতঃ। কল্পিতা কল্পিতয়োঃ সম্বন্ধাযোগাৎ। অতএবোক্তং "যত্র যদধ্যস্তং তৎকৃতেন গুণেন দোষেণ বাণুমাত্রেণাপি ন সম্বধ্যতে।" ইতি।

শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন,—"সর্বভূতানি সর্বাণ্যব্যক্তমহদাদীনি স্থূলান্তানি ভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ সর্বাণি মৎস্থানি। ময্যব্যক্তমূর্তৌ তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি

টীকার অনুবাদ—পূর্বোক্ত ও অধুনা বক্তব্য সম্যক্ জ্ঞানের স্তুতি দ্বারা শ্রোতাকে উপদিষ্ট জ্ঞানের প্রতি অভিমুখী করিয়া দুইটি শ্লোকে ভগবান সেই জ্ঞান বিবৃত করিতেছেন। অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয় মূর্তি, স্বরূপ যাহার। তাদৃশ আমি কারণরূপে এই সমস্ত জগৎ তত, ব্যাপ্ত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২৬) আছে, "সেই ব্রহ্ম এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।" অতএব কারণভূত আমাতে চরাচর সর্বভূত অবস্থিত রহিয়াছে। এইরূপ হইলেও যেমন ঘটাদিরূপ কার্যে মৃত্তিকাই থাকে, তদ্রূপ সর্বভূতে আমি অবস্থিত নহি, আকাশের ন্যায় অসঙ্গ বলিয়া। ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ ৫

অন্বয়—ভূতানি ন চ মৎস্থানি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য। মম আত্মা ভূতভৃৎ ভূতভাবনঃ, [অহং] ন চ ভূতস্থঃ। ৫

ইত্যুচ্যতে। যথা তোয়ে তরুণ বৃক্ষাদয়স্তোয়সত্তয়া সত্তাবন্তো ভূত্বা তোয়ে তিষ্ঠন্তি, যথা বা নগরনিবাসিনো দর্পণসত্তয়া সত্তাবন্তো ভূত্বা দর্পণে তিষ্ঠন্তি, তথা সর্বাণি ভূতানি মৎসত্তয়া সত্তাং প্রাপ্য ময়ি তিষ্ঠন্তি ইত্যর্থঃ। সদায়তনাঃ তৎপ্রতিষ্ঠাঃ ইতি শ্রুতেঃ। এতেন সর্বভূতাধীনং যৎ তদ্ ব্রহ্মেতি জ্ঞানমুপদিষ্টং ভবতি।"

নীলকণ্ঠ সূরী বলেন, "ময়ি প্রত্যগানন্দে রজ্জ্বাং স্রকসর্পদণ্ডধারাদয় ইব সর্বভূতানি স্থিতানি অতো মৎস্থানীত্যুপচারাদুচ্যন্তে। অধিষ্ঠানাধ্যস্তয়োর্বাস্তবসম্বন্ধাযোগাৎ। এতদেবাহ ন চেতি। ন চাহং পরমানন্দস্তেষু ভূতেষ্ববস্থিতোঽস্মি ঘটাদ্যাবিবরৎ অপরিণামিত্বাদেব।"

আচার্য রামানুজ বলেন, "ময়া অন্তর্যামিনা ততম্ অস্য জগতো ধারণার্থং নিয়মনার্থঞ্চ শেষিত্বেন ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। মৎস্থানি সর্বভূতানি ময্যন্তর্যামিনি স্থিতানি তত্রৈব ব্রাহ্মণে "যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি।' যস্যাত্ম শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি। ইতি শরীরত্বেন নিয়াম্যত্ব প্রতিপাদনাৎ তদায়ত্তে স্থিতি নিয়মনে প্রতিপদ্যতে ইতি। শেষিত্বং চ "চ ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। অহন্তু ন তদায়ত্তস্থিতিঃ মৎস্থিতৌ ন তৈঃ কশ্চিদুপকারঃ ইত্যর্থঃ।"

বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, "ময়া সর্বমিদং জগত্ততং ধর্তুং নিয়ন্তুং চ ব্যাপ্তম্।

মূলের অনুবাদ—আর আমার অসঙ্গত্ব হেতু কোন ভূত আমাতেও অবস্থিত নহে। আমার অসাধারণ অঘটনঘটনচাতুরী নিরীক্ষণ কর। আমার আত্মা সর্বভূতকে ধারণ ও পালন করিলেও অহংকাররাহিত্য হেতু কোন ভূতেই অবস্থিত নহে। ৫

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ন চেতি। ন চ মৎস্থানি[১] ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম। নন্থ তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বং চ পূর্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশংক্যাহ—যথেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটিতঘটনাচাতুর্যং পশ্য। মদীয় যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি বিভর্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ। এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতি। অয়ং ভাবঃ—যথা জীবো দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চাহংকারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি ন তেষু তিষ্ঠামি, নিরহংকারত্বাদিতি। ৫

টীকার অনুবাদ—আরও কি, ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত নহে, আমার অসঙ্গত্ব হেতু। যদি বল, পূর্বোক্ত তোমার ব্যাপকত্ব ও আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে লোকে বিরুদ্ধ আশংকা করিবে, সেইজন্য ভগবান বলিতেছেন। আমার ঐশ্বর, অসাধারণ যোগ, যুক্তি অঘটিত ঘটনাচাতুর্য দেখ। ইহার অর্থ, মদীয় যোগমায়ার বৈভব অবিচিন্ত্য বলিয়া উহার নিকট কিছুই বিরুদ্ধ নাই। আরও

অতএব সর্বাণি চরাচরাণি ভূতানি ব্যাপকে ধারকে নিয়ামকে চ ময়ি স্থিতানি ভবন্তীতি তেষাং স্থিতিঃ মদধীনা। তেষু সর্বেষু ভূতেষ্বহং ন চাবস্থিতঃ মম স্থিতি-স্তদধীনা নেত্যর্থঃ। ইহনিখিলজগদন্তর্যামিনা স্বাংশেনান্তঃপ্রবিশ্য নিযচ্ছামি দধামি।"

১ শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন, "নিষ্কলে নিরাকারে নির্বিশেষে পরিপূর্ণে ব্রহ্মণি কিং ভূতানি সংযোগসম্বন্ধেন তিষ্ঠন্তি, কিং সমবায়সম্বন্ধেন বা উত তাদাত্ম্যসম্বন্ধেন বা তিষ্ঠন্তি? আদ্যে ভূতানাং ব্রহ্মণশ্চ সংযোগঃ সর্বতো বা উতৈকদেশেন বা? নাদ্যঃ পরিচ্ছিন্নানামপরিচ্ছিন্নেন সর্বতঃ সংযোগাযোগাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, নিরবয়বস্য দেশকল্পনাসম্ভবাৎ। পরমাণৌ দ্ব্যণুকবৎ তিষ্ঠন্তীতি চেৎ,

আশ্চর্য্য দেখ, আমি ভূতভৃৎ, ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি। আমি ভূতভাবন, ভূতগণকে পালনও করিতেছি। আমি এবম্ভূত হইয়াও আমার আত্মা, পরম স্বরূপ ভূতস্থিত নহে। ইহার ভাবার্থ এই যে, যেমন জীব দেহ ধারণ ও পালন করিয়া অহংকারবশে দেহসংশ্লিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমি সর্বভূতকে ধারণ এবং পালন করিয়াও অহংকাররাহিত্যহেতু তৎসমূহে সংশ্লিষ্ট থাকি না। ৫

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥ ৬

অন্বয়—বায়ুঃ নিত্যং সর্বত্রগঃ [অপি] মহান্ [অপি] যথা আকাশস্থিতঃ, তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয়। ৬

মূলের অনুবাদ—যেমন বায়ু সর্বগত ও মহান্ হইলেও সর্বদা অসংশ্লিষ্ট ভাবে অসীম আকাশে বিরাজ করে, তদ্রূপ সর্বভূত আমাতে অবস্থিত[১] জানিবে। ৬

শ্রীধরী টীকা—অসংশ্লিষ্টয়োরপ্যাধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। অবকাশং বিনা অবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ তথা সর্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানীতি জানীহি। ৬

টীকার অনুবাদ—অসংশ্লিষ্ট পদার্থদ্বয়ের আধার-আধেয় সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবান্ বলিতেছেন। অবকাশ ব্যতীত অবস্থান অসম্ভব। সর্বত্রগত ও মহান্ বায়ু সর্বদা আকাশস্থিত হইলেও আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না। নিরবয়বত্ব হেতু সংশ্লেষ অসম্ভব। সেইরূপ সর্বভূত অসংশ্লিষ্ট ভাবে আকাশস্বরূপ আমাতে অবস্থিত জানিবে। ৬

নঃ; নিরবয়বদ্রব্যয়োঃ সংযোগানুপপত্তেঃ। নাপি সমবায়ঃ। ভূতানাং ব্রহ্মণশ্চ-ঽযুতসিদ্ধত্বাভাবাৎ সমবায়াসিদ্ধেঃ। নাপি তৃতীয়ঃ, জড়াজড়য়োস্তাদাত্ম্যাসম্ভবাৎ। তর্হি কঃ সম্বন্ধঃ ইতি ক্রমঃ। ততো যত্র যদধ্যস্তং তত্র তন্নামমাত্রমেব ভবতি, নতু বস্তুতোঽস্তি; শুক্তিকারজতাদৌ তদ্দর্শনাৎ।”

১ যথা সর্বগামিত্বাৎ পরিমাণতো মহান্ বায়ুরাকাশে সদা তিষ্ঠতি, তথা আকাশাদীনি মহান্ত্যপি সর্বাণি ভূতানি আকাশকল্পে পূর্ণে প্রতীচ্যসঙ্গে পর-মিাত্মনি সংশ্লেষমন্তরেণ স্থিতানীত্যর্থঃ।—আনন্দগিরি

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ৭

অন্বয়—কৌন্তেয়, সর্বাণি ভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি, পুনঃ কল্পাদৌ তানি অহং বিসৃজামি। ৭

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তিনন্দন, ব্রাহ্ম প্রলয়ে চরাচর সর্বভূত মদীয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন[১] হয় এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি উহাদিগকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করি। ৭

শ্রীধরী টীকা—তদেবমসঙ্গস্য যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং, তয়ৈব সৃষ্টি-প্রলয়হেতুত্বমাহ—সর্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়াং

---

১ মায়া ব্রহ্ম হইতে কোনও স্বতন্ত্র বস্তু নহে। মায়ার প্রভাবে ব্রহ্ম এই জগৎরূপে বিবর্তিত। যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ মায়াবলে ব্রহ্মে অজ্ঞের জগৎভ্রম হইতেছে। ব্রহ্মবোধ জন্মিলে এই জগন্মোহিকা মায়া অদৃশ্য হয়। আলো জ্বালিলে অন্ধকার বিদূরিত হইবার সঙ্গেই সর্পভ্রম চলিয়া যায়। উক্ত মর্মে শ্রীরামতাপনী উপনিষদে আছে—

জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তৎ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ে যে জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশিত হয়, উহার অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ আমিই। ইহা জানিলেই মায়া অপসৃত হয় ও সর্ববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। আচার্য্য রামানুজের মতে প্রকৃতি বিচিত্র পরিণামিনী ও অনির্বচনীয়া। মায়িক বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এই শ্লোক পাওয়া যায়—

মেঘোদয়ঃ সাগরসন্নিবৃত্তিঃ
ইন্দোর্বিভাগঃ স্ফুরণানি বায়োঃ।
বিদ্যুদ্বিভঙ্গো গতিরুষ্ণরশ্মেঃ
বিষ্ণোর্বিচিত্রাঃ প্রভবন্তি মায়াঃ॥

মেঘের উদয়, সাগরের সম্যক্ নিবৃত্তি (সীমা অতিক্রম না করা), চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি, ঝটিকাদিবৎ বায়ুর স্ফুরণ, বিদ্যুৎ প্রকাশ, ও উষ্ণ-রশ্মি সূর্য্যের গতি প্রভৃতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মায়ার বিচিত্রতা সূচনা করে।

প্রকৃতিং যান্তি, ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে, পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি। ৭

টীকার অনুবাদ—অসঙ্গ ঈশ্বরেরই যোগমায়া দ্বারা সংসারের স্থিতি কথিত হইয়াছে। আর সেই যোগমায়া সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ—ইহাই ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। কল্পক্ষয়ে, ব্রহ্মার প্রলয়কালে সর্বভূত মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, ত্রিগুণাত্মিকা যোগমায়াতে লীন হয়। পুনরায় কল্পের আদিতে, সৃষ্টিকালে সেই ভূতগণকে আমি বিশেষভাবে সৃজন করি। ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৮

অন্বয়—স্বাং প্রকৃতিম্ অবষ্টভ্য প্রকৃতেঃ বশাৎ ইমং কৃৎস্নম্ অবশং ভূতগ্রামং পুনঃ পুনঃ বিসৃজামি। ৮

মূলের অনুবাদ—আমি স্বাধীনা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রলয়কালে লীন কর্মাধীন চতুর্বিধ ভূতগ্রামকে তদীয় প্রাক্তন কর্মফল অনুসারে বিশেষ বা বিবিধ রূপে সৃষ্টি করি। ৮

শ্রীধরী টীকা—নম্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিতি দ্বাভ্যাম্। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্বিধমিমং সর্বং ভূতগ্রামং কর্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথং? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্মনিমিত্ত তত্তৎ স্বভাববলাৎ। ৮

টীকার অনুবাদ—যদি তুমি অসঙ্গ ও নির্বিকার হও, তবে তুমি কিরূপে জগৎ সৃষ্টি কর? এই আশংকা অপেক্ষা করিয়া দুই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। স্বীয় স্বাধীনা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রলয়ে লীন চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) কর্মাদি পরবশ এই সমস্ত ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ বিবিধরূপে আমি সৃজন করি; অথবা বিশেষভাবে সৃজন করি। কেন? এই সকল ভূতগ্রাম প্রকৃতির প্রভাবে, প্রাক্তন কর্মহেতু তৎতৎ স্বভাববশে তদধীন থাকে। ৮

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।

উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু॥ ৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়, তানি কর্মাণি তেষু কর্মসু অসক্তম্ উদাসীনবৎ আসীনং চ মাং ন নিবধ্নন্তি। ৯

মূলের অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, আমি আপ্তকাম বলিয়া সেই সকল বিশ্ব-সৃষ্ট্যাদি কর্মে আসক্ত নহি এবং উদাসীনভাবে নিরন্তর বিরাজ করি। ৯

শ্রীধরী টীকা—নন্বেবং নানাবিধানি কর্মাণি কুর্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। তানি সৃষ্ট্যাদীনি কর্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্মাসক্তির্হি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্ত্যত উদাসীনবদ্বর্তমানস্য মে বন্ধনং নাপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্তৃত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্। ৯

টীকার অনুবাদ—আচ্ছা, তুমি সৃষ্ট্যাদি বিবিধ কর্ম করিলেও জীববৎ তোমার বন্ধন হয় না কেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, সেই বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। যেহেতু কর্মাসক্তিই বন্ধনের প্রধান কারণ এবং আমি আপ্তকাম বলিয়া সেই কর্মাসক্তি আমার নাই। অতএব, আমি উদাসীনবৎ থাকি বলিয়া আমার কর্মবন্ধন হয় না। উদাসীনের পক্ষে কর্তৃত্ব উপপন্ন হয় না এবং কর্তৃত্ব থাকিলে উদাসীন (অনাসক্ত) অবস্থার অনুপপত্তি, অভাব ঘটে। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে, আমি সর্বদা উদাসীন ব্যক্তিতুল্য অবস্থান করি। ৯

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥ ১০

অন্বয়—ময়া অধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সচরাচরং [জগৎ] সূয়তে। কৌন্তেয়, অনেন হেতুনা ইদং জগৎ বিপরিবর্ততে। ১০

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীপুত্র, আমার অধিষ্ঠান মাত্র দ্বারা প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিতেছে এবং আমার সান্নিধ্য নিমিত্তই[১] এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। ১০

---

১ অয়স্কান্তকল্পেন প্রবর্তকেন—নীলকণ্ঠ। সর্বতোদৃশিমাত্রস্বরূপেণ অবিক্রিয়েণ কূটস্থেন—মধুসূদন। মন্নিয়ামকত্বরূপকারণেন—হনুমৎ স্বামী।

শ্রীধরী টীকা—তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি। অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে। সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বমুদাসীনং চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। ১০

টীকার অনুবাদ—তাহাই উপপাদন, প্রমাণ করিতেছেন ভগবান এই শ্লোকে। আমি নিমিত্তভূত অধিষ্ঠাতৃ, অধ্যক্ষ রূপে এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করি। আমার অধিষ্ঠান হেতু এই দৃশ্য জগৎ বিপরিবর্তিত, পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়। মদীয় সন্নিধিমাত্রে, অধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু প্রকৃতি এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। ইহার ভাবার্থ, ভগবত্ত সৃষ্টিকর্মে কর্তৃত্ব ও উদাসীনত্ব অবিরুদ্ধ। ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১১

অন্বয়—মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবম্ অজানন্তঃ মূঢ়াঃ মানুষীং তনুম্ আশ্রিতম্ মাম্ অবজানন্তি। ১১

মূলের অনুবাদ—আমি সর্বভূতের মহেশ্বর হইয়াও ভক্তেচ্ছাবশেই মনুষ্যাকার পরিগ্রহ করিয়াছি। এইজন্য মূর্খগণ আমার পরম স্বরূপ না জানিয়া আমাকে অবমাননা[১] করে। ১১

শ্রীধরী টীকা—নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো

---

১ মহাপুণ্যফলে অবতারে বিশ্বাস জন্মে। সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত এই দুর্লভ বিশ্বাস আসে না। সত্ত্বগুণে সমারূঢ় না হইলে কেহ নরদেহে ঈশ্বরের অবতরণ বুঝিতে পারে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, অবতারে বিশ্বাস পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ। আচার্য্য রামানুজ বলেন, "প্রাকৃত মনুষ্যসম মনে করে।" বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, "ইতর রাজকুমার তুল্য উগ্রপুণ্য মনুষ্য ইনি—এই বুদ্ধিবশে অবজ্ঞা করে।" মধুসূদন সরস্বতী বলেন, মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং মূর্তিমাত্রেচ্ছয়া ভক্তানুগ্রহার্থং গৃহীতবন্তং মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানেন দেহেন ব্যবহরন্তমিতি যাবৎ ততশ্চ মনুষ্যোঽয়মিতি ভ্রান্ত্যা আচ্ছাদিতান্তঃকরণাঃ মামবজানন্তি।

মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি অবমন্যন্তে। অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তম্। ১১

টীকার অনুবাদ—তুমি এবম্ভূত পরমেশ্বর। তবে তোমাকে অনেকে আদর করে না কেন? ইহার উত্তর ভগবান এই দুই শ্লোকে বলিতেছেন। মদীয় সর্বভূত-মহেশ্বররূপ পর ভাব, পরম তত্ত্ব না জানিয়া মূঢ়গণ, মূর্খগণ আমাকে অবজ্ঞা, অবমাননা করে। তাহাদের অবজ্ঞানের কারণ, আমি শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়াও ভক্তের আগ্রহাতিশয্যে নরাকার স্থূল দেহ আশ্রয় করিয়াছি। ১১

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২

অন্বয়—[কিঞ্চ] মোঘাশাঃ মোঘকর্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ [তে] মোহিনীং রাক্ষসীম্ আসুরীং চ প্রকৃতিং শ্রিতাঃ।

মূলের অনুবাদ—নিষ্ফল আশাযুক্ত নিষ্ফল ধর্মনিষ্ঠ কুতর্কাশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণ হিংসাদিপ্রচুর আসুরী ও কামদর্পাদিবহুল বুদ্ধিভ্রংশকরী রাজসী স্বভাব আশ্রয়পূর্বক আমাকে অবজ্ঞা করে। ১২

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে। অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি ব্যর্থানি কর্মাণি যেষাং তে। মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে। অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ। সর্বত্র হেতুঃ। রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীঞ্চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্বেণান্বয়ঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—আমা হইতে পৃথক্ অন্য দেবতা শীঘ্র ফল দিবেন—এইরূপ মোঘা, নিষ্ফলা আশাই যাহাদের তাহারা মোঘাশা। অতএব মদ্বিমুখত্ব হেতু মোঘা, নিষ্ফলা কর্মসমূহ যাহাদের তাহারা মোঘকর্মা এবং তাহাদের শাস্ত্রজ্ঞান বিবিধ কুতর্কে জড়িত বলিয়া নিষ্ফলই। এই জন্য তাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। সর্বত্র ইহার কারণ, হিংসাদি প্রচুর রাক্ষসী ও তামসী,

কামদর্পাদি বহুল আসুরী ও রাক্ষসী মোহন, বুদ্ধিভ্রংশকরী প্রকৃতি, স্বভাব আশ্রয় করিয়া তাহারা আমাকে অবজ্ঞা করে। এইরূপে ইহা পূর্ব শ্লোকের সহিত অন্বিত হইবে। ১২

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩

অন্বয়—পার্থ, তু মহাত্মানঃ দৈবীং প্রকৃতিম্ আশ্রিতাঃ [অতএব তে] অনন্যমনসঃ [সন্তঃ] ভূতাদিম্ অব্যয়ং মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি। ১৩

মূলের অনুবাদ—হে পৃথাসুত, দৈবী স্বভাবসম্পন্ন মহাত্মাগণ আমার জগৎকারণ অব্যয় স্বরূপ অবগত হইয়া অনন্য চিত্তে আমার আরাধনা করেন। ১৩

শ্রীধরী টীকা—কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ যতোঽভয়ং সত্ত্ব-সংশুদ্ধিরিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ। অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি। ১৩

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে কাহারা তোমার আরাধনা করেন? এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন। যাঁহারা মহাত্মা, যাঁহাদের চিত্ত কামাদি রিপু দ্বারা অভিভূত নহে এবং এইজন্য অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি বক্ষ্যমাণ দৈবী প্রকৃতি, স্বভাব আশ্রয় করিয়াছেন। সুতরাং মদ্ব্যতীত অন্য বিষয়ে যাঁহাদের মন নাই; কিন্তু তাঁহারা আমাকে জগৎকারণ, সর্বভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া ভজনা করেন। ১৩

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪

অন্বয়—সততং কীর্তয়ন্তঃ [কেচিৎ] দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তঃ [সন্তঃ] চ, [কেচিৎ] ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ চ, [কেচিৎ] নিত্যযুক্তাঃ [চ] মাম্ উপাসতে। ১৪

মূলের অনুবাদ—তন্মধ্যে কেহ কেহ সতত ভক্তিযুক্ত হইয়া স্তোত্রমন্ত্রাদি দ্বারা আমার মহিমা কীর্তন করেন; কেহ বা ঈশ্বরজ্ঞানাদিতে ও ইন্দ্রিয়-সংযমাদিতে প্রযত্নশীল হইয়া আমার উপাসনা করেন। আবার কোন কোন ভক্ত অনবরত অবহিত চিত্তে ভক্তিভরে আমাকে নমস্কার করেন। ১৪

শ্রীধরী টীকা—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চেশ্বরজ্ঞানাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু প্রযত্নং কুর্বন্তশ্চ কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তঃ প্রণমন্তশ্চান্যে নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতাঃ সর্বে সেবন্তে ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্তনাদিষপি দ্রষ্টব্যম্। ১৪

টীকার অনুবাদ—তাঁহাদের ভজন প্রণালী এই দুই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। সতত, সর্বদা স্তোত্র ও মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা কীর্তন করিয়া কেহ কেহ আমার উপাসনা, সেবা করেন। দৃঢ়ব্রত, কঠোর নিয়মসমূহ যাহাদের তাদৃশ ভক্তবৃন্দ এবং যাঁহারা ঈশ্বরপূজাদিতে ও ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি সাধনে যাঁহারা প্রযত্ন করেন এবং কেহ কেহ ভক্তিভরে নমস্কার, প্রণাম পূর্বক উপাসনা করেন। অন্যান্য ভক্তগণ নিত্যযুক্ত, অবিরাম অবহিত চিত্তে আমার সেবা করেন। ভক্তিভরে ও নিত্যযুক্ত ভাবে—কীর্তনাদিতেও সংযোজ্য হইবে। ১৪

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্॥ ১৫

অন্বয়—অন্যে অপি চ জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাম্ উপাসতে। [তত্রাপি কেচিৎ] একত্বেন, [কেচিৎ] পৃথক্ত্বেন [কেচিৎ তু] বিশ্বতোমুখং [মাং] বহুধা [উপাসতে]। ১৫

মূলের অনুবাদ—অন্য কেহ কেহ সর্বাত্মদর্শনরূপ জ্ঞানযজ্ঞ[১] দ্বারা আমার আরাধনা করেন। কেহ বা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ অভেদ ভাবনা দ্বারা আমার উপাসনা করেন। কেহ কেহ 'আমি ঈশ্বরের দাস' এই ভেদ ভাবনা সহায়ে আমার ভজন করেন। কেহ বা আমাকে বিশ্বরূপ ভগবান ভাবিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবরূপে উপাসনা করেন। ১৫

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্বমিত্যেবং সর্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন দাসোঽহমিতি পৃথগ্ভাবনয়া, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে। ১৫

টীকার অনুবাদ—কেহ বা—এই সমস্তই ভগবান্ বাসুদেব—এইরূপ সর্বাত্মদর্শনই জ্ঞান, সেই জ্ঞানই যজ্ঞ। সেই জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা আমাকে যজন, পূজন করিয়া অন্য ভক্তগণও আমার উপাসনা করেন। এইরূপ জ্ঞানযজ্ঞের মধ্যেও কেহ কেহ একত্ব একমাত্র পরব্রহ্মই বিদ্যমান—এইরূপ পরমার্থ দর্শনরূপ অভেদ ভাবনা দ্বারা; কেহ কেহ পৃথক্ত্ব, পৃথক্ ভাবনা দ্বারা 'আমি দাস, তুমি প্রভু' এইরূপে; আবার কেহ বা বিশ্বতোমুখ, সর্বাত্মক ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবরূপে আমাকে উপাসনা করেন। ১৫

---

১ জ্ঞানই যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞ; সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মে সর্বভূতদর্শনই জ্ঞান। এই জ্ঞান ব্রহ্মনাড়ীমুখে মুমুক্ষু সাধক লাভ করেন। উক্ত মর্মে উত্তর গীতায় ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন—

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী
সর্বং প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্বগং সর্বতোমুখম্॥

ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়ের মধ্যে সূক্ষ্মরূপা সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান। তন্মধ্যে সর্বগত সর্বতোমুখ ব্রহ্ম বিরাজিত। প্রাণবায়ু মূলাধারে সুষুম্নার মধ্যে প্রবেশপূর্বক ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া মস্তকে সহস্রারে উঠিলে নির্বিকল্প সমাধি বা ব্রহ্ম দর্শন হয়।

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাঽহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥ ১৬

অন্বয়—অহং ক্রতুঃ, অহং যজ্ঞঃ, অহং স্বধা[১], অহম্ ঔষধম্, অহং মন্ত্রঃ, অহম্ এব আজ্যম্, অহম্ অগ্নিঃ [চ] অহং হুতম্। ১৬

মূলের অনুবাদ—আমি অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত যজ্ঞ। আমি বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত যজ্ঞ। আমি পিত্র্যর্থ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া। আমি ওষধিজাত অন্ন বা ভেষজ। আমি যাজ্যা বাক্যাদি। আমিই হোমাদি সাধন ঘৃত। আমি আহবনীয়াদি অগ্নি এবং আমি হোমকর্ম।[২] ১৬

শ্রীধরী টীকা—সর্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি অহমিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞস্তু স্মার্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্র্যর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধম্ ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্যাপুরোনুবাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদি-সাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্বমহমেব। ১৬

টীকার অনুবাদ—এই চারি শ্লোকে ভগবান্ স্বীয় সর্বাত্মতা বর্ণনা করিতেছেন। ক্রতু, অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত, বৈদিক যজ্ঞ। স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি স্মার্ত যজ্ঞ। আমি স্বধা, পিতৃগণের নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া। আমি ঔষধ, ওষধিজাত অন্ন বা ভেষজ। আমি মন্ত্র, যজন ক্রিয়ার্থ

---

১ শংকরাচার্য্যের মতে সর্বপ্রাণীসাধারণ অন্নই স্বধা। ভিন্ন ভিন্ন অন্ন দ্বারা জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পুষ্ট হয়। স্বধাই অগ্নির স্ত্রী ও তেজরূপা ওজঃ ধাতু। ইহাকে ব্রহ্মতেজও বলা হয়। ইহা দেহে সঞ্চিত হইলে মন উর্ধগামী হয়। তখন যে জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় তাহাই স্বধা।

২ জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্রে আছে—

ন হোমং হোম ইত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে।
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম তদুচ্যতে॥

ব্রহ্মাগ্নিতে প্রাণবায়ুকে আহুতি প্রদানই প্রকৃত হোমকর্ম, অন্য হোম হোমই নহে। সমাধিতে সেই ব্রহ্ম-হোম সম্পন্ন হয়।

পুরোধায় বাক্যাদি। আমি আজ্য, হোমাদি সাধন। আমিই আহবনীয়াদি অগ্নি, এবং আমিই হোমকর্ম। এই সমস্তই আমি। ১৬

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ১৭

অন্বয়—অহম্ অস্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহঃ, বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কারঃ, ঋক্ সাম যজুঃ এব চ*। ১৭

মূলের অনুবাদ—আমি জগতের পিতা, পিতামহ[১], মাতা, কর্মফল বিধাতা, জ্ঞেয় বস্তু, প্রায়শ্চিত্তাত্মক ক্রিয়া, প্রণব, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ। ১৭

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ পিতেতি। ধাতা কর্মফলবিধাতা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগ্‌বেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব। স্পষ্টমন্যৎ। ১৭

টীকার অনুবাদ—আমিই ধাতা, কর্মফলের বিধাতা। আমিই বেদ্য, জ্ঞেয় বস্তু পবিত্র, শোধক অথবা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। আমিই ওঙ্কার, প্রণব এবং ঋগ্বেদাদি চতুর্বেদও আমি। অন্য অংশের অর্থ স্পষ্ট। ১৭

---

* চকারাৎ অথর্বাঙ্গিরসো গৃহ্যন্তে—আনন্দগিরি।

১ ব্রহ্মা বিশ্বের পিতামহ। মুণ্ডক উপনিষদে আছে, "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" দেবগণের মধ্যে ব্রহ্মা প্রথম সম্ভূত হন। তিনি প্রথম দেবতা, বিশ্বকর্তা, জগৎস্রষ্টা ও বিশ্বগোপ্তা। মনুসংহিতায় আছে—

তদণ্ডমভবৎ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ॥

সহস্র সূর্যসম প্রভাশালী হেমবর্ণ সেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। তাহাতে সর্বলোকের পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জাত হইলেন।

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ ১৮

অন্বয়—[কিঞ্চ অহং] গতিঃ, ভর্তা, প্রভুঃ, সাক্ষী, নিবাসঃ, শরণং, সুহৃৎ, প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানং, নিধানং [চ] অব্যয়ং বীজম্। ১৮

মূলের অনুবাদ—আমি কর্মফল, পোষণকর্তা, সর্বনিয়ন্তা, শুভাশুভ দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, হিতকারী, স্রষ্টা, সংহর্তা, আধার, লয়স্থান ও কারণ। তথাপি আমি অবিনাশী অধিষ্ঠান। ১৮

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্তা, পোষণকর্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্তা, তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধিয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়-স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি নতু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ। ১৮

টীকার অনুবাদ—আমি এই জগতের গতি, কর্মফল। যাহাতে গত হয় তাহাই গতি। আমি ভর্তা, পোষণকর্তা প্রভু, নিয়ন্তা সাক্ষী, শুভাশুভ-দ্রষ্টা। আমিই নিবাস, ভোগস্থান শরণ, রক্ষক সুহৃৎ, হিতকারী। প্রকর্ষ সহ জাত হয় ইহার দ্বারা প্রভব, স্রষ্টা। প্রলীন হয় ইহার দ্বারা প্রলয়, সংহর্তা। আমাতে স্থিত হয় বলিয়া আমি স্থান, আধার। আমাতে নিহিত হয় বলিয়া আমি নিধান, লয়স্থান। বীজ, কারণ এবং অব্যয়, অবিনাশী। ইহার অর্থ, ব্রীহি ও যবাদি বীজবৎ আমি নশ্বর নহি। ১৮

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ১৯

অন্বয়—অর্জুন, অহং তপামি, অহং বর্ষম্ উৎসৃজামি নিগৃহ্ণামি চ, অহম্ অমৃতং মৃত্যুঃ চ সৎ অসৎ চ। ১৯

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, আমি আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে তাপদান এবং বৃষ্টিকালে বারিবর্ষণ ও আকর্ষণ করি। আমিই জীবনস্বরূপ,

মৃত্যুস্বরূপ, এবং স্থূল দৃশ্য, ও সূক্ষ্ম অদৃশ্য জগৎ। আমার উক্ত স্বরূপ জানিয়া লোকে আমাকে বহুরূপে উপাসনা করিয়া থাকে। ১৯

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ তপামীতি। আদিত্যাত্মনা স্থিতত্বাৎ নিদাঘসময়ে তপামি জগত্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং মৃত্যুশ্চ নাশঃ সৎ স্থূলং দৃশ্যং অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্ এতৎ সর্বমহমেবেতি মত্বা মামেব বহুধা উপাসতে ইতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। ১৯

টীকার অনুবাদ—গ্রীষ্মকালে সূর্য্যরূপে স্থিতিহেতু আমি জগৎকে সন্তপ্ত করি এবং বৃষ্টিকালে বারিবর্ষণ করি; আবার কদাচিৎ বৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি অমৃত, জীবন এবং মৃত্যু, নাশ। আমি সৎ, স্থূল দৃশ্য জগৎ এবং অসৎ, সূক্ষ্ম অদৃশ্য জগৎ। এই সমস্তই আমি। আমাকেই এইরূপে জানিয়া লোকে বহুল প্রকারে আমার উপাসনা করে। পূর্ব পঞ্চদশ শ্লোকের সহিত ইহা অন্বিত হইবে। ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্॥ ২০

অন্বয়—ত্রৈবিদ্যাঃ যজ্ঞৈঃ মাম্ ইষ্ট্বা সোমপাঃ [তেনৈব] পূতপাপাঃ [সন্তঃ] স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকম্ আসাদ্য দিবি দিব্যান্ দেবভোগান্ অশ্নন্তি। ২০

মূলের অনুবাদ—বেদত্রয়োক্ত কর্মে তৎপর যোগিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমার আরাধনাপূর্বক যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পানে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক কামনা করেন। তাঁহারা পুণ্য ফলে লভ্য ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অত্যুত্তম দেবভোগ উপভোগ করেন। ২০

শ্রীধরী টীকা—তদেবম্ "অবজানন্তি মাং মূঢ়া" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং ভজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ। মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইত্যাদিনা চ ভক্তাঃ উক্তাস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা পরমেশ্বরং শ্রীবাসুদেবং যে ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা মামিতি দ্বাভ্যাম্। ঋগ্ যজুঃসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থে তদ্ধিতঃ। তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যাঃ। বেদত্রয়োক্ত-কর্মতৎপরা ইত্যর্থঃ। বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মদৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রস্য লোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে। ২০

টীকার অনুবাদ—মূঢ়গণ আমাকে অবজ্ঞা করে—ইত্যাদি দুই শ্লোকে ক্ষিপ্র ফললাভের আশায় যাহারা অন্য ক্ষুদ্র দেবতা ভজন করে, তাহারা আমাকে সমাদর করে না, তাহারা অভক্ত—ইহা দর্শিত হইয়াছে এবং মহাত্মাগণ আমাকে ভজনা করে ইত্যাদি—শ্লোক দ্বারা ভক্তগণ কথিত হইয়াছে এবং তাহাদের মত অভেদ ভাবনা, অথবা পৃথক্ ভাবনা দ্বারা যাহারা পরমেশ্বরকে আরাধনা না করেন, তাহাদের জন্মমৃত্যু-প্রবাহ, সংসৃতিস্রোত অনিবার্য্য। ইহাই এই দুই শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন। ঋক্, যজুঃ ও সামরূপ তিন বিদ্যা ত্রিবিদ্যা নামে অভিহিত। এই ত্রিবিদ্যা যাঁহারা অবগত আছেন বা অধ্যয়ন করেন তাঁহারাই ত্রৈবিদ্যা। ত্রিবিদ্যাই ত্রৈবিদ্যা। স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় হওয়ায় এই শব্দে কোন নূতন অর্থাগম হয় নাই। ইহার অর্থ, বেদত্রয়োক্ত কর্মপরায়ণ। বেদত্রয়ে বিহিত যজ্ঞ দ্বারা আমারই অন্যরূপ দেবান্তরকে তাহারা ভজনা করে। ইহা না জানিয়াও বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপে আমারই যজন, পূজন করিয়া সোমপায়ীগণ যজ্ঞাবশিষ্ট সোমপান করে।

ইহার দ্বারাই পূতপাপ, শোধিতকল্মষ হইয়া স্বর্গতি, স্বর্গগতি যাঁহারা প্রা করেন, তাঁহারা পুণ্যফলরূপ সুরেন্দ্রের লোক, স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দি অত্যুত্তম দেবভোগসমূহ উপভোগ করেন। ২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না *
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১

অন্বয়—তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা পুণ্যে ক্ষীণে [সতি] মর্ত্যলোক বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্ম্ অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ [সন্তঃ] গতাগত লভন্তে। ২১

মূলের অনুবাদ—অনন্তর সেই স্বর্গকামগণ প্রার্থিত সুবিপুল স্বর্গের ভোগান্তে পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহা বেদত্রয়ে বিহিত কর্মানুগত ও ভোগাকাংক্ষী হইয়া সংসারে বারে গমনাগমন করে। ২১

শ্রীধরী টীকা—ততশ্চ তে তং ভুক্ত্বেতি তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপু স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্যলোক বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয্যা বিহিতং ধর্মমনুসৃতাঃ কামকামা ভোগ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে। ২১

টীকার অনুবাদ—সেই সকল স্বর্গকামী তাহাদের প্রার্থিত বি স্বর্গলোক ও উহার সুখভোগ করিয়া ভোগপ্রাপক পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্যলো প্রবেশ করে। পুনরায় এইরূপেই বেদত্রয়ে বিহিত ধর্মানুগত কামকামী ভোগকামনা করিয়া সংসারে পুনঃপুনঃ গতাগতি লাভ করে। ২১

* ত্রৈধর্ম্যমিতি বা পাঠঃ

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২

অন্বয়—অনন্যাঃ [সন্তঃ] মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্যুপাসতে, অহং নিত্যাভিযুক্তানাং তেষাং যোগক্ষেমং[১] বহামি। ২২

মূলের অনুবাদ—যাহারা অনন্য চিত্তে আমার অনুধ্যান ও আরাধনা করেন, সেই মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণকে অযাচিত ধনাদি লাভরূপ যোগ ও তৎপালনরূপ ক্ষেম, অথবা মোক্ষ আমি প্রদান করিয়া থাকি। ২২

শ্রীধরী টীকা—মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেনান্যৎ কাম্যং ভজনীয়ং দেবতান্তরং যেষাং তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং সর্বদা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমং চ তৎপালনং মোক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি। ২২

---

১ কঠোপনিষদে (১।২।২) শ্রেয়ো অর্থে যোগক্ষেম ব্যবহৃত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১০।২) যোগক্ষেম শব্দ পাওয়া যায়। তথায় আছে, বস্তুতঃ ব্রহ্মই যোগক্ষেমরূপে প্রাণাপানে অবস্থিত। শংকরাচার্য তৎকৃত গীতাভাষ্যে বলেন, "অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ যোগ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ ক্ষেম। ইহা সত্য বটে, ভগবান অন্য ভক্তগণেরও যোগক্ষেম বহন করেন; কিন্তু বিশেষ এই যে, অন্য ভক্ত যাহারা, তাহারা স্বার্থার্থ স্বয়ংই যোগক্ষেম লাভের প্রয়াস করে; আর যাঁহারা অনন্যদর্শী ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা কখনও আত্মার্থ যোগক্ষেম লাভে সচেষ্ট হন না। তাঁহারা জীবনে, কি মরণে স্বীয় গৃদ্ধি (ভোগ) কামনা করে না; কারণ তাঁহারা 'কেবলমেব ভগবচ্ছরণাঃ'। অতএব ভগবানই তাঁহাদের যোগক্ষেম বহন করেন।"

অভিনব গুপ্ত বলেন, "যোগোঽপ্রতিলব্ধস্বরূপলাভঃ। ক্ষেমং প্রাপ্তভগবৎস্বরূপ প্রতিষ্ঠালাভ-পরিরক্ষণঃ। যেন যোগভ্রষ্টত্বশংকাপি ন ভবেদিত্যর্থঃ।"

শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন, অপ্রাপ্তস্য অপেক্ষিতস্য বস্তুনঃ প্রাপণং যোগঃ, স্থিতস্য পরিপালনং ক্ষেমঃ। অথবা যোগো নিরন্তর ব্রহ্মনিষ্ঠা, তস্য ক্ষেমমাধ্যাত্মিকাদ্যুপদ্রবৈর্বিচ্ছেদরাহিত্যম্।"

টীকার অনুবাদ—কিন্তু ভক্তগণ আমার কৃপায় কৃতার্থ হন—ইহাই ভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন। অনন্য, মৎব্যতীত অন্য কাম্য বা ভজনীয় দেবতান্তর যাহাদের নাই সেইরূপ ব্যক্তিগণ আমাকে চিন্তা করিয়া সেবা, উপাসনা করে। সেই সকল নিত্যযুক্ত, সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ ভক্তগণের যোগ, ধনাদি লাভ এবং ক্ষেম, তৎরক্ষণ, অথবা মোক্ষ। সেই মন্নিষ্ঠ ভক্তগণ ঐ সকল প্রার্থনা না করিলেও আমি তাহাদের জন্য বহন করিয়া থাকি, অনায়াসে প্রাপ্ত করাই। ২২

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৩

অন্বয়—কৌন্তেয়, শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ভক্তাঃ [সন্তঃ] যে অন্য দেবতা অপি যজন্তে, তে অপি অবিধিপূর্ব্বকং মাম্ এব যজন্তি। ২৩

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীপুত্র, যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ইন্দ্রাদি অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারাও মোক্ষজ্ঞাপক বিধান না জানিয়া অজ্ঞানপূর্ব্বক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। ২৩

শ্রীধরী টীকা—ননু চ ত্বদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদি-সেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরন্ তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ সন্তো যেঽপি জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্। কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে। ২৩

টীকার অনুবাদ—বস্তুতঃ আপনি ব্যতীত অন্য দেবতা না থাকায় ইন্দ্রাদি দেবগণের সেবকবৃন্দও আপনারই ভক্ত। তবে কেন তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়? এই আশংকার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, শ্রদ্ধান্বিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া যে জনগণ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদিরূপ অন্য দেবতার যজন করে, তাহারাও আমাকেই যজন করে। ইহা সত্য; কিন্তু তাহাদের যজন অবিধি-পূর্ব্বক হয়। তাহারা মোক্ষপ্রাপক বিধান ব্যতীত অন্য ভাবে যজন করে। সেই হেতু তাহারা পুনর্জন্ম লাভ করে। ২৩

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪

অন্বয়—হি সর্বযজ্ঞানাং অহং এব ভোক্তা প্রভুঃ চ; তে তু মাং তত্ত্বেন অভিজানন্তি, অতঃ চ্যবন্তি। ২৪

মূলের অনুবাদ—আমিই সর্বযজ্ঞের তত্তৎ দেবতারূপে ভোক্তা ও ফলদাতা ও স্বামী। এই জন্য তাহারা আমাকে যথার্থ স্বরূপে না জানিয়া স্বর্গচ্যুত হয় ও পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। ২৪

শ্রীধরী টীকা—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপি চাহমেবেত্যর্থঃ। এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবৎ নাভিজানন্তি, অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে পুনরাবর্তন্তে। যে তু সর্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্তন্তে। ২৪

টীকার অনুবাদ—পূর্বোক্ত প্রসঙ্গই ভগবান্ এই শ্লোকে সবিস্তারে বিবৃত করিতেছেন। সর্বযজ্ঞে সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোক্তা ও প্রভু, স্বামী। ইহার অর্থ, আমিই ফলদাতা। এবম্ভূত আমাকে তাহারা তত্ত্বতঃ, যথার্থরূপে জানিতে পারে না। সেইজন্য তাহারা সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হয়; কিন্তু যাহারা সর্বদেবতার মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আমাকে দেখিয়া উপাসনা করে তাহারা পুনরাগমন করে না। ২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫

অন্বয়—দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি, পিতৃব্রতাঃ পিতৄন্ যান্তি, ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি, মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং যান্তি। ২৫

মূলের অনুবাদ—দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। পিতৃব্রতনিষ্ঠ[১] জনগণ পিতৃলোকে গমন করে। বিনায়ক ও মাতৃগণাদি

---

১ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপর পিতৃভক্ত অগ্নিষ্বাত্তা, অর্যমা প্রভৃতি পিতৃগণকে প্রাপ্ত হয়।—শংকরাচার্য

ভূত-সেবকগণ[১] ভূতগণকে লাভ করে এবং মদ্ভক্তগণ অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ নারায়ণ আমাকেই[২] প্রাপ্ত হয়। ২৫

শ্রীধরী টীকা—অদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে অন্তবন্তো দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্তন্তে। পিতৃষু ব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাং তে পিতৃন্ যান্তি। ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতানি যান্তি। মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং নারায়ণ্ যান্তি। ২৫

টীকার অনুবাদ—তাহাই ভগবান্ এই শ্লোকে প্রতিপাদন করিতেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাতে যাহাদের ব্রত, নিয়মপরায়ণতা, তাহারা অন্তশীল দেবলোক প্রাপ্ত হয়। এই হেতু তাহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে। যাহারা পিতৃব্রত, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবান্ তাহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়। বিনায়ক ও মাতৃকাদির উপাসকগণই ভূতেজ্য, ভূতে ইজ্যা, পূজা যাহাদের তাহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়। আমাকে যজন করা শীল, স্বভাব যাহাদের তাহারা মদ্যাজী; কিন্তু তাহারা অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ নারায়ণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ২৫

> পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
> তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬

অন্বয়—যঃ মে ভক্ত্যা পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি, অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতম্ তৎ অশ্নামি। ২৬

মূলের অনুবাদ—যিনি ভক্তিভরে আমাকে বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র, এমন

---

১ বিনায়ক, মাতৃগণ ও চতুর্ভগিন্যাদি ভূতগণের পূজক—শংকরাচার্য

২ প্রয়াস সমান হইলেও লোকে অজ্ঞানবশে আমাকে ভজনা করে না। সেইজন্য তাহারা অন্যকে উপাসনা করিয়া অল্পফলভাগী হয়, মদ্ভক্ত বৈষ্ণবতুল্য অক্ষয় ফল পায় না। নারদ পুরাণ বলেন, 'কৃষ্ণপ্রণামী অপুনর্ভবায়'। ইহার অর্থ, যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিভরে প্রণাম করেন তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। বৈদিক যুগের অবসানে মহাভারতীয় যুগে অবতারবাদ প্রভাব বিস্তার করে।

কি বনফুল, বনফল ও শুদ্ধ জল প্রদান করেন, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তিপূত উপহার তদনুগ্রহার্থ গ্রহণ[১] করিয়া থাকি। ২৬

শ্রীধরী টীকা—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলত্বমুক্তম্। অনায়াসত্বং স্বভক্তে-র্দর্শয়তি পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা প্রীত্যা যঃ প্রযচ্ছতি তস্ত প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্য নিষ্কামভক্তস্য তৎপত্রপুষ্পাদিকং গৃহ্ণামি। ন হি মহাবিভূতিপতেঃ। পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ পরিতোষঃ স্যাৎ কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ। অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ। ২৬

টীকার অনুবাদ—স্বভক্তগণের সেই অক্ষয় ফল লাভের বিষয় উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে স্বভক্তির অনায়াসত্ব, সুলভত্ব ভগবান্ দেখাইতেছেন। যে পত্র, পুষ্প প্রভৃতি মাত্রও আমাকে ভক্তি, প্রীতি দ্বারা প্রদান করে সেই প্রযতাত্মা, শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তিভরে সমর্পিত সেই পত্রপুষ্পাদিরূপ উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি মহাবিভূতিপতি পরমেশ্বর। ইন্দ্রাদি ক্ষুদ্র দেবগণের স্থায় বহুবিত্তসাধ্য যজ্ঞাদি দ্বারা আমার প্রীতি হয় না; কিন্তু ভক্তিমাত্র দ্বারাই। ইহার ভাবার্থ, অতএব প্রিয় ভক্ত দ্বারা নিবেদিত যৎকিঞ্চিৎ বিল্বপত্র বা তুলসীপত্র ও বনপুষ্পমাত্রই তাহাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য গ্রহণ করি। ২৬

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭

অন্বয়—কৌন্তেয়, যৎ করোষি, যৎ অশ্নাসি, যৎ জুহোষি, যৎদদাসি, যৎ তপস্যসি, তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব। ২৭

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীনন্দন, স্বভাববশে বা শাস্ত্রালোকে যে কর্ম কর, যে আহার কর, যে হোম কর, যে দান কর ও যে তপস্যা কর, সেই সকল কর্ম যে ভাবে করিলে আমাতে অর্পিত হইতে পারে, সেইরূপ অনুষ্ঠান কর[২]। ২৭

---

১ শ্রীদামব্রাহ্মণানীততণ্ডুলভক্ষণবৎ সাক্ষাদেব ভক্ষয়ামি।—মধুসূদন সরস্বতী

শ্রীধরী টীকা—ন চ পত্রপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থং পশুসোমাদিদ্রব্যবস্মদর্থমেবোদ্যমেনাপাদ্য সমর্পণীয়ং কিন্তুর্হি যদিতি। স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্বং মর্য্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ। ২৭

টীকার অনুবাদ—এবং পত্রপুষ্পাদি ও যজ্ঞীয় অশ্বাদি পশু এবং ঘৃত, সোমরসাদি দ্রব্যের ন্যায় উদ্যমের সহিত সংগ্রহ করিয়া আমাকে সমর্পণ করিতে হয় না। তবে কি করিতে হইবে? এতদর্থে ভগবান্ বলিতেছেন, স্বভাববশে বা শাস্ত্রীয় বিধানে যাহা কিছু কর্ম তুমি কর এবং যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর ও যে তপস্যা কর তৎ সমস্ত কর্ম আমাকে যেরূপে অর্পিত হইতে পারে সেই ভাবে কর। ২৭

---

২ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকে এই ভাব প্রতিধ্বনিত—

> কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ
> করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণেতি সমর্পয়েত্তৎ ॥

কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়সমূহ বা আত্মা দ্বারা অথবা অভ্যস্ত স্বভাব বশে যে কোন কর্ম করা হয়, সেই সকল কর্ম পরম পুরুষ নারায়ণকে সমর্পণ করিবে। ভগবদ্-ভক্তের মনোভাব ও আচরণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।—

> আত্মা ত্বং গিরিজামতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
> পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
> সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরো
> যদ্ যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্ ॥

শিবভক্ত স্বীয় আত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তুমি গিরিজার মতি, পঞ্চপ্রাণ তোমার সহচর, শরীর তোমার গৃহ, বিষয়োপভোগ তোমার পূজা, সমাধিতে অবস্থিতি তোমার সুষুপ্তি, পদসঞ্চার তোমার প্রদক্ষিণ ও স্তবপাঠাদি তোমার বাক্য হউক। হে শম্ভো, আমি যে যে কর্ম করি তৎ সমুদায়ে তোমার আরাধনা হউক।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮

অন্বয়—এবং [কুর্বন্] শুভাশুভফলৈঃ কর্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে. বিমুক্তঃ [সন] সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা [তং] মাম্ উপৈষ্যসি। ২৮

মূলের অনুবাদ—এইরূপে ইষ্টদেবে সর্বকর্ম সমর্পণ করিলে কর্মনিমিত্ত ইষ্টানিষ্ট ফলভোগসমূহ হইতে বিমুক্ত হইবে এবং সর্বকর্ম সমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে। ২৮

শ্রীধরী টীকা—এবং চ যৎফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু—শুভেতি। এবং কুর্বন্ কর্মবন্ধনৈঃ কর্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টৈঃ ফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি। কর্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ। তৈশ্চবিমুক্তঃ সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্থং মাং প্রাপ্স্যসি। ২৮

টীকার অনুবাদ—এইরূপ করিলে যে ফল পাইবে, তাহা শ্রবণ কর। এইরূপে আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ করিলে কর্মবন্ধন, কর্মনিমিত্ত শুভাশুভ ফলসমূহ হইতে মুক্ত হইবে। সর্বকর্ম আমাতে সমর্পিত হইলে তোমার সহিত উহাদের ফলসম্বন্ধ উৎপন্ন হয় না এবং সেই সকল কর্মফল ভোগ হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসযোগে যুক্তচিত্ত, সন্ন্যাস, সর্বকর্মের মদর্পণ তাহাই যোগ। তৎ সহ যুক্ত আত্মা, চিত্ত যাঁহার। তুমি তথাভূত হইলে আমাকে নিশ্চয়ই লাভ করিবে। ২৮

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯

অন্বয়—অহং সর্বভূতেষু সমঃ। [অতঃ] মে দ্বেষ্যঃ প্রিয়ঃ চ ন অস্তি। [এবং সত্যপি] যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি, তে ময়ি [বর্তন্তে], অহম্ অপি তেষু [বর্তে]। ২৯

মূলের অনুবাদ—সর্বভূতে আমার সমভাব বিদ্যমান। অতএব, আমার প্রিয় ও দ্বেষ্য কেহ নাই। তাহা হইলেও যাহারা ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা

করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও তাহাদের হৃদয়-মন্দিরে অনুগ্রাহকস্বরূপে বিরাজ করি। ২৯

শ্রীধরী টীকা—যদি ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি নাভক্তেভ্যশ্চ তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সম ইতি। সমোঽহং সর্বেষ্বপি ভূতেষু। অতো মে মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি তে ভক্ত্যা ময়ি বর্তন্তে। অহমপি তেষ্বনুগ্রাহকতয়া বর্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেষ্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য,[১] তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম ন বৈষম্যং কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি। ২৯

টীকার অনুবাদ—যদি ভক্তগণকেই তুমি মোক্ষ দান কর, অভক্তগণকে কর না তাহা হইলে তোমারও কি রাগদ্বেষকৃত বৈষম্য আছে? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন, আমাতে বৈষম্য নাই। আমি সর্বভূতেই সমদৃষ্টি করি। অতএব আমার প্রিয় ও দ্বেষ্য নাই। তাহা হইলেও যাহারা আমাকে ভজনা করে, সেই ভক্তগণ আমাতে থাকে, আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাহাদের অন্তরে থাকি। ইহার ভাব এইরূপ—যেমন স্বীয় সেবকের অন্ধকার ও শীতাদি দুঃখ বিনাশ করিলেও অগ্নির বৈষম্য হয় না, অথবা স্বীয় সেবকের প্রতি কল্পবৃক্ষের যেমন বৈষম্য নাই, তদ্রূপ ভক্তপক্ষপাতী আমিও বৈষম্যরহিত; কিন্তু মদ্ভক্তির এইরূপ অদ্ভুত মহিমা। ২৯

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০

অন্বয়—সুদুরাচারঃ অপি চেৎ অনন্যভাক্* [সন্] মাং ভজতে, [তর্হি] সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ, হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ। ৩০

---

১ মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "বহ্নিবৎ কল্পতরুবচ্চ অবৈষম্যমিতি।" ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর্ম দত্ত শর্মা তৎকৃত 'গীতাগূঢ়ার্থদীপিকালোকে' বলেন, "যথা বহ্নের্দহনে কল্পতরোঃ প্রদানে সতি অসতি চ সাম্যমেব তস্য তাদৃশস্বভাবত্বান্ন বৈষম্যং তথেত্যর্থঃ।"

* অনন্যভক্তিঃ—শংকরাচার্য্য

মূলের অনুবাদ—যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অন্য দেবতাকে ভজনা না করিয়া আমাকেই ভজনা করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে; কারণ তাঁহার অধ্যবসায় অতিশয় প্রশংসনীয়। ৩০

শ্রীধরী টীকা—অপি চ মদ্ভক্তেরবিতর্ক্যঃ প্রভাবঃ ইতি দর্শয়ন্নাহ অপি চেদিতি। অত্যন্তং দুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্‌দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা নরো দেবতান্তরভক্তিমকুর্বন্‌ মামেব শ্রীনারায়ণাং ভজতে, তর্হি সাধুশ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ। যতোঽসৌ সম্যগ্‌ ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্‌। ৩০

টীকার অনুবাদ—আরও, মদ্ভক্তের অবিতর্ক্য প্রভাব বিদ্যমান। ইহা দেখাইয়া ভগবান্‌ বলিতেছেন, অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও যদি পৃথক দেবতাকে বাসুদেবরূপে ঐক্যবুদ্ধিতে ভক্তি না করিয়া একমাত্র আমাকে, নারায়ণকে সাক্ষাৎভাবে ভজনা করে, তাহা হইলেও তাহাকে সাধু শ্রেষ্ঠ, ভক্তবর বলিয়া জানিবে। যেহেতু তিনি 'পরমেশ্বরের ভজনা দ্বারাই কৃতার্থ হইব'—এই শ্রেয়স্কর অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। ৩০

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

অন্বয়—ক্ষিপ্রং [সঃ] ধর্মাত্মা ভবতি, [ততশ্চ] শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়, মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি [ইতি] প্রতিজানীহি। ৩১

মূলের অনুবাদ—হে কুন্তীপুত্র, অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও আমাকে ভজন করিয়া শীঘ্র ধর্মচিত্ত হয় এবং ইহার ফলে নিরন্তর উপশান্তি বা পরমেশ্বরনিষ্ঠা লাভ করে। তুমি বিবদমান ধর্মসভায় যাইয়া পটহ, কাহল প্রভৃতি দ্বারা মহাঘোষপূর্বক বাহুদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিঃশঙ্ক হৃদয়ে জ্ঞাপিত কর, ঈশ্বরভক্ত সুদুরাচার হইলেও কদাপি বিনষ্ট[১] হয় না। ৩১

---

১ যথা—অজামিল, প্রহ্লাদ, ধ্রুব ও গজেন্দ্র প্রভৃতি পৌরাণিক দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রও বলেন, 'ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।' ইহার অর্থ, বাসুদেবের ভক্তবৃন্দের কোনও অশুভ ঘটে না—মধুসূদন সরস্বতী

শ্রীধরী টীকা—নমু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যস্তত্রাহ—ক্ষিপ্রমিতি। দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপাশান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শংকাব্যাকুলচিত্তমর্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয় পটহকাহলাদিমহাঘোষপূর্বকং বিবদমানানাং ধর্মসভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথং? যে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে ত্বৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভ্যাৎ বিধ্বংসিতকুতর্কা নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্। ৩১

টীকার অনুবাদ—কেবল সমীচীন অধ্যবসায় দ্বারা কিরূপে তাহারা সাধু বলিয়া গণ্য হইবেন? এতদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন, অতিশয় দুরাচারও আমাকে ভজন করিয়া অচিরে ধর্মচিত্ত হয়। তৎপরে শশ্বৎ শান্তি, শাশ্বতী উপশান্তি, চিত্তের উপপ্লবের (বাসনা-তরঙ্গের) উপরমরূপ ঐকান্তিক পরমেশ্বরনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। কুতর্করত কর্কশবাদিগণ ইহা মানিবে না—এইরূপ অতি শংকাকুলচিত্ত অর্জুনকে প্রকৃষ্টরূপে উৎসাহিত করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, হে কুন্তীপুত্র, বিবদমান সভামধ্যে যাইয়া পটহ ও কাহলাদি (ঢাক প্রভৃতি) দ্বারা মহাশব্দপূর্বক দুই বাহু তুলিয়া তুমি নির্ভয়ে প্রতিজ্ঞা করিতে পার। কি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে? আমার, পরমেশ্বরের ভক্ত অত্যন্ত দুরাচার হইলেও প্রণষ্ট হয় না; পরন্তু কৃতার্থ হয়। তাহা হইলে তোমার প্রৌঢ় বিজৃম্ভি (প্রবল উৎসাহ বাক্য) দ্বারা তাহাদের কুতর্ক বিধ্বংসিত হইবে ও তাহারা নিঃসন্দেহে তোমাকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে। ৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৩২

অন্বয়—পার্থ, যে অপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ, তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত্য পরাং গতিং হি* যান্তি। ৩২

---

* হি শব্দ নিম্নোক্ত শ্লোকার্থ দ্যোতক—

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যাহারা অন্ত্যজাদি নিকৃষ্ট কুলজাত ও কেবল কৃষ্যাদিনিরত বৈশ্য এবং অধ্যয়নাদিরহিত নারী ও শূদ্র[১], তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিলে পরম গতি লাভ করিতে পারে। ৩২

শ্রীধরী টীকা—স্বাচারভ্রষ্টং পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং, যতো মদ্ভক্তিঃ দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুঃ নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ স্ত্রিয়ঃ, শূদ্রাদয়শ্চাধ্যয়নাদিরহিতাঃ তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি, হি নিশ্চিতম্। ৩২

টীকার অনুবাদ—মদ্ভক্তি স্বীয় আচার হইতে ভ্রষ্ট ব্যক্তিকেও পবিত্র করে। ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? কারণ মদ্ভক্তি হীনবংশজ অনধিকারীকেও সংসার হইতে উদ্ধার করে। এতদর্থে ভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা পাপযোনি, নিকৃষ্টকুলজাত অন্ত্যজাদি হয়। যাহারা বৈশ্য, কেবল কৃষ্যাদি কর্মে নিরত এবং অধ্যয়নাদিরহিত নারীগণ ও শূদ্রগণ তাহারাও আমাকে আশ্রয়, সম্যক্ সেবা করিয়া নিশ্চিতই পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ৩২

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা
আভীরকংকা যবনা খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কংক, যবন, খশ প্রভৃতি পাপিগণ যাঁহার ভক্তগণের আশ্রয়ে শুদ্ধিলাভ করে, সেই ভগবান প্রভবিষ্ণুকে প্রণাম করি।

১ গার্গী, সুলভা প্রভৃতি নারীগণ ও ধর্মব্যাধাদি শূদ্রবৃন্দের জ্ঞানাধিকার জন্মিয়াছিল। ধর্মব্যাধ পূর্ব জন্মে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়াও পরজন্মে ব্রাহ্মণশাপে শূদ্ররূপে জাত হন এবং প্রাক্তন পুণ্য কর্ম বিশেষ হেতুই জ্ঞানরূপ সম্পত্তি লাভ করেন। যেমন জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরও দুষ্কর্মবশে শূদ্রযোনি প্রাপ্তি ঘটে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণগণেরও কর্মদোষে স্ত্রীযোনিত্ব উপপন্ন হয়।—শংকরানন্দ সরস্বতী

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩

অন্বয়—পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ [পরাং গতিং যান্তি] কিং পুনঃ? [অতঃ ত্বং] ইমং অনিত্যম্ অসুখম্ লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব। ৩৩

মূলের অনুবাদ—সুকৃতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ ও ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিবৃন্দ পরাগতি প্রাপ্ত হন—ইহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব, তুমি এই রাজর্ষি দেহ লাভ করিয়া নশ্বর, সুখরহিত মর্ত্যলোকে অবস্থানকালে মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া মদ্ভজনে নিমগ্ন হও। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—যদেবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিমিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ ক্ষত্রিয়াঃ। এবম্ভূতাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বম্ ইমং রাজর্ষিরূপং লোকং দেহং প্রাপ্য লব্ধ্বাঃ মাং ভজস্ব কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবম্ অসুখং সুখরহিতমিমং মর্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বাদ্বিলম্বম্ অকুর্বন্, অসুখত্বাচ্চ সুখার্থোদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ। ৩৩

টীকার অনুবাদ—যখন এইরূপই ঘটে, তখন সৎকুলজাত ও সদাচার-সম্পন্ন মদ্ভক্তগণ পরম গতি লাভ করেন—ইহাতে আর বক্তব্য কি? এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ বলিতেছেন। পুণ্যশীল, সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ ও রাজন্যবৃন্দ, ঋষিগণ ও ক্ষত্রিয়গণ। ইহার অর্থ, এবম্ভূত ব্যক্তিগণ পরম গতি প্রাপ্ত হইবেন—ইহাতে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অতএব, তুমি এই রাজর্ষিরূপ লোক, দেহ পাইয়া আমাকে ভজনা কর। ইহার অর্থ, আরও অনিত্য, অধ্রুব অসুখ, সুখরহিত এই মর্ত্যলোক, মর্ত্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া অনিত্যতাহেতু বিলম্ব না করিয়া ও সুখরাহিত্যহেতু সুখের নিমিত্ত সমস্ত প্রযত্ন ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজনা কর। ৩৩

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন
সংবাদে রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—মন্মনা মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী [চ] ভব। মাং নমস্কুরু, এবং মৎপরায়ণঃ [সন্] আত্মানং [ময়ি] যুক্ত্বা মাম্ এব এষ্যসি। ৩৪

মূলের অনুবাদ—মদ্‌গতচিত্ত ও মদ্‌ভক্তিনিষ্ঠ হও। মৎপূজনশীল হও[১] ও আমাকে নমস্কার[২] কর। এই সকল প্রকারে আমাতে মন সমাহিত করিলে আমাকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে[৩]। ৩৪

ভগবান্ ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী ভারত সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন
সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ রাজভক্তোঽপি রাজভৃত্যঃ পত্ন্যাদিমনা তথা স তন্মনা অপি ন তদ্ভক্তো ভবতি। ত্বং তু তদ্‌বিলক্ষণভাবেন মন্মনা মদ্‌ভক্তো ভব।—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

২ অতি প্রেম্না দণ্ডবৎ প্রণামঃ—বলদেব বিদ্যাভূষণ।

৩ পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে, ঈশ্বর দর্শনের একটি উত্তম উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। উক্ত সূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে, "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি। অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিনঃ আসন্নতমঃ সমাধিলাভফলং চ ভবতীতি।" ইহার অর্থ, প্রণিধান বা ভক্তিবিশেষ দ্বারা আবর্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বরপ্রণিধানের ফলে সেই যোগীর প্রতি ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন। ঈশ্বরের অভিধ্যান হইতেও যোগীর সমাধিলাভ হয় ও তৎফল কৈবল্য অত্যন্ত আসন্ন হয়। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বিরচিত গীতার্থ সংগ্রহে এই শ্লোক উদ্ধৃত—

অদ্বৈতে ব্রহ্মণি পরা সর্বানুগ্রহশালিনী।
শক্তির্বিজৃম্ভতে তেন যতনীয়ং তদাপ্তয়ে ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মে সর্বভূতের অনুগ্রাহিকা পরাশক্তি প্রকাশিত হয়। সেই হেতু তৎপ্রাপ্তি নিমিত্ত প্রযত্ন কর্তব্য।

শ্রীধরী টীকা—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—মন্মনা ইতি। মষ্যেব মনো যস্য স মন্মনাস্ত্বং ভব। তথৈব মমৈব ভক্তঃ মৎসেবকো ভব। মদ্যাজী মৎপূজনশীলো ভব। মামেব চ নমস্কুরু। এবমেভিঃ প্রকারৈর্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি। ৩৪

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥*

ইতি শ্রীধরস্বামিবিরচিতায়াং সুবোধিন্যাং টীকায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—ভজনের প্রকার দেখাইয়া ভগবান্ উপসংহার করিতেছেন। আমাতে মন যাহার সে মন্মনা। তুমি তাদৃশ হও। এইরূপে আমারই ভক্ত, মৎসেবক হও। মদ্যাজী, আমার যজনপরায়ণ হও এবং আমাকেই নমস্কার কর। উক্ত রূপে, এই সকল প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া আত্মাকে, মনকে আমাতে যুক্ত, সমাহিত করিলে পরমানন্দস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩৪

রাজগুহ্যযোগ নামক বর্ত্তমান নবম অধ্যায়ে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশে স্বীয় আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য ও দুর্লভ ভক্তির অদ্ভুত বৈভব বিবৃত করিলেন।

আচার্য্য শ্রীধর স্বামীকৃত সুবোধিনী নাম্নী গীতাটীকার রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেন—
শ্রীগোবিন্দপাদারবিন্দমকরন্দাস্বাদশুদ্ধাশয়াঃ
সংসারাম্বুধিমুত্তরন্তি সহসা পশ্যন্তি পূর্ণং মহঃ।
বেদান্তৈরবধারয়ন্তি পরমং শ্রেয়স্ত্যজন্তি ভ্রমং
দ্বৈতং স্বপ্নসমং বিদন্তি বিমলাং বিন্দন্তি চানন্দতাম্॥

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মস্থ পীযূষের বিশুদ্ধ আস্বাদ সম্ভোগকারী ভক্তগণ অনায়াসে সংসারসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক পূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন করেন। বেদান্ত সাধন দ্বারা জ্ঞানিগণ জগৎভ্রম বর্জনান্তে পরম বিমোক্ষ অবধারণ করেন, দ্বৈতপ্রপঞ্চকে স্বপ্নতুল্য জ্ঞান করেন ও বিমল আনন্দ উপভোগ করেন।

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যৎ তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, মহাবাহো, ভূয় এব মে পরমং বচঃ শৃণু, যৎ প্রীয়মাণায় তে হিতকাম্যয়া [অহং] বক্ষ্যামি। ১

মূলের অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন, "হে মহাবাহো, তুমি আমার বচনামৃত পানে পরম তৃপ্তি পাইতেছ। সেইজন্য তোমার হিতেচ্ছায় পুনরায় তোমাকে পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্যাবলী বলিতেছি, শ্রবণ কর।" ১

শ্রীধরী টীকা—উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে।

এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বররূপং নিরূপিতম্। তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে 'রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়' ইত্যাদিনা, সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ। অষ্টমে চ 'অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র' ইত্যাদিনা, নবমে চ 'অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ' ইত্যাদিনা। অথেদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্, স্বভক্তেশ্চাবশ্যং করণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদি স্বধর্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য হে মহাবাহো[১], ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু। কথম্ভূতম্? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং তৎবক্ষ্যামি তৎ। ১

---

১ যথা বাহুবলং সর্বাধিক্যেন ত্বয়া প্রকাশিতং তথৈতদ্বুদ্ধ্যা, বুদ্ধিবলমপি সর্বাধিক্যেন প্রকাশয়িতব্যমিতি ভাবঃ।—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

টীকার অনুবাদ—পূর্বে সপ্তম অধ্যায়াদিতে ভগবান্ সংক্ষেপে বিভূতি সমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টির জন্ত সেই সকল বিভূতি দশম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে তিনি বলিতেছেন। এইরূপে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ত্রয়ে ভজনীয় পরমেশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে 'আমি জলসমূহের মধ্যে রস' প্রভৃতি দ্বারা সংক্ষেপে ইহা দর্শিত এবং অষ্টম অধ্যায়ে 'আমি অধিযজ্ঞ' প্রভৃতি দ্বারা এবং নবম অধ্যায়ে 'আমি শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞ' ইত্যাদি দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই বিভূতিসমূহ ও স্বভক্তির অবশ্য করণীয়ত্ব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যার্থ ভগবান বলিতেছেন। মহাবাহো, যুদ্ধাদি স্বধর্মানুষ্ঠানে বা মহৎ ব্যক্তির পরিচর্য্যায় বাহুদ্বয় কুশলী যাহার। পুনরায় আমার বাক্য শ্রবণ কর। কিরূপ বাক্য? পরম, পরমাত্মনিষ্ঠ। আমার কথামৃত পানে প্রীতিপ্রাপ্ত তুমি। তোমার হিতকামী, হিতৈষী আমি তোমাকে তাহা বলিব। ১

> ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
> অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ॥ ২

অন্বয়—ন সুরগণাঃ, ন মহর্ষয়ঃ মে প্রভবং বিদুঃ; হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ আদিঃ। ২

মূলের অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবগণ বা ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণ[১] বিবিধ বিভূতি-সম্পন্ন আমার প্রভব[২] অবগত নহেন; কারণ আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের পরম কারণ। ২

---

১ শাস্ত্রমতে মহর্ষি দশজন। যথা—

> ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
> মনুর্দক্ষো বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্য চেতি তে দশঃ॥

ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, মনু, দক্ষ, বশিষ্ঠ ও পুলস্ত্য—এই দশ মহর্ষি পুরাণে প্রসিদ্ধ।

২ প্রভবো নাম প্রভাবো নিরুপাধিকস্বভাবঃ। প্রভব অর্থে প্রভাব, ঈশ্বরের নিরুপাধিক স্বরূপ।—আনন্দগিরি

শ্রীধরী টীকা—উক্তস্যাপি পুনর্বচনে দুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়োঽপি ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং, সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদি প্রবর্তকত্বেন চ। অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ। ২ / বিনা

টীকার অনুবাদ—কথিত বিষয়ের পুনঃ কথনের কারণ উহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব, দুর্বোধ্যতা। সেইজন্য ভগবান বলিতেছেন—আমার প্রকৃষ্ট ভব, জন্মরহিত হইয়াও বিবিধ বিভূতি সহ অবতারাদিরূপে আবির্ভাব ব্রহ্মাদি দেবগণও এবং ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণও জানেন না। ইহার হেতু, আমিই দেবগণের এবং মহর্ষিগণেরও প্রথম কারণ। সর্বপ্রকারে উহাদের উৎপাদক ও বুদ্ধ্যাদির প্রবর্তকরূপে আমিই আদি কারণ। ইহার অর্থ, অতএব আমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাকে কেহ জানিতে পারে না। ২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

অন্বয়—যঃ মাম্ অজম্ অনাদিং চ লোকমহেশ্বরং বেত্তি, সঃ অসংমূঢ়ঃ মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩

মূলের অনুবাদ—যিনি আমাকে আদিহীন, জন্মশূন্য ও লোকসমূহের পরমেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে সম্মোহরহিত হইয়া সর্বপাপ হইতে চির মুক্তি লাভ করেন। ৩

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্। অত এবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স মনুষ্যেষু অসংমূঢ়ঃ সম্মোহরহিতঃ সন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩

টীকার অনুবাদ—উক্তরূপ আত্মজ্ঞানের মহাফল ভগবান বলিতেছেন। সকলের কারণ বলিয়া যাঁহার আদি কারণ নাই, তিনি অনাদি। অতএব

অজ, জন্মশূন্য এবং লোকসমূহের মহেশ্বররূপে যিনি আমাকে জানেন তিনি সকল মনুষ্যের মধ্যে অসংমূঢ়, সংমোহরহিত হইয়া সর্বপাপ হইতে প্রমুক্ত হন। ৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো* ভয়ং চাভয়মেব চ॥ ৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ ৫

অন্বয়—বুদ্ধিঃ, জ্ঞানম্, অসংমোহঃ, ক্ষমা, সত্যং, দমঃ, শমঃ, সুখং, দুঃখং, ভবঃ, অভাবঃ, ভয়ং চ অভয়ং চ এব অহিংসা, সমতা, তুষ্টিঃ, তপঃ, দানং, যশঃ, অযশঃ ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ মত্তঃ এব ভবন্তি। ৪-৫

মূলের অনুবাদ—সারাসারবস্তুবিবেক, আত্মবিষয়ক জ্ঞান, মোহমুক্তি, সহিষ্ণুতা, যথার্থ ভাষণ[১], বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম, অন্তঃকরণ সংযম, অনুকূল সংবেদন, প্রতিকূল সংবেদন, উদ্ভব, বিনাশ, ত্রাস[২], অভীঃ, পরপীড়া বর্জন, রাগদ্বেষাদি-রাহিত্য, দৈবলাভে সন্তোষ, শারীর কৃচ্ছ্রতা, ন্যায়ার্জিত ধনাদি সৎপাত্রে অর্পণ, সৎকীর্তি ও অপকীর্তি—প্রাণিগণের এই সকল নানাবিধ ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হয়। ৪-৫

শ্রীধরী টীকা—লোকমহেশ্বরতামেব স্ফুটয়ন্তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেকনৈপুণ্যং, জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্, অসম্মোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণ-সংযমঃ, সুখমনুকূলসংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতং, ভব উদ্ভবঃ, অভাবস্ত-দ্বিপরীতঃ, ভয়ং ত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতম্। অস্য লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ৪

---

* ভবো ভাবো ইতি বা পাঠঃ।

১ যথাদৃষ্টস্য যথাশ্রুতস্য চাত্মানুভবস্য পরবুদ্ধিসংক্রান্তয়ে তথৈবোচ্চার্যমাণা বাক্।—আচার্য শংকর

২ আগামী দুঃখের হেতুদর্শনজ দুঃখ।—আচার্য রামানুজ

টীকার অনুবাদ—এই তিন শ্লোকে ভগবান্ স্বীয় সর্বলোক-মহেশ্বরত্ব পরিস্ফুট করিতেছেন। বুদ্ধি, সারাসার-বিবেকনৈপুণ্য, নিত্যানিত্য ভেদজ্ঞান। জ্ঞান, আত্মবিষয়ক। অসংমোহ[1], ব্যাকুলতার অভাব। ক্ষমা[2], সহিষ্ণুতা। সত্য, যথার্থ ভাষণ। দম, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম। শম, অন্তঃকরণ সংযম। সুখ, মনের অনুকূল সংবেদন (অনুভব) এবং দুঃখ, সুখের বিপরীত বা মনের প্রতিকূল সংবেদন। ভব, উদ্ভব। অভাব, তদ্বিপরীত বা বিনাশ। ভয়, ত্রাস। অভয়, তদ্বিপরীত বা ত্রাসভাব। ইহলোকের এই সকল ভাব আমা হইতেই উৎপন্ন হয়—উক্তরূপে এই শ্লোকের অন্বয় পর শ্লোকের সহিত করিতে হইবে। ৪

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং, মিত্রামিত্রতুল্যতা চ; তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদি বক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জিতস্য ধনাদেঃ সৎপাত্রেঽর্পণং, যশঃ সৎকীর্তিঃ, অযশোঽপকীর্তিঃ, এতে বুদ্ধির্জ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি। ৫

টীকার অনুবাদ—অহিংসা, পরপীড়ানিবৃত্তি। সমতা, রাগদ্বেষাদি-রাহিত্য ও মিত্রামিত্রে সমভাব। তুষ্টি, দৈব লব্ধ বিষয়ে সন্তোষ[3]। তপ[4], বক্ষ্যমান শারীর তপস্যা প্রভৃতি। দান[5], ন্যায়ার্জিত ধনাদির সৎপাত্রে সমর্পণ। যশ, সৎকীর্তি। অযশ, অপকীর্তি। প্রাণীদের এই সকল বুদ্ধি ও জ্ঞান প্রভৃতি এবং তদ্বিপরীত অবুদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ ভাব আমার নিকট হইতে উৎপন্ন হয়। ৫

---

১ বোধের যোগ্য বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে বিবেকপূর্বিকা প্রবৃত্তি।
২ কেহ তাড়না করিলেও মনের অবিকার।
৩ লাভে পর্য্যাপ্ত বুদ্ধি।
৪ ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক শরীরপীড়ন।
৫ অন্যকে যথাশক্তি স্বীয় ধন দ্রব্যাদি বিতরণ—শংকরাচার্য্য।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬

অন্বয়—পূর্বে সপ্তঃ মহর্ষয়ঃ চত্বারঃ তথা মনবঃ মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ লোকে যেষাং ইমাঃ প্রজাঃ [জাতাঃ]। ৬

মূলের অনুবাদ—সনকাদি[১] পূর্বতন চারি জন ও ভৃগু প্রভৃতি সাত জন মহর্ষি[২] এবং স্বায়ম্ভুবাদি চৌদ্দ মনু[৩] আমারই প্রভাব সম্পন্ন ও হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সংকল্পজাত। তাঁহারা এই লোক ও প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। ৬

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়[১] "সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতা" ইত্যাদিপুরাণপ্রসিদ্ধাঃ। তেভ্যোঽপি পূর্বেঽন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়ঃ, তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ মদ্ভাবা[৪]

১ ব্রহ্মা সাতবার নারায়ণ হইতে আবির্ভূত হন—প্রথমে মানস, দ্বিতীয়ে চক্ষু, তৃতীয়ে বাক্য, চতুর্থে কর্ণ, পঞ্চমে নাসিকা, ষষ্ঠে অণ্ডমধ্য ও সপ্তমে নাভি-কমল হইতে। সপ্তম জন্মে তাঁহার চৌদ্দ মানস সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ প্রবৃত্তি মার্গস্থ এবং সন, সনৎসুজাত, সনক, সুনন্দন, সনৎকুমার, কপিল ও সনাতন নিবৃত্তিমার্গবর্তী। মরীচির দুই পুত্র কশ্যপ ও অদিতি। অদিতির পুত্র বিবস্বান্ বা সূর্য্য। সূর্য্যের দুই পত্নী ছায়া ও সংজ্ঞা। ছায়ার গর্ভে শনৈশ্চর ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় জন্মে। সংজ্ঞার গর্ভে যমুনা, যম ও শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, প্রাংশু ইত্যাদি নয় জন।

২ ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ। উক্ত মর্মে পুরাণোক্ত শ্লোক মধুসূদন সরস্বতী কৃত গীতাটীকায় উদ্ধৃত।—

ভৃগুং মরীচিমত্রিং চ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
বশিষ্ঠং চ মহাতেজা সোঽসৃজন্ মনসা সুতান্।

৩ স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সবার্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি।

৪ মচ্চিত্তপরা। মদ্ভাবনাবশাৎ আবির্ভূত মদীয় জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তয়ঃ ইত্যর্থঃ। আমার চিন্তাপরায়ণ এবং তদ্ধেতু আমার জ্ঞানৈশ্বর্য্য ও শক্তি যাহাদের মধ্যে আবির্ভূত তাঁহারা।

মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সংকল্প-মাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং চ সনকাদীনাং চেমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্তন্তে। ৬

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, সপ্ত ব্রাহ্মণ ইঁহারা পুরাণে নিশ্চিত হইয়াছেন। অতএব ইঁহারা পুরাণে প্রসিদ্ধ। তাঁহাদেরও পূর্ববর্তী অন্য চারি মহর্ষি সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এবং স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চৌদ্দ মনু—ইঁহারা মদীয় প্রভাবসম্পন্ন ও হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই সংকল্পমাত্র হইতে উৎপন্ন। স্বীয় প্রভাব কিরূপ তাহাই ভগবান বলিতেছেন। যাঁহাদের ভৃগু প্রভৃতি ও সনকাদি মুনিগণের এই সকল ব্রাহ্মণাদি ইহলোকে বর্ধমান যথাযথ পুত্রপৌত্রাদিরূপ ও শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপ প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন* যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭

অন্বয়—যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তত্ত্বতঃ বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে ; অত্র ন সংশয়ঃ। ৭

মূলের অনুবাদ—আমার এই সকল বিভূতি[১] ও ঐশ্বর্য্য যিনি সম্যক্ অবগত হন, তিনি সংশয়শূন্য তত্ত্বজ্ঞান[২] লাভ করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৭

শ্রীধরী টীকা—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং, যোগং চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতো বেত্তি

---

* অবিকম্পন ইতি বা পাঠঃ।

১ বি (বিবিধরূপে) ভূতি (ভবন্ বৈভব)—বুদ্ধি প্রভৃতির উপাদানরূপে তিনি সর্বাত্মক।

২ সোপাধিকং জ্ঞানং নিরুপাধিক জ্ঞানে দ্বারমিতি—আনন্দগিরি।

সোঽবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্ দর্শনেন যুক্তো ভবতি। নাত্যত্র সংশয়ঃ। ৭

টীকার অনুবাদ—যথোক্ত বিভূতি প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানের ফল—ইহা ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। আমার এই ভৃগু আদি বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যরূপ যোগ তত্ত্বতঃ যিনি জানেন তিনি অবিকম্প, সংশয়শূন্য যোগ, সম্যগ্‌দর্শন দ্বারা যুক্ত হন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। ৭

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।

ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮

অন্বয়—অহং সর্বস্য প্রভবঃ, মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে; ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ [সন্তঃ] মাং ভজন্তে। ৮

মূলের অনুবাদ—আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তিহেতু এবং আমা হইতে সর্বপ্রাণীর বুদ্ধি জ্ঞানাদি প্রবর্তিত হয়। ইহা জানিয়া বিবেকিগণ প্রীতিভরে আমার ভজন করেন। ৮

শ্রীধরী টীকা—যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানেন সম্যগ্ জ্ঞানাবাপ্তিস্ত-দ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিরূপবিভূতি-দ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ। মত্ত এব চাস্য সর্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহ" ইত্যাদি সর্বং প্রবর্ত্ততে ইতি, এবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে। ৮

টীকার অনুবাদ—বিভূতি ও যোগের জ্ঞান দ্বারা যেরূপ সম্যগ্ জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তাহা চারি শ্লোকে দেখাইয়া ভগবান বলিতেছেন। আমি সমস্ত জগতের প্রভব, ভৃগু আদি ও মনু প্রভৃতি বিভূতি দ্বারা জগতের উৎপত্তি কারণ। আমা হইতেই ইহাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়। এইরূপ জানিয়া বুধগণ, বিবেকিগণ ভাবসমন্বিত[১], প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করেন। ৮

---

১ ভাব শব্দের অর্থ, ভাবনা, পরমার্থতত্ত্বে অভিনিবেশ, তৎসহ যুক্ত —শংকরাচার্য্য

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯

অন্বয়—মচ্চিত্তাঃ মদ্‌গতপ্রাণাঃ [বুধাঃ] মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ নিত্যং কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি রমন্তি চ। ৯

মূলের অনুবাদ—যাঁহাদের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি আমাতে অনুরক্ত হইয়াছে, তাঁহারা পরস্পরের নিকট শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা আমার গুণকীর্তন ও মহিমা বর্ণন করিয়া পরম সন্তোষ[১] ও চরম নির্বৃতি লাভ করেন। ৯

শ্রীধরী টীকা—প্রীতিপূর্বকং ভজনমেবাহ—মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ। মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্‌গতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা। এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তঃ, বুদ্ধ্যা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্তয়ন্তঃ সন্তো নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি। রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি। ৯

টীকার অনুবাদ—প্রীতিপূর্বক ভজনপ্রকার (সাধন পদ্ধতি) ভগবান এই শ্লোকে বলিতেছেন। আমাতেই চিত্ত অনুরক্ত যাঁহাদের তাঁহারা মচ্চিত্ত। আমাতেই গত, প্রাপ্ত প্রাণসমূহ, ইন্দ্রিয়গ্রাম যাঁহাদের তাঁহারা মদ্‌গতপ্রাণ অথবা মদর্পিতজীবন। এতাদৃশ সেই বুধগণ যুক্তিসংগত শ্রুত্যাদি প্রমাণ দ্বারা পরস্পরকে বুঝাইয়া এবং বুদ্ধি দ্বারা আমার মহিমা কীর্তন করিয়া সর্বদা অনুমোদন দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন এবং নির্বৃতি প্রাপ্ত হন। ৯

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০

অন্বয়—[মাং] প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং সততযুক্তানাং তৎ বুদ্ধিযোগং দদামি, যেন তে মাম্ উপযান্তি। ১০

মূলের অনুবাদ—আমার সেই সকল অনুরক্তচিত্ত প্রীতিপূর্বক ভজনকারী

---

১ প্রিয়জন সমাগমে যেরূপ রতি লাভ হয় তদ্রূপ।—আচার্য্য শংকর

ভক্তগণকে বুদ্ধিরূপ উপায় আমি প্রদান করি। উক্ত উপায় দ্বারা সেই ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হন। ১০

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি। ১০

টীকার অনুবাদ—এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে আমি সম্যগ্‌জ্ঞান প্রদান করি। এতদর্থে ভগবান বলিতেছেন। এইরূপে সতত যুক্তগণের, আমাতে অনুরক্তচিত্ত ভক্তগণেরও প্রীতিপূর্বক আমার ভজনকারীগণের সেই বুদ্ধিরূপ যোগ, উপায় আমি প্রদান করি। সেই বুদ্ধি কিরূপ? যে উপায় দ্বারা সেই ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয় তাহাই বুদ্ধিযোগ। ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১১

অন্বয়—তেষাম্ অনুকম্পার্থম্ এব অহম্ আত্মভাবস্থঃ [সন্] ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি। ১১

মূলের অনুবাদ—তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া ভাস্বর প্রজ্ঞানরূপ প্রদীপ[১] দ্বারা আমি তাঁহাদের অজ্ঞানজাত সংসারাখ্য অন্ধকার বিদূরিত করি। ১১

---

১ ভক্তিজনিত চিত্তের প্রসাদরূপ তৈল দ্বারা সেই বিবেক প্রত্যয়রূপ জ্ঞান-দীপ অভিসিক্ত ঈশ্বরভাবনাভিনিবেশরূপ বায়ু দ্বারা প্রথমে প্রজ্বালিত ও ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন সংস্কারবান্ প্রজ্ঞাই সেই দীপের বর্ত্তিকা, বৈরাগ্যযুক্ত অন্তঃকরণই উক্ত দীপের আধার, রাগ ও দ্বেষের উদয়ে যে চিত্ত কলুষিত হয় না, সেই বিষয়চিন্তাবিহীন চিত্তরূপ আবৃতগৃহে উক্ত জ্ঞান-দীপ নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতে থাকে। সতত বিদ্যমান একাগ্রতা ও ধ্যান এবং তজ্জনিত সম্যক্ দর্শনরূপ প্রভা দ্বারা সেই জ্ঞানদীপ সর্বদা উদ্ভাসিত। এইরূপ দীপ্তিময় জ্ঞানদীপ দ্বারা ভগবান ইষ্টদেবরূপে স্বভক্ত-হৃদয়ের অজ্ঞান জনিত মোহান্ধকারকে বিনাশ করিয়া থাকেন।—শংকরাচার্য্য

শ্রীধরী টীকা—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমাপাদ্য অবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র বা স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়সীত্যত আহ। আত্মভাবস্থঃ বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি। ১১

টীকার অনুবাদ—প্রিয় ভক্তকে সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া তাহার অনুভব পর্যন্ত তাহার বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া মায়াসৃষ্ট সংসার বিনাশ করি—এতদর্থে ভগবান্ বলিতেছেন। তাহাদের প্রতি অনুকম্পা, অনুগ্রহ দেখাইবার জন্যই অজ্ঞানজাত তমঃ, সংসাররূপ অন্ধকার নাশ করি। কোথায় অবস্থিত হইয়া, কি সাধন দ্বারাই বা তমোনাশ করিয়া থাকেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন—আত্মভাবস্থ, বুদ্ধিবৃত্তিতে সংস্থিত হইয়া। ভাস্বর, বিস্ফুরিত জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা। তাহাদের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার আমি বিনাশ করি। ১১

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ* স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩

---

* ধৌম্য ঋষির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যাসদেব ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—মধুসূদন সরস্বতী। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ব্যাসদেব সম্বন্ধে এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায়—

ইমং ব্যাসমুনিং তত্র দ্বাত্রিংশং সংস্মরাম্যহম্।
যথাসম্ভব-বিজ্ঞান-দৃশা সংদৃশ্য মানয়া॥
দ্বাদশাব্ধিয়স্তত্র তুল্যাকারে স্থিতৈঃ সমাঃ।
দশ সর্বে সমাকারাঃ শিষ্টাঃ কুলবিলক্ষণাঃ॥

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, ভবান্ পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম, পরমং পবিত্রম্ [এব চ] সর্বে ঋষয়ঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ ত্বাং শাশ্বতং পুরুষং দিব্যম্ আদিদেবম্ অজং বিভুং চ আহুঃ; ত্বং স্বয়ং চ মে ব্রবীষি। ১২-১৩

মূলের অনুবাদ—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, পরম আশ্রয়, পরম পবিত্র, শাশ্বত পুরুষ, স্বয়ম্প্রকাশ, আদিদেব, জন্মহীন ও সর্বব্যাপী। ভৃগু আদি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস উক্ত রূপে আপনার মহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং আপনিও সাক্ষাৎভাবে আমাকে বলিতেছেন।" ১২-১৩

শ্রীধরী টীকা—সংক্ষেপেণোক্তা বিভূতির্বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্ অর্জুন উবাচ--পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম চ, পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ, পরমং চ পবিত্রং ভবানেব। কুত ইত্যত আহ। যতঃ শাশ্বতঃনিত্যং পুরুষং তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বপ্রকাশং চ আদিশ্চাসৌ দেবশ্চ তম্। দেবানামাদিভূতমিত্যর্থঃ তথা অজম্ অজন্মানাং বিভুং ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। ১২

শ্রীধরী টীকা—কে ত ইত্যত আহ—আহুরিতি। ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদঃ, অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি। ১৩

টীকার অনুবাদ—সংক্ষেপে কথিত বিভূতি বিস্তৃতভাবে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসু হইয়া অর্জুন এই সাত শ্লোকে ভগবান্‌কে স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন। তুমি পরব্রহ্ম ও পরম ধাম, আশ্রয় এবং পরম পবিত্র তুমিই। কেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, যেহেতু তুমি শাশ্বত পুরুষ

ভাব্যমদ্যাপ্যানেনেহ নত্ব সারাষ্টকং পুনঃ।
ভূয়োঽপি ভারতং নাম সেতিহাসং করিষ্যতি॥
কৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ নীষ্যানেন কুলপ্রথাম্।
ব্রহ্মসূত্রঞ্চ তথা কৃত্বা ভাব্যং বৈদেহমোক্ষণম্॥

দিব্য, দ্যোতনাত্মক ও স্বয়ম্প্রকাশ। তুমিই আদিদেব। ইহার অর্থ, দেবগণের আদিভূত এবং অজ, জন্মরহিত। বিভু, ব্যাপক তোমাকেই ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। ১২

টীকার অনুবাদ—যাঁহারা তোমাকে এইরূপ বলেন তাঁহারা কে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ। দেবর্ষি নারদ, অসিত[১], দেবল ও ব্যাস এবং স্বয়ং তুমিও আমার সমক্ষে এই কথাই বলিতেছ। ১৩

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ॥ ১৪

অন্বয়—কেশব, মাং [প্রতি] যৎ বদসি এতৎ সর্বম্ ঋতং মন্যে; হি ভগবন্ তে ব্যক্তিং দেবাঃ দানবাঃ চ ন বিদুঃ। ১৪

মূলের অনুবাদ—হে কেশব, তোমার স্বরূপ তুমি যেরূপ প্রকাশ করিতেছ তাহা আমি সত্য বলিয়া মনে করি। হে ভগবন্, দেবগণও জানেন না যে, তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই তুমি আবির্ভূত এবং দানবগণও অবগত নহে যে, তোমার এই অভিব্যক্তি তাহাদের নিগ্রহ নিমিত্ত। ১৪

শ্রীধরী টীকা—অতো মমেদানীং ত্বদীয়ৈশ্বর্যেঽসম্ভাবনা-নিবৃত্তেত্যাহ—সর্বমিতি। এতত্তবানেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ" ইত্যাদি তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবন্ তব ব্যক্তিং দেবাঃ ন বিদুঃ। অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি। দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি। ১৪

টীকার অনুবাদ—অতএব, তোমার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে এখন আমার অসম্ভাবনা বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়াছে। এতদর্থে অর্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন।

১ হরিবংশের অষ্টাদশ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার পুত্র দেবল বেদব্যাসের শিষ্য। দেবল সংহিতা অদ্যাপি প্রচলিত। দেবল ব্রহ্মার শাপে অষ্টাবক্র হইয়াছিলেন। দেবী ভাগবতে (১/২০/৩) আছে—

অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ণ এব চ।
জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ গতাঃ সর্বে তপোধনাঃ॥

এই আপনিই পরব্রহ্ম প্রভৃতি ঋষিবাক্য সমস্তই ঋত, সত্য মনে করি। আর আমাকেও তুমি বলিতেছ, দেবগণ ও ঋষিগণ তোমার প্রভব জানিতে পারেন না। তাহাও আমি সত্য বলিয়া মনে করি। হে ভগবন্, তোমার অভিব্যক্তি দেবগণও অবগত নহেন। ইহার অর্থ, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ তোমার এই অভিব্যক্তি—ইহা তাঁহারা জানেন না এবং দানবগণও জানে না যে, তাহাদের নিগ্রহার্থই তোমার আবির্ভাব, অবতরণ। ১৪

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫

অন্বয়—পুরুষোত্তম, ভূতভাবন, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে, ত্বং স্বয়ম্ এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ। ১৫

মূলের অনুবাদ—হে পুরুষোত্তম[১], হে ভূতোৎপাদক, হে ভূতেশ্বর, হে সর্বদেবপ্রকাশক, হে বিশ্বপালক, তুমি স্বয়ংই তোমার সোপাধিক ও নিরুপাধিক স্বরূপ সম্যক্[২] অবগত আছ, অন্য কেহ নহে। ১৫

শ্রীধরী টীকা—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি নান্যঃ তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি হে পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি সম্বোধনানি। হে ভূতভাবন ভূতোৎপাদক ভূতানামীশ নিয়ন্তা, দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক জগৎপতে বিশ্বপালক। ১৫

টীকার অনুবাদ—তোমাকে দেববৃন্দ বা দানবগণ জানে না। তবে কে তোমাকে জানে? স্বয়ং তুমিই তোমাকে[৩] জান, অন্য কেহ নহে। তাহাও

১ আচার্য্য শংকর বলেন, নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্য বলাদি শক্তিমান পরমেশ্বরই পুরুষোত্তম। আনন্দগিরি বলেন, পুরুষশ্চাসাবুত্তমশ্চেতি ক্ষরাক্ষরাতীতপূর্ণ চৈতন্যরূপত্বং বোধ্যতে।

২ আত্মানং নিরুপাধিকং স্বরূপম্। ন চ তব সোপাধিকমপি রূপমন্যস্য গোচরে তিষ্ঠতীতি।—আনন্দগিরি

৩ তোমার নিরুপাধিক ও সোপাধিক স্বরূপ কেবল তুমিই অবগত আছ।

স্বীয় শক্তি দ্বারাই তুমি তোমার স্বরূপ জান; অন্য কোন সাধন দ্বারা নহে। এই স্বানুভূতি তোমার স্বতঃসিদ্ধ। অধিক আদর হেতু অর্জুন বিবিধ প্রকারে ভগবান্‌কে সম্বোধন করিতেছেন। হে পুরুষোত্তম প্রভৃতি শব্দে হেতুগর্ভ সম্বোধনসমূহ ব্যবহৃত। ভূতভাবন, ভূতোৎপাদক। ভূতগণের ঈশ, নিয়ন্তা, ভূতেশ। দেবদেব শব্দে দেব অর্থে প্রকাশক। ভগবান্ আদিত্যাদি দেবগণেরও প্রকাশক। জগৎপতি, বিশ্বপালক। ১৫

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

অন্বয়—যাভিঃ বিভূতিভিঃ ত্বম্ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি, [তাঃ] দিব্যাঃ আত্মবিভুতয়ঃ [ত্বম্] অশেষেণ বক্তুম্ অর্হসি। ১৬

মূলের অনুবাদ—যে অত্যদ্ভুত বিভূতিসমূহ দ্বারা তুমি এই সকল লোক পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, একমাত্র তুমিই তৎসমুদয় নিঃশেষে বলিবার যোগ্য। ১৬

শ্রীধরী টীকা—যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়স্তস্মাদ্বক্তু-মর্হসীতি যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্বাঃ বক্তুং ত্বমেবার্হসি যোগ্যো ভবসি। যাভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্। ১৬

টীকার অনুবাদ—যেহেতু তোমার অভিব্যক্তি তুমিই জান, দেবাদি নহে; সেই হেতু তোমার যে সকল দিব্য, অত্যদ্ভুত বিভূতি তৎসমুদয় বলিতে তুমিই যোগ্য, সমর্থ হও। 'যাভিঃ' বিভূতিসমূহের বিশেষণ। ইহার অর্থ স্পষ্ট। ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭

অন্বয়—যোগিন্, সদা [ত্বাং] পরিচিন্তয়ন্ অহং কথং ত্বাং বিদ্যাম্ঃ ভগবন্, ময়া কেষু কেষু চ ভাবেষু [ত্বং] চিন্ত্যঃ অসি। ১৭

মূলের অনুবাদ—হে যোগেশ্বর, আমি কোন্ কোন্ বিভূতিতে সর্বদা তোমার পরিচিন্তা করিয়া তোমাকে জানিতে পারিব? হে ভগবন্, কোন কোন্ পদার্থে তুমি আমার চিন্তনীয় হও? ১৭

শ্রীধরী টীকা—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্। কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্। বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽপি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি। ১৭

টীকার অনুবাদ—বিভূতি কথনের প্রয়োজন দেখাইয়া দুই শ্লোকে অর্জুন ভগবানকে প্রার্থনা করিতেছেন। হে যোগেশ্বর, কোন্ কোন্ বিভূতিভেদে কিরূপে সর্বদা আমি তোমাকে জানিতে পারিব? তুমি ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিরূপে চিন্তনীয় হইলেও কোন্ কোন্ পদার্থে মৎকর্তৃক তুমি চিন্তনীয় হও? ১৭

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্॥ ১৮

অন্বয়—জনার্দন, আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয়; হি অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তিঃ ন অস্তি। ১৮

মূলের অনুবাদ—হে জনার্দন, তোমার সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তৃতভাবে পুনরায় কীর্তন কর। তোমার বাক্যামৃত[১] পান করিয়া আমার তৃপ্তি পূর্ণ হইতেছে না। ১৮

শ্রীধরী টীকা—তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি আত্মনস্তব যোগং সর্বজ্ঞত্বসর্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্যাং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়। হি যস্মাৎ ত্বদ্বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি। ১৮

---

১ শ্রীমদ্ভাগবতে (প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে) আছে—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকে বিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।

ঋষিগণ সূতকে বলিতেছেন, আমরা আপনার বচনামৃত পানে তৃপ্ত হইতেছি না। এই হরিকথা পদে পদে মধুর মধুর আস্বাদ রসজ্ঞকে প্রদান করে।

গোপী গীতাতে আছে, প্রেমোন্মত্ত গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদাঃ জনাঃ॥

টীকার অনুবাদ—সুতরাং এইরূপ বহির্মুখ চিত্তেও তখন ভিন্ন ভিন্ন বিভূতিরূপে তোমার চিন্তা (ধ্যান) যে রূপে হয়, তাহা বিস্তার করিয়া বল—ইহাই অর্জুন বলিতেছেন। তোমার যোগ, সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তৃতরূপে পুনরায় তুমি বল। যেহেতু তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণে আমার পরিতৃপ্তি হইতেছে না, শ্রবণাকাংক্ষা কমিতেছে না। ১৮

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, হন্ত * কুরুশ্রেষ্ঠ, দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি ; হি মে [বিভূতেঃ] বিস্তরস্য অন্তঃ ন অস্তি। ১৯

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান্ অনুকম্পাসূচক সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, "হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার দিব্য বিভূতির সীমা নাই। অতএব, তোমাকে কতিপয় প্রধান বিভূতি বলিব, অবান্তর বিভূতিগুলি বলিব না।" ১৯

শ্রীধরী টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পা সম্বোধনম্। দিব্যা যা মম বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি।

হে প্রেমময় ভগবান্, তোমার কথামৃত সংসার-সন্তপ্ত জীবগণকে পরম শান্তি দান করে, কল্মষ বিনাশ করে ও কবিগণ কর্তৃক প্রশংসিত, শুনিলেই মঙ্গল হয়, শ্রীযুক্ত এবং ইহলোকে পুণ্যবানগণই তাহা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করে।

শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥

যেমন বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গাজলে অবগাহন করিলে স্নানকারীর তিন পুরুষ পবিত্র হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণকথা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বক্তা, প্রচ্ছক (জিজ্ঞাসু) ও শ্রোতাকে পবিত্র করে।

* হন্ত ইতি হর্ষে—মধ্বাচার্য্য

যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি। ১৯

টীকার অনুবাদ—এইরূপে প্রার্থিত হইঁয়া ভগবান বলিলেন। হন্ত শব্দ অনুকম্পাসূচক সম্বোধন। আমার বিভূতিসমূহের মধ্যে যেগুলি প্রধান সেই সকল তোমাকে বলিব। যেহেতু আমার অবান্তর (অপ্রধান) বিভূতিসমূহের অন্ত (ইয়ত্তা) নাই। এই হেতু প্রধানভূত কতিপয় বিভূতি বর্ণনা করিব। ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০

অন্বয়—গুড়াকেশ, অহং সর্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা ভূতানাম্ আদিঃ মধ্যম্ অন্তঃ চ অহম্ এব। ২০

মূলের অনুবাদ—হে গুড়াকেশ, আমি সর্বভূতের অন্তঃকরণে পরমাত্মারূপে অবস্থান করি। আমিই ভূতগণের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের মূল কারণ। ২০

শ্রীধরী টীকা—তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ, সর্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু সর্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্। আদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, সর্বভূতানাং জন্মাদিশ্চাহমেবেত্যর্থঃ। ২০

টীকার অনুবাদ—প্রথমে ভগবান্ স্বকীয় ঐশ্বর স্বরূপ বলিতেছেন। হে গুড়াকেশ, সর্বভূতের আশয়সমূহে, অন্তঃকরণসমূহে সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ দ্বারা নিয়ন্তারূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমি। আদি, জন্ম। মধ্য, স্থিতি। অন্ত, সংহার। ইহার অর্থ, সর্বভূতের জন্মাদি কারণ আমিই। ২০

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥ ২১

অন্বয়—অহম্ আদিত্যানাং [মধ্যে] বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাম্ অংশুমান্ রবিঃ, মরুতাং মরীচিঃ, অহং নক্ষত্রাণাং শশী অস্মি। ২১

মূলের অনুবাদ—আমি দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বামন। আমি

জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে রশ্মিযুক্ত সূর্য্য। আমি সপ্ত মরুদ্‌গণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র। ২১

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং [১] বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিত্যাদিনা যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। আদিত্যানাং দ্বাদশানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহম্। জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপকরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহম্। মরুতাং দেববিশেষাণাং মধ্যে মরীচির্নামাহমস্মি। যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা বায়বস্তেষাং মধ্য ইতি। তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্‌বহঃ, সংবহঃ,পরিবহঃ ইতি মরুদ্‌গণাঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্। অত্র চ 'আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ' ইত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। কচিচ্চ ভূতানামস্মিচেতনে ত্যাদিনা সম্বন্ধে ষষ্ঠী। তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ। বিষ্ণুরিত্যাদ্যবতারেঽপি প্রভাবা-তিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃ পরং চাধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি কচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ। ২১

টীকার অনুবাদ—সম্প্রতি (আদিত্যসমূহের মধ্যে) প্রভৃতি হইতে অধ্যায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত ভগবান্ বিভূতিসমূহ বলিতেছেন। দ্বাদশ[১] আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, বামন। প্রকাশক, জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে অংশুমান বিশ্বব্যাপী রশ্মিযুক্ত রবি, সূর্য্য আমি। মরুৎ নামক দেববিশেষগণের মধ্যে আমি

১ ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। এই দ্বাদশ আদিত্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা ব্রহ্মপ্রভার দ্বাদশ বিভিন্ন মূর্ত্তি। তন্মধ্যে আদিত্য হৃদয়কাশে হিরণ্ময় পুরুষরূপে অবস্থিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "অথ যদেবৈতদ্ আদিত্যস্য শুক্লং ভাঃ সৈব সা। অথ যন্নীলং পরঃ কৃষ্ণ তদমঃ তৎসাম। অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ আপ্রনখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ"। ইহার অর্থ, সেই এই শুক্ল ও কৃষ্ণ প্রভাদ্বয় সা ও অম বা সাম। এই আদিত্যের অভ্যন্তরে হিরণ্ময়কেশ হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়, যিনি নখাগ্র হইতে কেশ পর্য্যন্ত সুবর্ণময় বা জ্যোতির্ম্ময়। আচার্য্য শংকর বলেন, যাঁহারা চক্ষুকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত ও চিত্তকে ইষ্টদেবের ধ্যানে সমাহিত করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনসম্পন্ন হইয়াছে তাঁহারা হৃদয়কমলে এই আদিত্য পুরুষকে দেখিতে পান।

মরীচি। অথবা সপ্ত মরুৎ, বায়ুগণ। তাহাদের মধ্যে আমি মরুৎ। সপ্ত মরুতের নাম আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্‌বহ, সংবহ ও পরিবহ। নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি চন্দ্র। এখানে আদিত্যসমূহের মধ্যে আমি বিষ্ণু প্রভৃতি স্থলে প্রায়শ নির্ধারণে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা ইত্যাদি স্থানে সম্বন্ধে ষষ্ঠী হইয়াছে। সেই সেই স্থানে তাহা দেখাইব। বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারসমূহেও প্রভাবের আতিশয্যমাত্র বর্ণনার্থ বিভূতিরূপে নির্দেশিত। অতঃপর অধ্যায়ার্থ স্পষ্ট হইলেও কোথাও কোথাও কিছু কিছু ব্যাখ্যা করিব। ২১

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা॥ ২২

অন্বয়—[অহং] বেদানাং সামবেদঃ অস্মি, দেবানাং বাসবঃ অস্মি, ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ চ অস্মি, ভূতানাং চেতনা অস্মি। ২২

মূলের অনুবাদ—আমি চতুর্বেদের মধ্যে সামবেদ[১], দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র। একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন[২] ও প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা। ২২

শ্রীধরী টীকা—বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ, ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা[৩], জ্ঞানশক্তিরহমস্মি। ২২

টীকার অনুবাদ—চতুর্বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। বাসব, ইন্দ্র। দেবগণের মধ্যে আমি দেবরাজ ইন্দ্র। ভূতগণের মধ্যে আমি চেতনা, জ্ঞানশক্তি। ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্॥ ২৩

অন্বয়—অহং রুদ্রাণাং [মধ্যে] শংকরঃ চ অস্মি, যক্ষরক্ষসাং [মধ্যে] বিত্তেশঃ, বসূনাং [মধ্যে] পাবকঃ চ অস্মি, শিখরিণাং [মধ্যে] মেরুঃ অস্মি। ২৩

---

১ গানমাধুর্যেণ অতিরমণীয়ঃ।—মধুসূদন সরস্বতী

২ সংকল্প বিকল্পাত্মক মন।

৩ চিদভিব্যঞ্জিকা বুদ্ধিবৃত্তি—মধুসূদন সরস্বতী

মূলের অনুবাদ—আমি একাদশ[২] রুদ্রের মধ্যে শংকর, যক্ষরাক্ষসদের মধ্যে কুবের[৩], অষ্ট বসুর[৪] মধ্যে অগ্নি ও উচ্চশৃঙ্গ পর্বতসমূহের মধ্যে সুমেরু। ২৩

শ্রীধরী টীকা—রুদ্রাণামিতি। যক্ষরক্ষসামিতি। রাক্ষসানামপি ক্রূরত্বাদিসাম্যাৎ যক্ষৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দেশঃ। তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি। পাবকোঽগ্নিঃ। শিখরিণাং শিখরবতামুচ্ছ্রিতানাং মধ্যে মেরুঃ।২৩

টীকার অনুবাদ—রাক্ষসদিগেরও ক্রূরতা প্রভৃতির সাদৃশ্যহেতু যক্ষদিগের সহিত একত্র করিয়া তাহারা নির্দেশিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আমি বিত্তেশ, কুবের। পাবক, অগ্নি। শিখরীসমূহের, শিখরবান্ গণের, উচ্চশৃঙ্গ পর্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু। ২৩

---

২ অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিণাকী, অপরাজিত,ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর।—মহাভারত

৩ ইনি যক্ষরাজ ও ধনাধিপ। ঋষি বিশ্বশ্রবার ঔরসে ইলাবিলার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বর লাভান্তে অমর ও উত্তর দিকের অধিপতি হন। ব্রহ্মা ইহাকে পুষ্পক রথও দান করেন। যক্ষগণ ও কিন্নরগণ ইঁহার অধীন। প্রথমে ইনি লংকায় বাস করিতেন। ইহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইহাকে স্থানচ্যুত করিলে পিতৃনির্দেশে কৈলাস শিখরে স্বীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। তথায় মহাদেবের সহিত তাঁহার মিত্রতা জন্মে। ইঁহার পুরীর নাম অলকাপুরী ও পুত্রের নাম নলকুবের। রাবণের সহিত কুবেরের ভীষণ সংগ্রাম হয়। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার পুষ্পক রথ হরণ করেন। একদা কুবেরের অনুচর মানীমান মহর্ষি অগস্ত্যের গাত্রে নিষ্ঠীবন্ ত্যাগ করায় তাঁহার শাপে ভীমের হস্তে কুবেরের অনুচরবর্গ পরাজিত হয়। কথিত আছে, কুবেরের আটটি দাঁত ও তিনটি পা। কু (কুৎসিৎ) হইয়াছে বের (শরীর) যাহার সে কুবের।

৪ আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস।—বহ্নিপুরাণ

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪

অন্বয়—পার্থ, মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি। অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ, সরসাং [মধ্যে] সাগরঃ অস্মি। ২৪

মূলের অনুবাদ—হে পৃথাসুত, আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে দেব পুরোহিত[১] বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে। আমি সেনাপতিগণের মধ্যে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়। স্থির জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সমুদ্র। ২৪

শ্রীধরী টীকা—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরোহিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি। সেনানীনাং সেনাপতীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি। সরসাং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি। ২৪

টীকার অনুবাদ—পুরোহিতগণের মধ্যে দেবপুরোহিতরূপে বৃহস্পতিই মুখ্য। আমাকে সেই দেবপুরোহিত বৃহস্পতি[২] বলিয়া জানিবে। সেনানীগণের, সেনাপতিসমূহের মধ্যে আমি দেবসেনাপতি স্কন্দ, কার্তিকেয়। সমস্ত স্থির জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র। ২৪

---

১ রাজপুরোহিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।—শংকরাচার্য্য

২ সপ্ত প্রজাপতির মধ্যে তৃতীয় প্রজাপতি অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পুত্র কচ ও ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামা। বৃহস্পতির পত্নী তারা। চন্দ্র তারাকে হরণ করিলে বৃহস্পতি অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের বিরুদ্ধে সমরের আয়োজন করেন। এদিকে চন্দ্রও দৈত্যগণের সাহায্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে আনিয়া বৃহস্পতিকে অর্পণ করেন ও আসন্ন সমর বন্ধ হয়। ইনি তারাকে নিষ্কলংক জানিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন। ইনি দেবগণের গুরু ও মন্ত্রী। ইহার মন্ত্রণায় দেবগণ অনেক সময় শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পান। ইঁহার পরামর্শ-বলে শচীদেবী একদা রাজা নহুষের কবল হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন। মহাভারতে নহুষের ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তি উল্লিখিত।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।

যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫

অন্বয়—অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ, গিরাম্ একম্ অক্ষরম্ অস্মি। যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ [তথা] স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি। ২৫

মূলের অনুবাদ—আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু,[১] পদাত্মক বাক্যসমূহের মধ্যে আমি একাক্ষর ওঁকার[২]। শ্রৌত ও

৩ ভৃগু ব্রহ্মার বক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য্য ও চ্যবন ঋষি। চ্যবনের পুত্র ঊর্ব। তৎপুত্র ঋচিক, ঋচিকের পুত্র জমদগ্নি ও জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। তেজস্বী ভৃগুমুনির পদচিহ্ন ভগবান বক্ষে ধারণ করেন। দক্ষসুতা খ্যাতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ইহার কন্যা এবং ধাতা ও বিধাতা ইহার পুত্র। ইনি ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তক ও প্রথিত ভৃগুবংশের আদি পুরুষ। ক্ষত্রিয় রাজা বীতহব্য শত্রুভয়ে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইনি তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব দিয়া শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করেন। ভৃগু মুনি সপ্তর্ষির অন্যতম। প্রাত্যহিক তর্পণ সময়ে ভৃগুর উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়। বিষ্ণুর বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রচলিত। একদা মুনিঋষিগণের অনুরোধে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা নির্ণয়ার্থ ভৃগু প্রেরিত হন। ভৃগু ব্রহ্মা ও শিবের নিকট যাইয়া অল্পমাত্র অসম্মান দেখাইতেই তিরস্কৃত ও বিতাড়িত হন। ভৃগু বিষ্ণুর নিকট যাইয়া দেখেন, তিনি নিদ্রিত আছেন। ভৃগু নিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর বক্ষদেশে পদাঘাত করায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। জাগরিত হইয়া বিষ্ণু ক্রোধ করা ত দূরের কথা; বরং অতিশয় সংকুচিত হইয়া ভৃগুপদে ব্যথা লাগিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া মুনিবরের পদসেবায় প্রবৃত্ত হন। তখন ভৃগু নিশ্চিত করেন যে, বিষ্ণুই দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণের উপাস্য।

১ হৃদয়পদ্ম হইতে অনাহত ওঁকার ধ্বনি সর্বদা উঠিতেছে। বহির্জগৎ হইতে মন গুটাইয়া আনিয়া অন্তর্মুখ করিলেই উল্লিখিত শব্দব্রহ্ম শোনা যায়। শাস্ত্রে আছে।

অনাহতস্য যচ্ছব্দং তস্য শব্দস্য যৎপরম্।

তৎপরং চিন্তয়েৎ যস্তু স যোগী ছিন্নসংশয়ঃ ॥

অনাহত ধ্বনিতে সর্ব বাহ্য শব্দ লয় পায়। উক্ত লয়ের পরেই নিঃশব্দ

স্মার্তযজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপরূপ যজ্ঞ[১] ও স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয়[২]। ২৫

শ্রীধরী টীকা—মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌতস্মার্তানাং মধ্যে জপরূপে যজ্ঞোঽহমস্মি। ২৫

টীকার অনুবাদ—পদাত্মক বাক্যসমূহের মধ্যে আমি ওঁকারাখ্য একাক্ষর পদ। শ্রৌত (বৈদিক) ও স্মার্ত (মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত) যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ আমি। ২৫

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ। ২৬

অন্বয়—[অহং] সর্ববৃক্ষাণাম্ অশ্বত্থঃ, দেবর্ষীণাং চ [মধ্যে] নারদঃ, গন্ধর্বাণাং [মধ্যে] চিত্ররথঃ, সিদ্ধানাং [মধ্যে] কপিলঃ মুনিঃ চ [অস্মি]। ২৬

মূলের অনুবাদ—আমি বৃক্ষসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ[৩], দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ[৪]

অবস্থায় অনাহত ব্রহ্মনাদ শ্রুত হয়। ঐ শব্দ শুনিলে যোগীর সর্বসংশয় সংছিন্ন হয়। আনন্দগিরি বলেন, একমিত্যোঙ্কারস্তু ব্রহ্মপ্রতীকত্বেন তদভিধানত্বেন চ প্রধানত্বমুচ্যতে।

১ পাতঞ্জল যোগসূত্র অনুসারে মন্ত্রার্থ ভাবনাই জপ। মন্ত্রোক্ত দেবতার নাম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই জপ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।৬৫) বলেন, মন্ত্রস্য সুলঘু উচ্চারো জপঃ।

২ স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে হিমালয়স্থিত পুণ্য তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। মহাকবি কালিদাস বিরচিত মহাকাব্য কুমার সম্ভবের প্রথম শ্লোকে আছে—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ড॥

৩ কথিত আছে, পার্বতীর অভিশাপে বিষ্ণু অশ্বত্থরূপ প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুবুদ্ধিতে এই অশ্বত্থ পূজ্য হন। বিষ্ণু বুদ্ধিতে এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলে আয়ুবৃদ্ধি ও পাপক্ষয় হয়।

৪ ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও পরম ভাগবত। ইনি কামচর সর্বত্রগ ঢেঁকিবাহন দেবর্ষি হরপার্বতীর বিবাহের সংঘটক ও ধ্রুবকে হরিমন্ত্রে দীক্ষা

গন্ধর্বগণের মধ্যে চিত্ররথ[১] ও নিত্যসিদ্ধ মুনিগণের মধ্যে কপিল[২]। ২৬

শ্রীধরী টীকা—অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো মন্ত্রদর্শনেন য ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি। সিদ্ধানামুৎপত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি। ২৬

টীকার অনুবাদ—দেবতা হইয়াও যাঁহারা মন্ত্রদর্শন দ্বারা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমি নারদ। জন্মাবধি যাঁহাদের পরমার্থতত্ত্ব অধিগত হইয়াছে, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। সেই সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল নামক মুনি। ২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭

অন্বয়—অশ্বানাং [মধ্যে] অমৃতোদ্ভবম্ উচ্চৈঃশ্রবসং, গজেন্দ্রাণাম্ ঐরাবতং, নরাণাং নরাধিপং চ মাং বিদ্ধি। ২৭

দাতা। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণরাজপুরে অবরুদ্ধ হইলে তিনি দ্বারকায় সংবাদ দিয়া দৈত্য ধ্বংসের সহায়তা করেন। বাদ্যযন্ত্র বীণা ইহার সৃষ্টি। নারদ সংহিতা নামক সঙ্গীত শাস্ত্র ইনি প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত নারদীয় পুরাণ আঠার পুরাণের অন্যতম। নারদ প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ও ভক্তিসূত্র প্রসিদ্ধ। অন্য এক নারদের উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রসঙ্গে সনৎকুমার-নারদ সংবাদে পাওয়া যায়। নারদশব্দের ব্যুৎপত্তি নিম্নোক্ত শ্লোকে ব্যাখ্যাত—

নাকারঃ সৃষ্টিকর্তা চ দকারঃ পালকঃ সদা।
রেফঃ সংহারকঃ চৈব নারদঃ পরিকীর্তিতঃ॥

১ ইনি গন্ধর্বরাজ, কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অঙ্গারপর্ণ নামেও অভিহিত। সময়ে সময়ে ইনি সারথ্য করিতেন বলিয়া চিত্ররথ নাম প্রাপ্ত হন। একদা ইনি মর্ত্যে গঙ্গাতীরে জলবিহার করিতেছিলেন। এমন সময়ে পাণ্ডবগণ 'একচক্রা' নগরী হইতে পাঞ্চালে গমন কালে তথায় উপস্থিত হন। চিত্ররথ তাঁহাদের প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ধনুর্বাণ হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়া বন্দী হন।

মূলের অনুবাদ—অশ্বগণের মধ্যে আমি অমৃতার্থ সমুদ্রমন্থন[৩] কালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা[৪], হস্তীসমূহের মধ্যে ক্ষীরোদসাগর হইতে সম্ভূত ঐরাবত[৫] এবং মনুষ্যগণের মধ্যে আমি রাজা। ২৭

অনন্তর দয়াশীল যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহে তিনি মুক্তিলাভ করেন। তৎফলে চিত্ররথ অর্জুনের সহিত মৈত্রী স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে চক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করেন।

২ ইনি সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা। ইহার পিতার নাম কর্দম ও মাতার নাম দেবহূতি। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫।২) আছে, ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি। যিনি সৃষ্টির পূর্বে সম্ভূত ঋষি কপিলকে জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করেন। সাংখ্যকার কপিল ব্যতীত অন্য কপিলের উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়। ভাগবতে আছে, কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার। তাঁহার জন্মকালে আকাশে বর্ষণশীল মেঘ হইতে বাদ্য বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্বগণ নৃত্য আরম্ভ করিল ও অপ্সরাগণ আনন্দে গান করিতে লাগিল, আকাশ হইতে পক্ষিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিল এবং দিক্, জল ও সর্বপ্রাণীর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্বয়ং ব্রহ্মা কর্দমাশ্রমে আগমন করিলেন ও কর্দমকে বলিলেন, "হে মুনে, তোমার এই পুত্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর ও সিদ্ধগণের অধিপতি। ইনি সাংখ্যাচার্য্য নামে পূজিত হইয়া কপিল নাম পাইবেন। সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়নার্থ ইনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।" কপিল স্বীয় পিতা কর্দম ও মাতা দেবহূতিকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছেন। দেবহূতি নারী হইলেও পুত্রমুখে তত্ত্বকথা শুনিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করেন। প্রবাদ আছে, কপিল মুনির শাপে সগর বংশ ধ্বংস হয়। গঙ্গাসাগর সঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রম অবস্থিত। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় তথায় বৃহৎ মেলা বসে ও সঙ্গম তীর্থে স্নানার্থ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে তীর্থযাত্রীরা দলে দলে আসে।

৩ দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করেন। এইজন্য নারায়ণ ব্রহ্মাকে সমুদ্রমন্থনের আদেশ দেন ও বলেন, সমুদ্রমন্থনে অমৃতও উঠিবে। দেবগণ ও অসুরগণ সমুদ্রমধ্যস্থ বৃহদাকার কূর্মপৃষ্ঠে মন্দর পর্বত রাখিয়া বাসুকীনাগের রজ্জু দিয়া ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করেন। উক্তরূপ মন্থন ফলে ক্ষীরসমুদ্র হইতে চন্দ্র, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, পারিজাত পুষ্প এবং অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সহ ধন্বন্তরী, কৌস্তভমণি ও লক্ষ্মী উঠিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার মন্থনে মহাবিষ উঠিয়াছিল। সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ হইয়াছেন।

শ্রীধরী টীকা—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থং ক্ষীরোব্ধিমথনাদুদ্ভূতমুচ্চৈঃশ্রবসং নামাশ্বাং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি। অমৃতোদ্ভবমিত্যেতদৈরাবতেঽপি সম্বধ্যতে। নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি। ২৭

টীকার অনুবাদ—অমৃতলাভার্থ ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনকালে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামা অশ্বকে আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। অমৃতোদ্ভব পদটি ঐরাবতের সহিতও সম্বন্ধ হইবে। মনুষ্যগণের মধ্যে নরপতিকে, রাজাকে আমার বিভূতি বলিয়া জানিবে। ২৭

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ॥ ২৮

অন্বয়—আয়ুধানাং [মধ্যে] অহং বজ্রং, ধেনুনাং কামধুক্ অস্মি, অহং প্রজনঃ কন্দর্পঃ চ অস্মি, সর্পাণাং বাসুকিঃ অস্মি। ২৮

মূলের অনুবাদ—আমি আয়ুধসমূহের মধ্যে বজ্র ও ধেনুগণের মধ্যে কামধেনু[৬]। আমি সন্তানোৎপত্তিহেতু কন্দর্প[৭] ও সবিষ সর্পসমূহের রাজা বাসুকি। ২৮

---

৪ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বরত্ন নামে অভিহিত ও শুম্ভাসুর কর্তৃক অপহৃত দেখা যায়।

৫ শুক্লবর্ণ চতুর্দন্ত বিশিষ্ট ইন্দ্রহস্তী। ইনি পূর্বদিগ্‌গজ। ইহার অন্য নাম অভ্রমাতঙ্গ, ঐরাবণ, অভ্রমুবল্লভ, শ্বেতহস্তী, মল্লনাগ, ইন্দ্রকুঞ্জর, হস্তিমল্ল, সদাদান, সুদামা, শ্বেতকুঞ্জর গজাগ্রণী ও নাগমল্ল। বিষ্ণুপুরাণে (১।৯।২৫) আছে—

ইত্যুক্তা প্রযযৌ বিপ্রো দেবরাজোঽপি তং পুনঃ।
আরহ্যৈরাবতং ব্রহ্মন্ প্রযয়াবমরাবতীম্॥

৬ বশিষ্ঠদেবের সম্পত্তি। যখন যাহা প্রার্থনা করা হইত, কামধেনু তাহাই পূরণ করিতেন। কামধেনু সূক্ষ্মদেহে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট বিরাজ করেন এবং সর্বদা তাঁহার আকাংক্ষা পূরণে প্রস্তুত থাকেন। স্থূলদেহে কামধেনু বার মাস দুধ দিয়া থাকে। দেওঘরে ও দিনাজপুরে স্বচক্ষে কামধেনু দেখিয়াছি। কামধেনু স্বর্গধেনু সুরভির দৌহিত্রী। কালিকা পুরাণে ইহার উৎপত্তি-কাহিনী এইরূপে লিখিত আছে। গোসমূহের আদি প্রসূতি সুরভি দক্ষকন্যা ছিলেন। তাঁহার

শ্রীধরী টীকা—আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রম্। কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্। প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি। ন কেবল সম্ভোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিঃ অশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং সবিষাণাং রাজা বাসুকিরস্মি। ২৮

টীকার অনুবাদ—আয়ুধসমূহের, অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি দধীচির অস্থি-সম্ভূত ইন্দ্রাস্ত্র বজ্র। কামনাসমূহ দোহন করে যে সে কামধুক্, কামধেনু। প্রজন, প্রজাদিগের (প্রাণিগণের) জন্মকারণ কন্দর্প, কাম আমি। কেবল সম্ভোগপ্রধান

গর্ভে প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে রোহিণীর জন্ম হয়। এই রোহিণীই তপোনিধি শূরসেন নামক বসুর ঔরসে সর্বলক্ষণসম্পন্না কামধেনু প্রসব করেন। কামধেনু শ্বেতবর্ণ ও চতুর্বেদ তাঁহার চতুষ্পদ। তাঁহার চারি স্তন হইতে চতুর্বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রসূত হয়। শিববাহন বৃষভ কামধেনুর গর্ভে উৎপন্ন। কামধেনুর অন্য নাম শবলা। ইহার জন্যই বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হয়। উক্ত বিরোধের ফলেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভে উদ্যোগী হন। রামায়ণের আদিকাণ্ডে একান্ন অধ্যায়ে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধ কাহিনী উল্লিখিত।

৭ ইনি কামদেব ও শিবশাপে ভস্মীভূত হইয়া অনঙ্গ হন। কথিত আছে, জন্মমাত্রেই 'কাহাকে মত্ততা দ্বারা দর্পযুক্ত করিব' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কন্দর্প নাম প্রদান করেন। উক্ত মর্মে কথাসরিৎসাগরে আছে—

কংদর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাত্রো জগাদ স।
তেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুর্ভুজঃ॥

শিবপুরাণে এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব যোগমগ্ন হইলেন। এদিকে সতীও হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তারকাসুরের অত্যাচারে দেবগণ অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একমাত্র শিবতেজোজাত কার্তিকেয় ব্যতীত তাহার দমন অসম্ভব বলিয়া দেবগণ মহাদেবের যোগভঙ্গার্থ রতি ও বসন্ত সহ কন্দর্পকে প্রেরণ করেন। দেবাদেশ অনুসারে কন্দর্প মহাদেবের শরীরে কামবাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার ললাট হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পকে বিদগ্ধ করিল। অনঙ্গ কন্দর্প তখন হইতে মনোবাসী হইল।

কাম আমার বিভূতি নহে; উহা অশাস্ত্রীয় বলিয়া। বিষযুক্ত সর্পগণের রাজা বাসুকি[১] আমি। ২৮

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥ ২৯

অন্বয়—নাগানাম্ অনন্তঃ অস্মি [তথা] যাদসাং, বরুণঃ [অস্মি], পিতৃণাম্ অর্য্যমা চ অস্মি, সংযমতাং [মধ্যে] যমঃ [অস্মি]। ২৯

মূলের অনুবাদ—আমি নির্বিষ নাগগণের রাজা শেষ নাগ, জলদেবগণের রাজা বরুণ, পিতৃগণের রাজা অর্য্যমা ও নিয়ামকগণের মধ্যে যম। ২৯

শ্রীধরী টীকা—অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি। যাদসাং জলচরাণাং রাজা বরুণোঽস্মি। পিতৃণাং রাজা অর্য্যমাস্মি, সংযমতাং নিয়মনং কুর্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি। ২৯

টীকার অনুবাদ—বিষহীন সর্পগণের রাজা অনন্ত[২], শেষ নাগ আমি এবং জলচরগণের রাজা বরুণ আমি। পিতৃগণের রাজা অর্য্যমা আমি। সংযমনকারীগণের, নিয়মনকারীগণের মধ্যে আমি যমরাজ। ২৯

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহম্ বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্॥ ৩০

অন্বয়—দৈত্যানাং [মধ্যে] প্রহ্লাদঃ চ অস্মি, কলয়তাং [মধ্যে] অহং কালঃ, মৃগাণাং, [মধ্যে] অহং মৃগেন্দ্রঃ, পক্ষিণাং [মধ্যে] বৈনতেয়ঃ চ [অহম্]। ৩০

---

১ বসুকের অপত্য ও অহিপতি। ইনি বাসুকেয় নামেও পরিচিত ও অষ্ট নাগের মধ্যে দ্বিতীয় নাগ। মনসাপূজার সময় অষ্ট নাগের পূজা করিতে হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে অষ্ট নাগের নামাবলী উল্লিখিত—

অনন্তো বাসুকি পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো অষ্টনাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

মনসা দেবীর প্রণাম মন্ত্রে আছে, বাসুকি মনসার ভগিনী। উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইল—

আস্তীকস্য মুনের্মাতাভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরুৎকারুমুনেঃ পত্নী নাগমাতর্নমোঽস্তুতে॥

মূলের অনুবাদ—আমি দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ[৩], বশকারীগণের মধ্যে কাল, পশুগণের রাজা সিংহ ও পক্ষিরাজ গরুড়। ৩০

শ্রীধরী টীকা—প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহম্। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ। পক্ষিণাং মধ্যে গরুড়োঽস্মি। ৩০

টীকার অনুবাদ—গ্রাসকারীগণের, বশকারীগণের অথবা গণনাকারীগণের মধ্যে আমি কাল। মৃগেন্দ্র, সিংহ। পক্ষীদিগের মধ্যে আমি বিনতানন্দন গরুড়। ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১

অন্বয়—অহং পবতাং (মধ্যে) পবনঃ, (তথা) শস্ত্রভৃতাং (মধ্যে) রামঃ অস্মি, ঝষাণাং (মধ্যে) মকরঃ চ অস্মি, স্রোতসাং জাহ্নবী অস্মি। ৩১

মূলের অনুবাদ—আমি পাবয়িতা বা বেগবান্‌গণের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে দাশরথি বা পরশুরাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর (তিমিঙ্গিল) ও স্রোতস্বতী সমূহের মধ্যে ভাগীরথী। ৩১

---

২ ইনি সর্পরাজ ও ইঁহার অন্য নাম শেষ। কদ্রুর গর্ভে কশ্যপের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। ইনি তুষ্টির সহিত বিবাহিত হন। ভ্রাতৃগণের অসদাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ইনি তপস্যার্থ গমন করেন ও দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার প্রসন্নতা লাভে ধন্য হন। ব্রহ্মার আদেশে অনন্তরাজ পাতালে যাইয়া স্বীয় মস্তকোপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন।

৩ দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার উপাখ্যান পাওয়া যায়। ভক্তিবলে তিনি ভগবান বিষ্ণুকে সর্বভূতে দর্শন করেন। কশ্যপ দিতিকে বিবাহ করেন। ইহাদের পুত্র দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও বিরোচনের পুত্র বলী। এই বংশে প্রহ্লাদ ও বলী জীবন্মুক্ত ছিলেন। এই কশ্যপ অদিতিকেও বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্ররূপে দেবগণ ভূমিষ্ঠ হন। দেবগণ ও দৈত্যগণ পরস্পর ভ্রাতা। এই কশ্যপ বিনতাকেও বিবাহ করেন। ইঁহাদের পুত্র অরুণ ও গরুড়। গরুড় বিষ্ণুবাহন।

শ্রীধরী টীকা—পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৄণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরস্মি। শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং রামো দাশরথিঃ। যদ্বা পরশুরামঃ। ঝষাণাং মৎস্যানাং মকরো মৎস্যবিশেষস্তিমিঙ্গিলঃ। স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী। ৩১

টীকার অনুবাদ—পবং শব্দের অর্থ পাবয়িতা বা পবিত্রকারী। পবিত্রকারীগণের অথবা বেগবানগণের মধ্যে আমি বায়ু। শস্ত্রধারী বীরগণের মধ্যে আমি দশরথপুত্র রাম, অথবা জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। ঝষগণের, মৎস্যগণের মধ্যে মৎস্যবিশেষ তিমিঙ্গিল আমি। স্রোতস্বতীসমূহের, প্রবাহোদকসমূহের মধ্যে আমি ভগীরথের কন্যাস্থানীয় ভাগীরথী। ৩১

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২

অন্বয়—অর্জুন, সর্গানাম্ আদিঃ, অন্তঃ, মধ্যং চ অহম্ এব, বিদ্যানাং [মধ্যে] অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রবদতাং চ অহং বাদঃ [অস্মি]। ৩২

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, আমি সৃষ্ট বস্তুসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে আত্মবিদ্যা[১] বা পরাবিদ্যা ও বাদিত্রয়ের মধ্যে বাদ। ৩২

শ্রীধরী টীকা—সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহম্। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চেত্যত্র সৃষ্টাদিকর্তৃত্বং পরমৈশ্বর্য্যযুক্তম্।* অত্র তূৎপত্তিস্থিতিলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা

* শংকরানন্দ সরস্বতী তৎকৃত গীতাটীকায় এই শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।—
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণীং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞা যাতি ভগবানেক এব জনার্দনঃ ॥
একমাত্র জনার্দন ভগবান, জগতের সৃষ্টি ও লয়কারী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবরূপ নাম প্রাপ্ত হন। উক্ত বাক্য অনুসারে সর্গ শব্দের অর্থ প্রাণী। প্রাণীদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও সংহারকর্তা শিব ও স্থিতিকর্তা বিষ্ণু একমাত্র ভগবানই।

১ পরমনিঃশ্রেয়সসাধনভূতা অধ্যাত্মবিদ্যা—আচার্য্য রামানুজ। মোক্ষহেতু আত্মতত্ত্ববিদ্যা যে পরাবিদ্যা দ্বারা অক্ষর পুরুষ অধিগত হন।—মধুসূদন সরস্বতী

আত্মবিদ্যা। প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিন্যো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহম্। যত্র দ্বাভ্যামপি প্রমাণতস্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে, পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি ন তু স্বপক্ষং সাধয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা। তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তি-পরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরন্যয়োর্বা তত্ত্বনির্ণয়ফলশ্চ; অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বান্মদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। ৩২

টীকার অনুবাদ—যে সকল সৃষ্ট হয় সেইগুলি সর্গ, আকাশ প্রভৃতি। তাহাদের আদি, অন্ত ও মধ্য আমি। (এই অধ্যায়ের দশম শ্লোকে) সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বরূপ পারমৈশ্বর্য্য কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, কিন্তু সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ও আমার বিভূতিরূপে ধ্যেয়। ইহাই বিশেষ অধ্যাত্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। প্রবদৎ শব্দের অর্থ বাদী। এই বাদি-গণের সম্বন্ধে বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা নামক ত্রিবিধ কথা প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে আমি বাদ, যাহাতে উভয়বাদী প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা, স্বপক্ষ স্থাপন করে এবং যাহা পরপক্ষকে ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা দূষিত করে তাহা জল্প কথা। যাহাতে এক ব্যক্তি স্বপক্ষ স্থাপন করে এবং অন্য পক্ষ ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান দ্বারা সেই পক্ষের দোষ দেখায়, কিন্তু স্বপক্ষ স্থাপন করে না তাহার নাম বিতণ্ডা। ইহার ফল জল্প ও বিতণ্ডা দ্বারা বিজয়েচ্ছু বাদিদ্বয়ের শক্তির পরীক্ষা মাত্র। আর বাদ কথার ফল অনাসক্ত শিষ্য ও গুরুর অথবা অন্য দুই ব্যক্তির মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়। ইহার ভাবার্থ, এই বাদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা আমার বিভূতি। ৩২

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাঽহং বিশ্বতোমুখঃ॥ ৩৩

অন্বয়—[অহম্] অক্ষরাণাম্ অকারঃ অস্মি, সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ [অস্মি], অহম্ এব অক্ষয়ঃ কালঃ, অহং [চ] বিশ্বতোমুখঃ ধাতা। ৩৩

মূলের অনুবাদ—আমি বর্ণসমূহের মধ্যে অকার, সমাসসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অক্ষয় প্রবাহরূপ মহাকাল ও সর্বকর্মের ফলবিধাতা। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি, তস্য সর্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ, অকারো বৈ সর্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি ইতি। সামাসিকস্য সমাস-সমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি, উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমেব। কালঃ কলয়তামহমিত্যত্রায়ুর্গণনাত্মক-সংবৎসরশতাদ্যায়ুস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যতে ইতি বিশেষঃ। কর্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা। সর্বকর্মফলবিধাতাহমিত্যর্থঃ। ৩৩

টীকার অনুবাদ—অক্ষরসমূহের, বর্ণসমূহের মধ্যে আমি অকার। অকার সর্ববাঙ্ময় বলিয়া শ্রেষ্ঠ বর্ণ। উক্ত মর্মে এই শ্রুতিবাক্য আছে, অকারই সর্ববাক্যস্বরূপ। উহা স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণরূপে প্রকাশমান হইয়া বহু বর্ণরূপ ধারণ করে। সামাসিক, সমাসসমূহ মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব, যথা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বাক্যে উভয় পদের প্রাধান্য হেতু শ্রেষ্ঠ সমাস দ্বন্দ্ব হইয়াছে। আমিই অক্ষয় প্রবাহরূপ কাল। (এই অধ্যায়ে ত্রিশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে) আমি গ্রাসকারীগণের মধ্যে কাল। উক্ত কাল আয়ুর্গণনাত্মক শতবর্ষাদি আয়ুস্বরূপ। উহা আয়ু ক্ষীণ হইলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এখানে প্রবাহরূপ অক্ষয় কাল কথিত—ইহাই পার্থক্য। কর্মফল বিধাতৃগণের মধ্যে আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা। ইহার অর্থ, আমি সর্বকর্মের ফলদাতা। ৩৩

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ ৩৪

অন্বয়—অহং সর্বহরঃ মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাম্ উদ্ভবঃ, নারীণাং কীর্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্, স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ, ক্ষমা চ। ৩৪

মূলের অনুবাদ—আমি সংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু ও প্রাণিদিগের অভ্যুদয়। আমি নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্য, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ৩৪

শ্রীধরী টীকা—মৃত্যুরিতি। সংহারকারিণাং মধ্যে সর্বহরো মৃত্যুরহম্। ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহম্। নারীণাং স্ত্রীণাং

মধ্যে কীর্ত্যাদ্যাঃ সপ্তদেবতারূপা স্ত্রিয়োঽহম্। যাসামাভাসমাত্রযোগেণ প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তি তাঃ কীর্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ। ৩৪

টীকার অনুবাদ—সংহারকগণের মধ্যে সর্বগ্রাসী মৃত্যু আমি। প্রাণিগণের ভবিষ্যৎ বা ভাবী কল্যাণসমূহের মধ্যে উদ্ভব, অভ্যুদয় আমি। নারীগণের মধ্যে কীর্তি প্রভৃতি সপ্ত দেবতারূপা[২] নারী আমি। যাহাদের আভাসমাত্র সম্বন্ধ দ্বারাই প্রাণিগণ শ্লাঘা, প্রশংসনীয় হয়, সেই কীর্তি প্রভৃতি সপ্ত নারী আমারই বিভূতি। ৩৪

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ॥ ৩৫

অন্বয়—অহং সাম্নাং বৃহৎ সাম, তথা ছন্দসাম্ অহং গায়ত্রী, মাসানাং (মধ্যে) মার্গশীর্ষঃ*, ঋতূনাং কুসুমাকরঃ চ অহং (অস্মি) ৩৫

---

১ শাস্ত্রে আছে—

বাহ্যে বাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাতিকে ক্বচিৎ।
ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্তিতা॥

বাহ্য দুঃখে বা আধ্যাত্মিক উপদ্রবে যিনি কদাপি কুপিত হন না বা কাহাকেও বধ করেন না, সেই ভাবই ক্ষমা নামে কথিত।

২ এই সপ্তদেবী ধর্মপত্নীরূপে অভিহিত। ধর্মজ্ঞ পুরুষের জীবনে এই সপ্ত বিভূতি বা শক্তি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকটিত হয়। কীর্তিঃ ধার্মিকত্বনিমিত্তা প্রশস্তত্বেন নানাদিগ্‌দেশীয় লোকজ্ঞানবিষয়তারূপা খ্যাতিঃ। শ্রীঃ ধর্মার্থকামসম্পৎ শরীরশোভা বা কান্তির্বা। বাক্ সরস্বতী সর্বস্যার্থস্য প্রকাশিকা সংস্কৃতবাণী চকারাৎ মূর্ত্যাদয়োঽপি ধর্মপত্ন্যো গৃহ্যন্তে। স্মৃতিঃ চিরানুভূতার্থ স্মরণশক্তিঃ মেধা অনেকগ্রন্থার্থধারণাশক্তিঃ। ধৃতিঃ অবসাদেঽপি শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতোত্তম্ভন-শক্তিঃ। উচ্ছৃংখল প্রবৃত্তিকারণেন চাপল্যপ্রাপ্তৌ তন্নিবর্তনশক্তির্বা। ক্ষমা হর্ষবিষাদয়োরবিকৃতচিত্ততা।—মধুসূদন সরস্বতী।

* মৃগশীর্ষ নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী অস্মিন্ ইতি পক্ষশস্যাঢ্যা মার্গশীর্ষো মাসঃ—আনন্দগিরি

মূলের অনুবাদ—আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম[৩], ছন্দোযুক্তমন্ত্র সমূহের মধ্যে গায়ত্রী[৪], দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ ও ষড় ঋতুর মধ্যে বসন্ত। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—বৃহৎসামেতি। "ত্বামিদ্ধি হবামহ" ইত্যস্যাম্ ঋচি গীয়মানং বৃহৎসাম তেন চেন্দ্রঃ সর্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহং দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমাহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো বসন্তঃ। ৩৫

টীকার অনুবাদ—'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইত্যাদি ঋকমন্ত্রে গীয়মান বৃহৎসাম আমি। উক্ত মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রদেব সর্বেশ্বররূপে স্তুত হন। এই হেতু বৃহৎসামের শ্রেষ্ঠতা প্রসিদ্ধ। ছন্দোযুক্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র। গায়ত্রী

---

৩ ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র সর্বেশ্বররূপে প্রশংসিত। ইন্দ্র ব্রহ্মের নাম। মোক্ষ প্রতিপাদক বলিয়া বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ।

৪ বৈদিক গায়ত্রী যথা—ওঁ ভূ ভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ইহার অর্থ, ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক প্রভৃতি সপ্ত ঊর্ধ্ব লোকের প্রসবিতা বা প্রজননীর পূজ্য জ্যোতিঃকে আমি হৃদয় কমলে ধ্যান করি। এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ সমুদিত হইয়াছে। নানা শাস্ত্রে গায়ত্রীর প্রশস্তি পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "তদাহুর্গায়ত্রাণি বৈ সর্বাণি সবনানি গায়ত্রী হেবৈতদুপস্জায়ন্তৈতৎ।" ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, "গায়ত্রী বা ইদং সর্বং ভূতম্।" প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংসময়ে গায়ত্রী দেবী যথাক্রমে কুমারী, যুবতী ও বৃদ্ধা রূপ ধারণ করেন। গায়ত্রীর আবাহন মন্ত্র—

আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনিঃ নমোঽস্তু তে॥

হে বরদাত্রি, বর্ণত্রয়যুক্তে, ব্রহ্মবাদিনী মহাদেবী, আপনি আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন। হে সর্বছন্দের জননী ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রী, তোমাকে প্রণাম করি। ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলে গায়ত্রী দেবীর দর্শন পাওয়া যায়। গায়ত্রী দর্শন হইলে বৈদিক সংন্যাসে অধিকার জন্মে। সন্ন্যাসমন্ত্র বা ব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রীমন্ত্রের পরিপূরক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয় ও ওঁকার সমাধিতে লয় হয়।"

মন্ত্র দ্বিজত্ব প্রাপক ও সোমাহরণকারক বলিয়া শ্রেষ্ঠ। ঋতুসমূহের মধ্যে আমি কুসুমাকর ঋতুরাজ বসন্ত।[১] ৩৫

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজঃ তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥ ৩৬

অন্বয়—[অহং] ছলয়তাং দ্যূতং, [তথা] তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি, [অহং জেতৃণাং] জয়ঃ অস্মি, [ব্যবসায়িনাং] ব্যবসায়ঃ অস্মি, সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্ [অস্মি]। ৩৬

মূলের অনুবাদ—আমি প্রবঞ্চকগণের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া, প্রভাবশালীগণের প্রভাব, বিজয়িগণের জয়, উদ্যমবানগণের উদ্যম ও সাত্ত্বিকগণের সত্ত্বগুণ। ৩৬

শ্রীধরী টীকা—দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি। তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোঽস্মি। জেতৃণাং জয়োঽস্মি। ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি। সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্। ৩৬

টীকার অনুবাদ—ছলয়ৎ শব্দের অর্থ বঞ্চনাকারী। পরস্পর বঞ্চনাকারীগণের সম্বন্ধে আমি দ্যূতক্রীড়া (পাশা খেলা)। তেজস্বীগণের, প্রভাবশালীগণের মধ্যে তেজ, প্রভাব আমি। জেতৃগণের মধ্যে আমি জয়। ব্যবসায়িগণের, উদ্যমবান্‌গণের মধ্যে আমি ব্যবসায়, উদ্যম। সত্ত্ববানগণের, সাত্ত্বিকগণের মধ্যে আমি সত্ত্বগুণ। ৩৬

বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭

অন্বয়—অহং বৃষ্ণীণাং বাসুদেবঃ, পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাম্ অপি ব্যাসঃ কবীনাম্ উশনাঃ [নাম] কবিঃ [অস্মি]। ৩৭

মূলের অনুবাদ—আমি বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ,

১ কুসুমাকর বসন্তকাল রমণীয় ঋতুরাজ। নানা শাস্ত্রে বসন্তের প্রশংসা পাওয়া যায়। যথা—বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত, বসন্তে ব্রাহ্মণোঽগ্নীনাদধীত, বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত, তবৈ বসন্তে এবাভ্যারভেত, বসন্তো বৈ ব্রাহ্মণস্য তু, বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তঃ ইত্যাদি।

পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ধনঞ্জয়[১] বেদজ্ঞ মুনিগণের মধ্যে বেদব্যাস ও কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য[২]। ৩৭

শ্রীধরী টীকা—বৃষ্ণীনামিতি; বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি। ধনঞ্জয়স্ত্বমেব মদ্বিভূতিঃ। মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽস্মি। কবীনাং কাব্যদর্শিনাং* মধ্যে উশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ। ৩৭

টীকার অনুবাদ—বৃষ্ণিবংশীয়গণের মধ্যে আমি বসুদেবপুত্র শ্রীকৃষ্ণ, যে আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি। হে ধনঞ্জয়, পাণ্ডবগণের মধ্যে তুমিই আমার বিভূতি। মুনিগণের, বেদার্থমননশীলগণের মধ্যে আমি বেদব্যাস। কবিগণের, কাব্যদর্শীগণের মধ্যে আমি উশনা নামক কবি শুক্রাচার্য্য। ৩৭

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥ ৩৮

অন্বয়—অহং দময়তাং দণ্ডঃ [অস্মি], জিগীষতাং নীতিঃ অস্মি, গুহ্যাণাং মৌনম্ এব চ অস্মি, জ্ঞানবতাং জ্ঞানম্ (অস্মি)। ৩৮

মূলের অনুবাদ—আমি দমনকারীগণের দণ্ড, জয়কামীগণের নীতি, গোপ্য বিষয়সমূহের মধ্যে মৌনভাব ও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের তত্ত্বজ্ঞান। ৩৮

শ্রীধরী টীকা—দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি; যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী

---

১ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কত প্রিয় ছিলেন তাহা মহাভারতে এইভাবে কথিত হইয়াছে। যখন অর্জুন জয়দ্রথ বিনাশের প্রতিজ্ঞা করেন, তখন সকলেই আশংকা করিয়াছিলেন, অর্জুন জয়দ্রথ বিনাশে অক্ষম হইয়া আত্মহত্যা করিবেন। শিবিরে একাকী উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া এই বিষয়ে দারুক জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিয়াছিলেন, "দারুক, অর্জুনবিহীন পৃথিবীতে আমি ক্ষণকালও অবস্থান করিব না, জানিও।" শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এত প্রেমাধীন ছিলেন বলিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ মন্তব্য করেন, অর্জুন জীবন্মুক্ত ও অবতারের লীলাসঙ্গী।

২ যেমন বৃহস্পতি দেবগুরু, তেমনি শুক্রাচার্য্য অসুরগুরু। শুক্রাচার্য্য শাস্ত্রার্থদর্শী ও জীবন্মুক্ত ছিলেন।

* ক্রান্তদর্শিনাং বা শাস্ত্রদর্শিনাম্ ইত্যাদি পাঠান্তরঃ।

সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি। গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনমবচন-মহমস্মি, ন হি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে। জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্ জ্ঞানং তদহমস্মি। ৩৮

টীকার অনুবাদ—দময়ং শব্দের অর্থ দমনকারী। দমনকর্তার সম্বন্ধে আমি দণ্ড। যে দণ্ড দ্বারা অসংযত ব্যক্তিগণও সংযত, দমিত হয় সেই দণ্ড আমার বিভূতি। জিগীষং অর্থে জয়কামী। জয়েচ্ছুগণের সম্বন্ধে সাম, দান ও ভেদ ত্রিবিধ উপায়স্বরূপ নীতি আমি। গুহ্য, গোপ্য বিষয়সমূহের মধ্যে গোপনহেতু মৌনভাব আমি। কারণ তূষ্ণী, মৌন ভাবে অবস্থিত ব্যক্তির অভিপ্রায় জানা যায় না। জ্ঞানবানগণের, তত্ত্বজ্ঞানীদের যে জ্ঞান তাহা আমি। ৩৮

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥ ৩৯

অন্বয়—অর্জুন, যৎ চ সর্বভূতানাং বীজং তৎ অহম্ এব, ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি। ৩৯

মূলের অনুবাদ—হে অর্জুন, আমিই সর্বভূতের বীজস্বরূপ। মৎসত্তা ব্যতীত চর বা অচর কোন বস্তু থাকিতে পারে না। ৩৯

শ্রীধরী টীকা—যদিতি। যদপি চ সর্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম্। তত্র হেতুঃ, ময়া বিনা যৎ স্যাস্তবেৎ তচ্চরাচরং ভূতং নাস্ত্যেবেতি। ৩৯

টীকার অনুবাদ—এবং যাহা সর্বভূতের বীজ, প্ররোহকারণ (উৎপত্তির হেতু) তাহা আমি। ইহার কারণ এই যে, আমি ব্যতীত থাকিতে পারে এইরূপ চর বা অচর কোন ভূত, পদার্থ কোথাও নাই। ৩৯

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া॥ ৪০

অন্বয়—পরন্তপ, মম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অন্তঃ ন অস্তি, এষঃ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ। ৪০

মূলের অনুবাদ—হে পরন্তপ, মদীয় দিব্য বিভূতিসমূহের ইয়ত্তা নাই। এই হেতু আমার বিভূতিসমূহের বর্ণনা সংক্ষেপে করিলাম। ৪০

শ্রীধরী টীকা—প্রকরণার্থমুপসংহরতি—নান্ত ইতি। অনন্তত্বাদ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বক্তুং ন শক্যন্তে, এষ তু বিভূতের্বিস্তরঃ উদ্দেশতঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তঃ। ৪০

টীকার অনুবাদ—প্রকরণের অর্থ বা প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার ভগবান করিতেছেন। আমার বিভূতিসমূহ অনন্ত বলিয়া সেই সকল সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা যায় না। অতএব এই বিস্তৃত বিভূতি সংক্ষেপে কথিত হইল। ৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎতদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১

অন্বয়—বিভূতিমৎ শ্রীমৎ উর্জিতং যৎ যৎ সত্ত্বং তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশ-সম্ভবম্ অবগচ্ছ। ৪১

মূলের অনুবাদ—ফলতঃ যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও প্রভাবাদি গুণশালী, তৎসমুদয় আমার তেজ[১] বা প্রভাবের অংশে সম্ভূত হইয়াছে জানিবে। ৪১

---

১ ঋগ্বেদে আছে—

অগ্নে যত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং যদোষধীষ্প্স্বায়জত্র।
যেনান্তরীক্ষমুর্বাততন্থতে যঃ সভানুর্বর্ণবোনৃচক্ষাঃ ॥

হে অগ্নি, দ্যুলোকে যে তেজঃ বিদ্যমান তাহা তোমারই জ্যোতিঃ। পৃথিবীতে দাহপাকাদি রূপে যে তেজঃ বিদ্যমান তাহা তোমারই শক্তি। এইরূপ ঔষধীসমূহে, অরণী প্রভৃতি কাষ্ঠ নিচয়ে অথবা বনস্পত্যাদিতে যে সোমাখ্য তেজঃ অবস্থিত এবং জলে ঔর্ব নামক যে তেজঃ বিরাজমান তাহা তোমারই তেজঃ। অপিচ তুমিই বায়ুরূপে সমগ্র আকাশে পরিব্যাপ্ত। ঐশী শক্তিই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি রূপে প্রকাশিত। ভূলোকে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু ও দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে একই ঐশীশক্তি ক্রিয়াশীল।

শ্রীধরী টীকা—পুনশ্চ সাকাঙ্ক্ষং প্রতি কথঞ্চিং সাকল্যেন কথয়তি—যদ্ যদিতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্, ঊর্জ্জিতং কেনচিৎ প্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্ যৎ সত্বং বস্তুমাত্রং তত্তদেব মম তেজসঃ প্রভাবস্যাংশেন সম্ভূতং জানীহি। ৪১

টীকার অনুবাদ—পুনরায় শ্রবণাকাংক্ষী অর্জ্জুনকে কিঞ্চিৎ সাকল্য সহকারে ভগবান বলিতেছেন। বিভূতিমৎ, ঐশ্বর্য্যযুক্ত। শ্রীমৎ, সম্পত্তি-যুক্ত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ঊর্জিত, কোনও প্রভাব ও বলাদিগুণ দ্বারা অতিশয়িত, আধিক্যযুক্ত যে যে সত্ব, বস্তুমাত্র আছে তাহা তাহাই আমার তেজের, প্রভাবের অংশে উৎপন্ন জানিবে। ৪১

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—অথবা অর্জ্জুন, এতেন বহুনা জ্ঞাতেন কিম্? অহম্ ইদম্ কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ। ৪২

মূলের অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, আমার ভিন্ন ভিন্ন বিভূতির জ্ঞান পৃথক ভাবে জানার প্রয়োজন নাই; যেহেতু এই বিশ্বজগৎ আমি একদেশ মাত্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। ৪২

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধরী টীকা—অথবা কিমনেন পরিচ্ছিন্নজ্ঞানেন সর্বত্র সমদৃষ্টিমেব কুর্বিত্যাহ—অথবেতি। বহুনা পৃথগ্‌জ্ঞাতেন কিং তব কার্য্যম্‌। যদিদং সর্বং জগদেকাংশেনৈকদেশমাত্রেণ বিষ্টভ্য ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বাহমেব স্থিতঃ ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তি "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি" তি শ্রুতেঃ [১]। ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বারতশ্চিত্তে বহির্বাবর্তি সত্যপি।
ঈশদৃষ্টির্বিধানায় বিভূতীর্দশমেঽব্রবীৎ॥ *
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধরস্বামীবিরচিতায়াং সুবোধিন্যাং টীকায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ।

১। ইহা ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তের তৃতীয় মন্ত্র। উক্তমন্ত্রের পূর্ণ অংশ এইরূপ—এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানী ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ইহার অর্থ, "এই দৃশ্যজগৎ সেই ব্রহ্মপুরুষের মহিমা মাত্র। বস্তুতঃ সেই সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ বিরাট পুরুষ এই মহিমা অপেক্ষাও অতিশয় অধিক। ত্রিকালবর্তী প্রাণিসমূহ এই পুরুষের চতুর্থাংশ মাত্র। ইহার অবশিষ্ট ত্রিচতুর্থাংশ অবিনাশী স্বপ্রকাশ স্বরূপে অবস্থিত। উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রের সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এইরূপ—"অতীতানাগতবর্তমানরূপং জগদ্যাবদস্তি এতাবান্ সর্বোঽপি অস্য পুরুষস্য মহিমা স্বকীয়সামর্থ্যবিশেষঃ। ন তু তস্য বাস্তবসারূপম্‌ বাস্তবস্তু পুরুষঃ অতঃ মহিম্নোঽপি জ্যায়ান্ অতিশয়েনাধিকঃ। এতচ্চোভয়ং স্পষ্টীক্রিয়তে। অস্য পুরুষস্য বিশ্বা সর্বাণি ভূতানি কালত্রয়বর্তীনি প্রাণিজাতানি পাদঃচতুর্থোঽংশঃ। অস্য পুরুষস্য অবশিষ্টং ত্রিপাৎস্বরূপম্‌ অমৃতং বিনাশরহিতং সৎ। দিবি দ্যোতনাত্মকে স্বপ্রকাশস্বরূপে ব্যবতিষ্ঠতে ইতিশেষঃ। যদ্যপি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৮।১ এবং তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।১) ইত্যাম্নাতস্য পরব্রহ্মণ ইয়ত্তাভাবাৎ পাদচতুষ্টয়ং নিরূপয়িতুমশক্যংতথাপি জগদিদং ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষয়াল্পমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ পাদত্বোপন্যাসঃ।"

* টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে লিখিয়াছেন—

টীকার অনুবাদ—অথবা এত পরিচ্ছিন্ন, পৃথগ্‌ভূত বিভূতি দর্শনে তোমার কি প্রয়োজন? সর্বত্র সমদৃষ্টিই, আমাকে দর্শনই কর। এই উদ্দেশ্যে ভগবান বলিতেছেন। এইরূপ বহু, পৃথগ্‌জ্ঞান দ্বারা তোমার কি লাভ? যেহেতু এই সমস্ত জগৎ এক অংশ, এক দেশ মাত্র দ্বারা ধারণ করিয়া বা ব্যাপিয়া আমিই অবস্থিত। মদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। ঋগ্বেদে (৮।১০।৯০।৩) আছে, বিশ্বভূত বা সর্বপ্রাণী সেই পরব্রহ্মের একপাদ মাত্র, অবশিষ্ট তিন পাদ নির্গুণ স্বপ্রকাশ স্বরূপে বিরাজিত। ৪২

ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া চিত্ত বাহিরে ধাবিত হয়। এইজন্য ভগবান সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন বিধানার্থ দশম অধ্যায়ে স্বীয় বিভূতিসমূহ বর্ণনা করিলেন।

আচার্য্য শ্রীধরস্বামীকৃত গীতাটীকা সুবোধিনীর বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

কুর্বন্তি কেঽপি কৃতিনঃ কচিদপ্যনন্তে
স্বান্তং বিধায় বিষয়ান্তরশান্তিমেব।
ত্বৎপাদপদ্মবিগলন্মকরন্দবিন্দুম্
আস্বাদ্য মাদ্যতি মুহুর্মধুভিন্মনো মে॥

কোন কোন কৃতি ব্যক্তি অনন্ত ঈশ্বরের সান্তস্বরূপ ভাবিয়াও অন্য বিষয়ে শান্তি লাভ করেন। হে ভগবান্, তোমার পাদপদ্মনিঃসৃত অমৃত বিন্দু আস্বাদন করিয়া আমার মন মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছে।

অভিনব গুপ্তাচার্য্য কৃত গীতাব্যাখ্যায় এই সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত—

ইচ্ছায়ামিন্দ্রিয়েষ্বাপ যদেবায়াতি গোচরম্।
হঠাদ্বিলাপয়ংস্তত্তৎ প্রশান্তং ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শন যোগ

অর্জ্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।

যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যম্ অধ্যাত্ম-সংজ্ঞিতং যৎ বচঃ ত্বয়া উক্তং, তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ । ১

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, "আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদবিষয়ক গোপনীয় পরমাত্মনিষ্ঠ যে বাক্যসমূহ তুমি আমাকে বলিয়াছ, তদ্দ্বারা আমার এই মহাভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। ১

শ্রীধরী টীকা—বিভূতেবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ ।

দিদৃক্ষোরর্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥ *

পূর্বাধ্যায়ান্তে—বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ—ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্বোক্তমভিনন্দন্ অর্জুন উবাচ—মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মমিতিসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যৎ ত্বয়োক্তং

---

* এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যারম্ভে টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোক লিখিয়াছেন—

ন নেত্রাকৃতির্যত্র যস্যা ন চান্তো ন চাদিশ্চ তৈরস্যতা নো বিভূতেঃ ।

মমাভেদা যেন দত্তাঽব্যবায়া গুরুং কাশীরাজং ভজেঽহং স্বরাজম্ ॥

যাঁহার নেত্রাকৃতি বা অন্ত বা আদি বা বিভূতির ইয়ত্তা নাই, যিনি আমাকে অভেদত্ব প্রদান করিয়াছেন, সেই স্বয়ম্ভূ স্বরাট কাশিরাজ বিশ্বনাথকে ভজনা করি ।

বচঃ—"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং তেন মমায়ং মোহঃ "অহং হন্তা এতে হন্যন্তে"—ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ। ১

টীকার অনুবাদ—শ্রীহরি পরম করুণাবশে স্বকীয় বিভূতির বৈভব দশম অধ্যায়ে (পূর্বাধ্যায়ে) বলিয়া বর্তমান অধ্যায়ে দিদৃক্ষু অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন। শেষে ভগবান বলিয়াছেন, এই সমস্ত জগৎ একাংশে পরিব্যাপ্ত করিয়া আমি অবস্থিত। এই বাক্য দ্বারা পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিশ্বরূপ দর্শনের আকাংক্ষায় অর্জুন ভগবানের পূর্বোক্ত বচন প্রশংসা করিয়া চারি শ্লোকে বলিতেছেন, আমার শোক নিবৃত্তির জন্য অনুগ্রহপূর্বক। পরম, পরমাত্মনিষ্ঠ। গুহ্য, গোপ্য ও অধ্যাত্মসংজ্ঞিত, আত্মা ও অনাত্মার প্রভেদ-বিষয়ক যে বাক্যসমূহ তোমার দ্বারা উক্ত হইয়াছে—'অশোচ্য বিষয়ের জন্য তুমি অনুশোচনা করিতেছ' হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত—তদ্ দ্বারা আমার এই মোহ—আমি হন্তা ও ইহারা হত হইবে—ইত্যাদি প্রকার ভ্রম, ইহাও বিনষ্ট, বিগত হইয়াছে। ইহার কারণ আত্মার কর্তৃত্ব বা কর্মত্বের অভাব উক্ত হইয়াছে। ২

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্॥ ২

অন্বয়—কমলপত্রাক্ষ, ত্বত্তঃ ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ [শ্রুতম্]। ২

মূলের অনুবাদ—হে কমললোচন, ভূতগণের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমা হইতেই হইয়াছে এবং তোমার অক্ষয় মহত্ত্ব পুনঃ পুনঃ বিস্তৃত ভাবে তোমার মুখে শুনিলাম। ২

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ—ভবাপ্যয়ৌ ইতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ সৃষ্টি-প্রলয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবতঃ ইতি শ্রুতৌ ময়া অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা

ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলপত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য সঃ হে কমলপত্রাক্ষ, মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং শ্রুতম্। বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্বেঽপি শুভাশুভ-কর্মকারয়িতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদি বিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাবৈষম্যাসঙ্গৌদাসীন্যাদিলক্ষণম্ অপরিমিতং মহত্বং শ্রুতম্ "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে· ময়া ততমিদং সর্বং, ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি," সমোঽহং সর্বভূতেষু" ইত্যাদিনা। অতস্তৎ পরতন্ত্রত্বাদপি জীবানামহং কর্তা ইত্যাদির্মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ। ২

টীকার অনুবাদ—আরও অর্জুন বলিয়াছেন। ভূতগণের ভব ও অপ্যয়, সৃষ্টি ও প্রলয় তোমার নিকট হইতেই হইয়াছে। ইহা আমি তোমার মুখে বিস্তৃতভাবে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছি, এই সকল বাক্যে—আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের পরম কারণ ইত্যাদি। কমলের পত্রদ্বয়তুল্য সুপ্রসন্ন, বিশাল অক্ষিদ্বয় যাঁহার তিনি কমলপত্রাক্ষ এবং মাহাত্ম্যও অব্যয়, অক্ষয় শুনিলাম। জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কর্মের কর্তা, সর্বনিয়ন্তা সদসৎ কর্মের কারয়িতা, এবং বন্ধন ও মোক্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ফলের দাতা হইয়াও তুমি অবিকার, অবৈষম্য ও অসঙ্গত ও ঔদাসীন্য প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট এবং তোমার অপরিমিত মহত্বও তোমার এই সকল বাক্যে শুনিয়াছি—'মূঢ়গণ আমার অব্যক্ত স্বরূপ না জানিয়া আমাকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করে', 'আমার দ্বারা এই দৃশ্য জগৎ অব্যক্ত স্বরূপে সমাবৃত', সেই সকল বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কর্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না', "আমি সর্বভূতে সমদর্শী" অতএব জীবগণ সর্বথা আমার অধীন বলিয়া 'আমি কর্তা' প্রভৃতি আমার মহামোহ দূরীভূত হইয়াছে। ইহাই ভাবার্থ। ২

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩

অন্বয়—পরমেশ্বর, যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ, এতৎ এবং [তথাপি] পুরুষোত্তম [অহং] তে ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। ৩

মূলের অনুবাদ—হে পরমেশ্বর, তোমার মহিমা যেরূপ বলিতেছ, উহা নিশ্চয়ই সত্য। হে পুরুষোত্তম, তোমার ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পরম স্বরূপ কৌতূহল বশে দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ এবমেতদিতি। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্" ইত্যাদি ময়া শ্রুতং যথা চেদানীমাত্মানং ত্বমাথ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্" ইত্যেবং কথয়সি হে পরমেশ্বর এবমেতৎ। অত্রাপি অবিশ্বাসো মম নাস্তি ইত্যর্থঃ। তথাপি হে পুরুষোত্তম, তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সম্পন্নং তদ্রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। ৩

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন। সপ্তম অধ্যায়ে আমি শুনিয়াছি, ভূতগণের সৃষ্টি ও লয় তোমা হইতেই হইতেছে। সম্প্রতি তোমার সম্বন্ধে যাহা তুমি বলিয়াছ—আমার একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আমি ব্যাপিয়া রহিয়াছি—হে পরমেশ্বর, তাহা অবশ্যই যথার্থ বলিয়া আমি মনে করি। ইহার অর্থ, ইহাতে আমার বিন্দু-মাত্র অবিশ্বাস নাই। তথাপি হে পুরুষোত্তম, তোমার সেই ঐশ্বর, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য ও শক্তি ও বল ও বীর্য্য ও তেজ সমন্বিত মূর্তি কৌতূহলবশে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্॥ ৪

অন্বয়- প্রভো, যদি তৎ ময়া দ্রষ্টুং শক্যম্ ইতি মন্যসে, ততঃ যোগেশ্বর, ত্বং মে অব্যয়ম্ আত্মানং দর্শয়। ৪

মূলের অনুবাদ—হে প্রভো, যদি তুমি মনে কর যে, তোমার বিশ্বরূপ[১]

---

১ মহাভারতের অনুগীতাপর্বে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ভগবান বাসুদেব অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা মহর্ষি উতংকের নিকট প্রকাশ করিলেন। গৌতমের শিষ্য উতংক দেখিলেন, সেই বিশ্বরূপ সহস্র সূর্য্য তুল্য সমুজ্জ্বল, প্রজ্জলিত পাবকবৎ তেজঃসম্পন্ন ও বিশ্বব্যাপী। এই বিশ্বরূপ সন্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মহর্ষি উতংক বাসুদেবকে কহিলেন, "হে ভগবান্, তোমার পদদ্বয় দ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, জঠর দ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যভাগ এবং ভুজদ্বয় দ্বারা সর্বদিক সমাবৃত হইয়াছে।"

দেখিতে আমি সক্ষম, তাহাহইলে হে যোগিবর[1], তোমার সেই অক্ষয় ঐশ্বর স্বরূপ আমাকে দেখাও।৪

শ্রীধরী টীকা—ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ইতি এতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যম্। কিং তর্হি? মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগাঃ তেষামীশ্বরঃ, ময়ার্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে ততস্তর্হি তদ্রূপবন্তমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয়। ৪

টীকার অনুবাদ—আমি উক্ত রূপ দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি—এই হেতুই যে সেইরূপ দেখাইবে তাহা নহে। তবে কি? তাহাই অর্জুন বলিতেছেন, যদি তুমি মনে কর ইত্যাদি। যোগিগণই যোগসমূহ, তাহাদের ঈশ্বর। যদি মনে কর, আমার দ্বারা, অর্জুন কর্তৃক সেইরূপ দর্শনীয় হয়, তাহা হইলে উক্ত রূপযুক্ত মূর্তি অব্যয়, নিত্য আমাকে দেখাও। ৪

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ॥
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, পার্থ, মে দিব্যানি নানা বিধানি নানা বর্ণাকৃতীনি চ শতশঃ অথ সহস্রশঃ রূপাণি পশ্য। ৫

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ, তুমি আমার নানাবর্ণ ও বিবিধ আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র দিব্যরূপ দেখ। ৫

শ্রীধরী টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ অত্যদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভব ইত্যেবং অর্জুনমভিমুখী করোতি শ্রীভগবানুবাচ পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্য একত্বেঽপি নানাবিধত্বাৎ রূপাণীতি বহুবচনম্। অপরিমিতান্যনেক-প্রকারাণি দিব্যানি অলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য। বর্ণাঃ শুক্লকৃষ্ণাদয়ঃ।

১ অণিমাদি সিদ্ধিশালী যোগিগণের ঈশ্বর—মধুসূদন সরস্বতী।

আকৃতয়ঃ অবয়ব-সন্নিবেশবিশেষাঃ। নানা অনেকবর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানা বর্ণাকৃতীনি। ৫

টীকার অনুবাদ—এইরূপে অর্জুন কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ অত্যদ্ভুত স্বরূপ দেখাইবার জন্য বলিলেন, তুমি সাবধান হও। ইহা বলিয়া উক্ত রূপের অভিমুখী করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে চারি শ্লোকে বলিতেছেন। দিব্যরূপ এক হইলেও বহুবিধ বলিয়া রূপ শব্দে বহুবচন ব্যবহৃত। অপরিমিত, অনেক প্রকার দিব্য, অলৌকিক আমার রূপসমূহ দেখ। বর্ণসমূহ শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি। আকৃতিসমূহ, বিশেষ অবয়বের সন্নিবেশসমূহ নানা, অনেক বর্ণসমূহ ও আকৃতিসমূহ যাঁহাদের তাঁহারা নানাবর্ণাকৃতিযুক্ত। ৫

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত॥ ৬

অন্বয়—ভারত, আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য এবং বহূনি অদৃষ্টপূর্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য। ৬

মূলের অনুবাদ—হে ভারত, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারযুগল[১] ও উনপঞ্চাশ মরুৎ দেখ। অনেক অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক রূপ, যাহা তুমি বা অন্য কেহ পূর্বে দেখে নাই তাহা দেখ। ৬

---

১ অথর্বনের পুত্র দধ্যাচ ঋষির মস্তক সম্বন্ধে একটি অলৌকিক উপাখ্যান ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও উহা বিবৃত করিয়াছেন। ইন্দ্র দধ্যাচ ঋষিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা শিক্ষাদানান্তে ভয় দেখাইলেন, যদি তুমি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও শিক্ষা দাও, তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধ্যাচ মুনিকে এই নিষিদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। ইহারা ইন্দ্রোক্তি সভয়ে স্মরণপূর্বক দধ্যাচের মস্তক কাটিয়া রাখিলেন ও তৎস্কন্ধে একটি অশ্ব-শির লাগাইয়া দিলেন। ঋষি দধ্যাচ অশ্বমুখেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে উক্ত দুই গুপ্ত বিদ্যা শিক্ষা দেন। ইন্দ্রদেব ইহা জানিতে পারিয়া দধ্যাচের অশ্বশির কাটিয়া ফেলিলেন। সেইক্ষণেই অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঋষির পূর্বশির যথাস্থানে লাগাইয়া তাহাকে আদি অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্তৃক কাণ্ব ও ঋজরাশ্ব ঋষিদ্বয়ের অন্ধত্ব দূরীভূত হয়।

যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসকরূপে স্বর্গলোকে যান, তেমনি তাঁহার

শ্রীধরী টীকা—তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদিন্ মম দেহে পশ্য। মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেববিশেষান্। অদৃষ্টপূর্বাণি ত্বয়া বাহন্যেন বা পূর্বমদৃষ্টানি রূপাণি আশ্চর্য্যান্যদ্ভুতানি। ৬

টীকার অনুবাদ—সেই সকল দিব্যরূপ ভগবান বর্ণনা করিতেছেন। আমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য প্রভৃতি দেখ। মরুৎগণকে, ঊনপঞ্চাশ দেবতা-বিশেষকে দেখ। তুমি বা অন্য দ্বারা ইতঃপূর্বে অদৃষ্ট রূপসমূহ দেখ। আশ্চর্য্য অদ্ভুত নানারূপ দেখ। ৬

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ৭

অন্বয়—গুড়াকেশ, ইহ মম দেহে একস্থং সচরাচরং কৃৎস্নং জগৎ অন্যৎ চ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি [তৎ] অদ্য পশ্য। ৭

মর্ত্যলোকেও আসেন। যখন ভগবান শংকরাচার্য্য কামাখ্যায় তান্ত্রিকপ্রবর অভিনব গুপ্ত কর্তৃক অভিচারজনিত ভগন্দর ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন গুরুভক্ত পদ্মপাদের প্রার্থনায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় মর্ত্যলোকে আসিয়াছিলেন। স্বর্গলোকের ন্যায় গন্ধর্ব-লোকেও চিকিৎসক বিদ্যমান। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় আমি অসুস্থ হইয়া মদীয় মন্দিরের দক্ষিণ বারান্দায় শয্যাগত ছিলাম। তখন আমাদের নাটমন্দিরে পঞ্চম বার্ষিক জগদ্ধাত্রী পূজার তৃতীয় দিবসে মাতৃকীর্তন হইতেছিল ও আমার রোগশয্যায় তপস্বিনী মহাগৌরী উপবিষ্টা ছিলেন। আমাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখিয়া মহাগৌরী ভগবান গোপাল দেবের নিকট আমার আরোগ্যের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। তৎক্ষণাৎ আমার শিয়রে রোগশয্যায় একজন সূক্ষ্মদেহী চিকিৎসক আসিলেন। তাঁহার মাথায় টাক ও চোখ কালো, পাতায় সুরমার প্রলেপ থাকায়। তিনি আসামাত্রই আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলাম ও নাটমন্দিরে গিয়া কীর্তন শুনিতে বসিলাম। সেখানেও উল্লিখিত সূক্ষ্মদেহী প্রতিমার সম্মুখে গোপালের কাছে বসিলেন ও আমার প্রতি নজর রাখিলেন। ভৈরবানন্দ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, ইনি গন্ধর্বলোকের চিকিৎসক ও গোপালের আহ্বানে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত। উক্ত গান্ধর্ব চিকিৎসক রাত্রে গোপালের সঙ্গে যাইয়া মন্দিরে প্রসাদ লইলেন এবং রাত্রে আমার শয্যায় কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

মূলের অনুবাদ—হে গুড়াকেশ, আমার এই বিশ্বরূপে স্থাবর ও জঙ্গম সমগ্র জগৎ দেখ। আরও অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহাও অধুনা দেখিয়া লও। ৭

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ইহেতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগৎ ইহ অস্মিন্ মম দেহে অবয়বরূপেণ একত্রৈব স্থিতমদ্য অধুনৈব পশ্য। যচ্চ অন্যৎ জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপম্। জগতশ্চ অবস্থাবিশেষাদিকম্। জয়-পরাজয়াদিকঞ্চ যদপ্যন্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্বং পশ্য। ৭

টীকার অনুবাদ—আরও ভগবান বলিতেছেন, এই সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে হইলে কোটি বর্ষেও কেহ যাইতে সমর্থ হয় না। স্থাবর ও জঙ্গম সমগ্র জগৎ আমার এই দেহে অবয়বরূপে একত্রই অবস্থিত অদ্য, অধুনা দেখ। আরও অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর—জগতের আশ্রয়ভূত কারণস্বরূপ ও জগতের বিশেষ বিশেষ অবস্থা এবং এই যুদ্ধে কাহার জয় এবং কাহার পরাজয় হইবে ও অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর সেই সমস্ত দেখ। ৭

> ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
> দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ ৮

অন্বয়—অনেন স্বচক্ষুষা এব তু মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে। [অতঃ] তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি, মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য। ৮

মূলের অনুবাদ—কিন্তু তোমার এই চর্ম চক্ষু দ্বারা তুমি আমার বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইবে না। সেইজন্য তোমাকে জ্ঞানচক্ষু[১] দিতেছি। ইহার দ্বারা আমার অসাধারণ অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য অবলোকন কর। ৮

---

১ জ্ঞানচক্ষু বা দিব্যদৃষ্টি লাভ যোগসিদ্ধির ফলে হয়। সাধক বা সাধিকার মন যখন সাধনবলে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী আজ্ঞাচক্রে আরূঢ় হয়, তখন উক্ত চক্ষু বা দৃষ্টি লাভ হয়। ইহাই তৃতীয় নয়ন। এই চক্ষু লাভ হইলে সূক্ষ্মদেহী, প্রেতাত্মা, দেবদেবী এবং সর্ব ঊর্ধ্বলোকের অধিবাসিগণকে দেখা যায়। যোগ সাধনার সিদ্ধিলাভ করিলে প্রত্যেক সাধকের বা সাধিকার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয়। স্বকীয়

শ্রীধরী টীকা—যদুক্তমর্জুনেন 'মন্যসে যদি তচ্ছক্যং' ইতি তত্রাহ—ন ত্বিতি। অনেনৈব তু স্বকীয়েন চর্মচক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুঃ তুভ্যং দদামি। মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটিতঘটনাসামর্থ্যং পশ্য। ৮

টীকার অনুবাদ—অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, 'যদি আমি উক্তরূপ দর্শনের যোগ্য মনে কর' ইত্যাদি। তদুত্তরে ভগবান বলিতেছেন। এই স্বীয় চর্মচক্ষু বা প্রাকৃত নয়ন দ্বারা আমাকে দেখিতে শক্ত, সমর্থ হইবে না। অতএব আমি তোমাকে দিব্য, অলৌকিক জ্ঞানরূপ চক্ষু দিতেছি। আমার ঐশ্বর, অসাধারণ যোগ, যুক্তি, অঘটনঘটনের সামর্থ্য দেখ। ৮

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্॥ ৯

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ, রাজন্, মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ উক্ত্বা ততঃ পার্থায় পরমম্ ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস। ৯

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "হে মহারাজ, ইহা বলিয়া মহাযোগেশ্বর হরি[১] তৎপরে পার্থকে[২] অলৌকিক বিশ্বরূপ দেখাইলেন।" ৯

শ্রীধরী টীকা—এবমুক্ত্বা ভগবান্ অর্জুনায় রূপং দর্শিতবান্। তচ্চ

অভিজ্ঞতা হইতে জানিয়াছি ও দেখিয়াছি. স্বামী ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী সরস্বতী উল্লিখিত জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়, এই ঘোর কলিযুগেও যোগবলে জ্ঞানচক্ষু লাভ হয়। সঞ্জয় ব্যাসকৃপায় ও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহে এই দিব্য চক্ষু লাভ করেন, সাধন বলে নহে। তাই তাঁহাদের এই দৃষ্টি স্থায়ী হয় নাই। সাধনবলে লাভ করিলে এই চক্ষু মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, পরলোকেও থাকে।

১ ভক্তগণের সর্বক্লেশাপহারী ভগবান।

২ পিতৃস্বসা পৃথার পুত্র অর্জুনকে।—রামানুজাচার্য্য

রূপং দৃষ্ট্বা অর্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতি ইমমর্থং এবমুক্তে,ত্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ এবমিতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্রঃ মহাংশ্চাসৌ যোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্। ৯

টীকার অনুবাদ—এইরূপ বলিয়া ভগবান অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইলেন এবং সেই বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন, তাহার ভাবার্থ ছয় শ্লোকে সঞ্জয় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। হে মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্র। মহাযোগেশ্বর হরি অর্জুনকে পরম ঐশ্বর স্বরূপ দেখাইলেন। ৯

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥ ১০
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১

অন্বয়—অনেকবক্ত্রনয়নম্ অনেকাদ্ভুতদর্শনম্ অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনং সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবম অনন্তং বিশ্বতোমুখম্ [রূপং ভগবান্ অর্জুনং দর্শয়ামাস]। ১০-১১

মূলের অনুবাদ—সেই বিশ্বরূপ[১] বহুমুখযুক্ত ও বহুনেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় আকৃতিযুক্ত, বহুদিব্য অলংকারমণ্ডিত ও বিবিধ উদ্যত অস্ত্রযুক্ত। ১০

উহা দিব্যমাল্যে ও দিব্যবসনে সুশোভিত, দিব্যগন্ধে অনুলেপিত, সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যময় ও দীপ্তিশালী ও অন্তশূন্য ও সর্বতোমুখ। ১১

---

১ শুধু শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ আছে তাহা নহে। শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি প্রত্যেক ইষ্টদেবতা বিশ্বরূপ ধারণে সমর্থ। সাধনার শেষে প্রত্যেক সাধক বা সাধিকা স্ব স্ব ইষ্টের বিশ্বরূপ দর্শন করেন। বিশ্বরূপ সাকার স্বরূপের চরম প্রকাশ। অনন্তর ইষ্টদেবের নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধ হয়।

শ্রীধরী টীকা—কথং ভূতং তদিতি? অত আহ—অনেকেতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ অনেকানামদ্ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ দিব্যানি অনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিন্ তৎ। ১০

কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যানি অম্বরাণি চ ধারয়ন্তীতি তথা, দিব্যো গন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ, সর্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং দ্যোতনাত্মকম্, অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্বতোমুখানি যস্মিন্ তৎ। ১১

টীকার অনুবাদ—সেইরূপ কীদৃশ? তাহাই ভগবান বলিতেছেন, অনেক বদন ও নয়ন ইত্যাদি বাক্যে। অনেক বক্ত্র ও নয়ন যাহাতে তাহা, অনেক অদ্ভুত দর্শন যাহাতে তাহা। অনেক দিব্য আভরণ যাহাতে তাহা, অনেক দিব্য উদ্যত আয়ুধ বিদ্যমান যাহাতে তাহা। ১০

ভগবান আরও বলিতেছেন, দিব্য মাল্য প্রভৃতি বাক্যে। দিব্য মাল্য ও দিব্য অম্বর ধারণ করিয়াছে যাহা তাহা। এবং দিব্য গন্ধ যাহার তাদৃশ অনুলেপন যাহা তাহা। সর্বাশ্চর্য্যময়, অনেক আশ্চর্য্যপ্রায়। দেব, দ্যোতনাত্মক দ্যুতিমান। অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন। সর্বত্রমুখ যাহাতে তাদৃশ স্বরূপ ভগবান অর্জুনকে দেখাইলেন। ১১

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাৎ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১২

অন্বয়—যদি দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভাঃ যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ, [তদা] সা [প্রভা] তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ। ১২

মূলের অনুবাদ—যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা এক সঙ্গে উদিত হয়, সেই প্রভা ভাগবত বিশ্বরূপের মহাদীপ্তির কিঞ্চিৎ সদৃশ হইতে পারে। ১১

শ্রীধরী টীকা—বিশ্বরূপদীপ্তের্নিরুপমত্বমাহ দিবীতি। দিবি আকাশে

সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা তস্য মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ। নান্যোপমাস্তীত্যর্থঃ। তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্বেণান্বয়ঃ। ১২

টীকার অনুবাদ—বিশ্বরূপের প্রদীপ্তি অতুলনীয়—ইহাই ভগবান বলিতেছেন। যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের প্রভা যুগপৎ উত্থিত হয়, সেই প্রভা ভাগবত বিশ্বরূপের দীপ্তির কথঞ্চিৎ সদৃশ হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য, ভাগবত বিশ্বরূপের অন্য উপমা, দৃষ্টান্ত নাই। তথা ভূত বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দেখাইলেন, এই পূর্বোক্তির সহিত ইহার অন্বয় হইবে। ১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা॥ ১৩

অন্বয়—তদা পাণ্ডবঃ তত্র দেবদেবস্য শরীরে অনেকধা প্রবিভক্তং কৃৎস্নং জগৎ একস্থম্ একস্থম্ অপশ্যৎ। ১৩

মূলের অনুবাদ—তখন অর্জুন সেই দেবদেবের বিরাট শরীরে নানা ভাগে বিভক্ত সমস্ত জগৎ[1] একত্রে অবস্থিত দেখিলেন। ১৩

---

১ বিশ্বরূপের একাংশে দেবলোক, পিতৃলোক, মনুষ্যলোক প্রভৃতি বহুলোক বিদ্যমান। টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"যদা ভগবতশ্চতুর্ভুজং রূপং চিন্ত্যতে, তত্র চ চেতসি লব্ধপদে সতি ক্রমশস্তদীয়াবয়বান্ ত্যক্ত্বা মুখে স্মিতে বা পদনখে বা চিত্তং ধ্রিয়তে। তত্রাপি লব্ধপদে তস্মিন্ তদপি ত্যক্ত্বা বিশ্বরূপমারোহতি। দিব্যং চক্ষুরপি এবং সূক্ষ্মতামাপাদিতং মন এব। "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ স এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" ইতি শ্রুতেঃ। কামান্ বিষয়ান্ এতান্ হার্দাকাশাগ্যসগুণব্রহ্মগতানিতি শ্রুতিপদয়োরর্থঃ। যথোক্তং শ্রীমদ্ভাগবতে—

তত্রলব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
নান্যানি চিন্তয়েৎ ভূয়ঃ সুস্মিতং ভাবয়েন্মুখং॥
তত্র লব্ধপদং চিত্তমাকৃষ্য ব্যোম্নি ধারয়েৎ।
তচ্চ ত্যক্ত্বা মদারোহো ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥"

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ সঞ্জয় তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগৎ দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বত্বেন একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবঃ অর্জুনঃ অপশ্যৎ। ১৩

টীকার অনুবাদ অনন্তর কি ঘটিল? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় সঞ্জয় বলিলেন পাণ্ডব, অর্জুন নানা ভাবে বিভক্ত সমস্ত জগৎ সেই দেবদেবের বিশাল শরীরে তাঁহার অবয়বরূপে একত্র অবস্থিত দেখিলেন।

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অন্বয়—ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা [সন্] দেবং শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] অভাষত। ১৪

মূলের অনুবাদ—অনন্তর ধনঞ্জয়[1] অসীম বিস্ময়ে অভিভূত ও উৎপুলকিত হইয়া সেই দেবদেবকে নতশিরে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিলেন। ১৪

শ্রীধরী টীকা—এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত আহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টরোমা হৃষ্টানি উৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তো ভূত্বা অভাষত উক্তবান্। ১৪

টীকার অনুবাদ—এই বিশ্বরূপ দেখিয়া অর্জুন কি করিলেন? তাহাই সঞ্জয় এই শ্লোকে বলিতেছেন। এই অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শনান্তে অর্জুন বিস্ময় দ্বারা আবিষ্ট, ব্যাপ্ত, অভিভূত হইয়া। হৃষ্ট, উৎপুলকিত গাত্ররোমসমূহ যাঁহার তিনি হৃষ্টরোম, ধনঞ্জয়। সেই দেবকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি, সংপুটীকৃতহস্ত (যুক্তকর) হইয়া এই কথা বলিলেন। ১৪

---

১ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞার্থ ও উত্তর গোগৃহে সর্ব বীরকে পরাজিত করিয়া অর্জুন ধনাহরণ করেন। এই প্রথিত বিক্রমের জন্য তাঁহার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে।

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, দেব, তব দেহে সর্বান্ দেবান্ তথা ভূতবিশেষ-সংঘান্ দিব্যান্ ঋষীন্ সর্বান উরগান্ চ ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণংচ পশ্যামি। ১৫

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন "হে দেব, তোমার দিব্য দেহে দেবগণকে জরায়ুজাদি ভূতবিশেষসমূহকে, বশিষ্ঠাদি দিব্য ঋষিগণকে, তক্ষকাদি সর্পকে ও কমলাসনে উপবিষ্ট দেবেশ্বর ব্রহ্মাকে দেখিতেছি। ১৫

শ্রীধরী টীকা—ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন্ পশ্যামি। তথা সর্বান্ ভূতবিশেষানাং জরায়ুজণ্ডজাদীনাং সংঘাংশ্চ, তথা দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীন্ উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন তথা দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ কথম্ভূতং? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতং তন্নাভিপদ্মাসনস্থম্। ১৫

টীকার অনুবাদ—অর্জুন যে ভাষণ দিলেন তাহাই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন। হে দেব, তোমার দেহে আদিত্য প্রভৃতি দেবগণকে দেখিতেছি। এবং মনুষ্য পশু আদি জরায়ুজ, পক্ষীসর্পাদি অণ্ডজ, মশকাদি স্বেদজ এবং তৃণবৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ ও সমস্ত ভূতবিশেষসমূহকে এবং বশিষ্ঠাদি দিব্য ঋষিকে, তক্ষকাদি উরগকে এবং দেবগণের ঈশ, স্বামী ব্রহ্মাকে। সেই ব্রহ্মা কিরূপ? পদ্মাসনস্থ, পৃথ্বীপদ্মের কর্ণিকাতে, মেরুতে অবস্থিত। অথবা তোমার নাভিপদ্মরূপ আসনে অবস্থিত। ১৫

---

১ পৃথিবীপদ্মমধ্যে মেরুরূপ কর্ণিকাসনে ইনি অবস্থান করেন।—শংকরাচার্য্য

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং † সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬

অন্বয়—বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ, অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ অনন্তরূপং ত্বাং সর্বতঃ [অহং] পশ্যামি । পুনঃ তব ন অন্তং ন মধ্যং ন আদিং [চ অহং] পশ্যামি । ১৬

মূলের অনুবাদ—হে বিশ্বেশ্বর, বহু বাহু ও উদর ও বক্ত্র ও নেত্র বিশিষ্ট অনন্তরূপধারী তোমাকে আমি সর্বত্র দেখিতেছি। হে বিশ্বরূপ ভগবান, তোমার অন্ত বা মধ্য বা আদি আমি দেখিতে পাইতেছি না। ১৬

শ্রীধরী টীকা--কিঞ্চ অনেকেতি। অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং পশ্যামি। অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্বতঃ পশ্যামি। তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্বগতত্বাৎ। ১৬

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন। বহু বাহু প্রভৃতি যাঁহার তাদৃশ তোমাকে দেখিতেছি। অনন্ত রূপ যাঁহার সেই তোমাকে সর্বত্র দেখিতেছি; কিন্তু তুমি সর্বগত বলিয়া তোমার অন্ত, মধ্য বা আদি আমি দেখিতে পাইতেছি না। ১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাৎ
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭

অন্বয়—কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ সর্বতঃ দীপ্তিমন্তং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ [অতএব] অপ্রমেয়ং চ ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি।

---

† ত্বা ইতি বা পাঠঃ।

মূলের অনুবাদ—কিরীট[১]যুক্ত গদাহস্ত চক্রধারী সর্বত্র দীপ্তিশালী তেজঃপুঞ্জশালী দুর্দর্শনীয় প্রদীপ্ত অগ্নিবৎ ও মধ্যাহ্ন সূর্য্যতুল্য দ্যুতিমান ও অপ্রমেয় তোমাকে সর্বদিকে আমি দেখিতেছি। ১৭

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং মুকুটবন্তং গদিনং গদাবন্তং চক্রিণং চক্রবন্তং সর্বতো দীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং, তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যম্। তত্র হেতুঃ দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্দ্যুতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তম্। অতএব অপ্রমেয়মেবন্তুত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি। ১৭

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন। কিরীটি, মুকুটধারী। গদী, গদাধারী ও চক্রী, চক্রধারী। সর্বত্র দীপ্তিশালী, তেজঃপুঞ্জরূপ। এবং দুর্নিরীক্ষ্য, দুর্দর্শ। ইহার কারণ প্রদীপ্ত অগ্নি ও সমুদিত সূর্য্যের তেজঃ যাঁহার তাঁহাকে। অতএব, তুমি অপ্রমেয়, তোমার স্বরূপ অবধারণ অসম্ভব। এইরূপ তোমাকে আমি সর্বত্র দেখিতেছি। ১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা *
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮

অন্বয়—ত্বম্ অক্ষরং পরমং [ব্রহ্ম] বেদিতব্যম্। ত্বম্ অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ত্বম্ অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা। ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ। ১৮

মূলের অনুবাদ—তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম। তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য দেবতা[২]। তুমিই এই জগতের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। তুমি নিত্যস্বরূপ ও সনাতন বেদোক্ত ধর্মের রক্ষক। তুমিই চিরন্তন পুরুষ। ইহাই আমার সুনিশ্চিত অভিমত। ১৮

---

১ কিরীটং নাম শিরোভূষণবিশেষঃ তদ্ যস্যাস্তি স কিরীটী। —শংকরাচার্য্য।

* সাত্বতধর্মগোপ্তেত্যভিনবগুপ্তধৃতঃ পাঠঃ।

২ পরমপুরুষার্থত্বাৎ পরমার্থত্বাচ্চ জ্ঞাতব্যত্বম্। — আনন্দ গিরি।

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং[১] পরমং ব্রহ্ম। কথম্ভূতং? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যম। ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ। অতএব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ শাশ্বতস্য নিত্যস্য ধর্মস্য গোপ্তা পালকঃ সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো মতঃ মে মম সম্মতোঽসি। ১৮

টীকার অনুবাদ—যেহেতু তোমার ঐশ্বর্য এইরূপ অতর্ক্য, অচিন্ত্য অতএব তুমি অক্ষর পরম ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম কিরূপ? মুমুক্ষুগণ কর্তৃক বেদিতব্য, বিজ্ঞাতব্য। তুমিই এই বিশ্বের পরম নিধান। ইহাতে বিশ্ব নিহিত হয় বলিয়া ইনি নিধান, প্রকৃষ্ট আশ্রয়। অতএব তুমি অব্যয়, নিত্য। শাশ্বত, নিত্য ধর্মের গোপ্তা, পালক। সনাতন, চিরন্তন পুরুষ। আমার মত, সম্মত। ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম্
অনন্তবাহুং শশীসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ ১৯

অন্বয়—অনাদিমধ্যান্তম্ অনন্তবীর্য্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং দীপ্তহুতাশ-বক্ত্রং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং ত্বাং [অহং] পশ্যামি। ১৯

মূলের অনুবাদ—আমি দেখিতেছি, তুমি আদিহীন ও মধ্যরহিত ও অন্তশূন্য অসীম প্রভাবসম্পন্ন, অসংখ্য বাহুযুক্ত, শশী ও সূর্যরূপ নয়নবিশিষ্ট, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতুল্য বদনযুক্ত, এবং স্বীয় তেজো দ্বারা এই জগৎকে সন্তাপিত করিতেছ। ১৯

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তমুৎপত্তিস্থিতিলয়-রহিতম্। অনন্তং বীর্যং প্রভাবো যস্য তম্। অনন্তবাহুং অনন্তা বাহবো যস্য তম্।

---

১ নিষ্প্রপঞ্চত্বমুচ্যতে। অর্থাৎ প্রপঞ্চরহিত পরব্রহ্ম—আনন্দগিরি।

শশিসূর্যৌ নেত্রে যস্য তম্ তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি। তথা দীপ্তো হুতাশোঽগ্নির্বক্তে্রু যস্য তং স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং সন্তাপয়ন্তং পশ্যামি। ১৯

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন, তুমি আদি-মধ্যঅন্তশূন্য, উৎপত্তি ও স্থিতি ও প্রলয় রহিত। অনন্ত বীর্য্য, প্রভাব যাঁহার তাদৃশ তোমাকে। অসংখ্য বাহু যাঁহার তাদৃশ তোমাকে। চন্দ্র ও রবি চক্ষুদ্বয় যাঁহার তাদৃশ তোমাকে দেখিতেছি। এবং দীপ্ত, প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, অগ্নি মুখসমূহে যাঁহার তাদৃশ তোমাকে। আর স্বীয় তেজো দ্বারা এই জগৎকে সন্তপ্তকারী তোমাকে আমি দেখিতেছি। ১৯

> দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
> ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
> দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদম্
> লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ২০

অন্বয়—মহাত্মন্ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অন্তরম্ একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তং, [তথা] সর্বাঃ দিশঃ [ব্যাপ্তাঃ] চ তব অদ্ভুতম্ ইদম্ উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং [পশ্যামি]। ২০

মূলের অনুবাদ—হে মহাত্মন্, আমি দেখিতেছি—স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ ও সর্বদিক্ একমাত্র তুমিই পরিব্যাপ্ত করিয়াছ। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব ভয়ঙ্কর বিশ্বমূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিভুবন অতি ভীত হইয়াছে। ২০

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ দ্যাবাপৃথিব্যোরিতি। দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরমন্তরীক্ষং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তম্। দিশশ্চ সর্বা ব্যাপ্তাঃ। অদ্ভুতমদৃষ্টপূর্বং তদায়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা লোকত্রয়ং[1] প্রব্যথিতমতিভীতং পশ্যামীতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। ২০

---

১ যুদ্ধদিদৃক্ষয়া আগতেষু ব্রহ্মাদি-দেবাসুরপিতৃগণ-সিদ্ধগন্ধর্ব-যক্ষরাক্ষসেষু প্রতিকূল-অনুকূল-মধ্যস্থরূপং সর্বম্।—রামানুজাচার্য্য।

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন। স্বর্লোক ও পৃথিবীর অন্তরই অন্তরীক্ষ। উহা একা তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত ও সর্ব দিক্ ব্যাপ্ত, অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব তোমার এই উগ্র, ঘোর রূপ দেখিয়া ত্রিভুবন প্রব্যথিত, অতি ভীত আমি দেখিতেছি। এইরূপে পূর্ব শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। ২০

অমী হি ত্বাং সুরসংঘা* বিশন্তি
কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষি-সিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ২১

অন্বয়—অমী সুরসংঘাঃ হি ত্বাং বিশন্তি। কেচিৎ ভীতাঃ [সন্তঃ] প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি, মহর্ষি সিদ্ধসংঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি। ২১

মূলের অনুবাদ—আমি দেখিতেছি, এই সকল দেবতা তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন। কেহ কেহ ভীত হইয়া করজোড়ে তোমাকে কাতর প্রার্থনা করিতেছেন, আমাকে রক্ষা কর। মহর্ষিগণ ও সিদ্ধ পুরুষবৃন্দ 'জয় হোক, জয় হোক' বলিয়া অর্থযুক্ত স্তুতিবাক্যে তোমার স্তব করিতেছেন। ২১

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অমী হীতি। অমী সুরসঙ্ঘা ভীতাঃ সন্তঃ ত্বাং বিশন্তি শরণং প্রবিশন্তি। তেষাং মধ্যে কেচিদতিভীতা দূরত এব স্থিত্বা কৃতসম্পুট-করযুগলাঃ সন্তো গৃণন্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থয়ন্তে। স্পষ্টমন্যৎ। ২১

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন। এই সকল দেবসংঘ ভীত হইয়া তোমার শরণাগত হইতেছেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ অতি ভীত হইয়া দূরে থাকিয়াই করদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া 'জয় হোক, জয় হোক'

---

* ত্বাং সুরসংঘা ইতি বা পাঠঃ

'রক্ষা কর, রক্ষা কর' বলিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। অন্য অংশ সুবোধ্য। ২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২

অন্বয়—রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ চ যে সাধ্যাঃ বিশ্বে অশ্বিনৌ মরুতঃ চ উষ্মপাঃ গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ সর্বে এব বিস্মিতাঃ [সন্তঃ] ত্বাং বীক্ষন্তে। ২২

মূলের অনুবাদ—রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ এবং যাঁহারা সাধ্য নামক দেবতা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়[১], সপ্ত মরুদ্গণ, উষ্মপায়ী পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন। ২২

---

১ ইঁহারা স্বর্গলোকের চিকিৎসক এবং স্বর্বৈদ্য, দস্র, নাসত্য, আশ্বিনেয়, নাসিক্য, গদাগদ, পুষ্করস্রজ প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত। বড়বারূপধারিণী সূর্যপত্নী ত্বাষ্ট্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্মকাহিনী এইরূপ পাওয়া যায়। সূর্য্যের সহিত বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার বিবাহ হইয়াছিল। কিছুকাল পরে সংজ্ঞা সূর্যোর তীব্র তাপ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের শরীর হইতে স্বসদৃশরূপ ছায়া নাম্নী এক কামিনীকে বহির্গত করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিধিস্বরূপ সূর্যোর নিকট রাখিয়া পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। পতিসেবা পরিত্যাগ করায় পিতা বিশ্বকর্মা তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তখন সংজ্ঞা অভিমানে পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্বক উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিয়া অশ্বিনী বা ঘোটকীরূপ ধারণান্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য সংজ্ঞার পলায়ন বার্তা বিদিত হইয়া বিশ্বকর্মার আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় সংজ্ঞাকে না পাওয়ায় যোগবলে সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। তখন তিনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিলেন এবং তথায় কিছুদিন অশ্বিনীর সহিত অবস্থিতি করায় তাঁহার গর্ভে সূর্যোর যমজ পুত্রদ্বয় জন্মে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হইলেন।

অশ্বিনীকুমারযুগল চিকিৎসাবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বর্গলোকে সুচিকিৎসায়

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ রুদ্রেতি। রুদ্রাশ্চ আদিত্যাশ্চ বসবশ্চ যে চ সাধ্যাঃ নাম দেবাঃ বিশ্বেদেবাঃ অশ্বিনৌ দেবৌ, মরুতো মরুদ্‌গণাঃ উষ্মাণং পিবন্তীত্যুষ্মপাঃ পিতরঃ, "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। স্মৃতিশ্চ গন্ধর্বাশ্চ যক্ষাশ্চ

"যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্নন্তি বাগ্‌যতাঃ।
তাবদশ্নন্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণা॥ ইতি।

অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ তে সর্ব এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ। ২২

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন। রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ ও বসুগণ, আর যাঁহারা সাধ্য নামক দেবগণ তাঁহারা এবং বিশ্বদেবগণ, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগল, সপ্ত মরুদ্‌গণ। উষ্মভাগ পান করেন যাঁহারা তাঁহারা

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া স্বর্গবৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। 'চিকিৎসাসার তন্ত্র' গ্রন্থ ইহাদের দ্বারা রচিত। শর্যাতি রাজার দুহিতা সুকন্যা মহর্ষি চ্যবনের পত্নী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবন ঋষির আশ্রমে রূপলাবণ্যবতী সুকন্যাকে দেখিয়া কামভোগের বহির্ভূত ঋষিকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করিতে বলেন; কিন্তু পতিব্রতা সুকন্যা ইহাতে অসম্মতা হন। তখন অশ্বিনী-কুমারদ্বয় বলেন যে, তাঁহারা চ্যবন মুনিকে যৌবনসম্পন্ন করিবেন, যদি সুকন্যা মহর্ষি চ্যবনকে অথবা তাঁহাদের যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করেন। সুকন্যার মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া ঋষি এই বিষয়ে সম্মতি দেন। অনন্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নির্দেশে চ্যবন ঋষি সুরূপার্থী হইয়া জলমধ্যে প্রবেশ করেন এবং অশ্বিনীতনয়যুগল সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হন। তিন জনে দিব্যরূপ লইয়া উত্থিত হইলে সুকন্যা তুল্যাকারে অবস্থিত সেই তিন জনের মধ্যে স্বীয় পতি চ্যবনকেই বরণ করিলেন। বাঞ্ছিত বয়োরূপ ও ভার্য্যালাভ করিয়া মহর্ষি চ্যবন সন্তুষ্ট চিত্তে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেবরাজের সমক্ষে সোমপায়ী করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি দেন। পরে রাজা শর্যাতির যজ্ঞে ভৃগুনন্দন চ্যবন যাজন কর্ম আরম্ভ করেন। মুনিবর অশ্বিনীতনয় দেবদ্বয়ের নিমিত্ত সোমগ্রহণ করিলেন। ইন্দ্র 'ইহারা সোমপানে অযোগ্য' বলিয়া ঋষিকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঋষি ইন্দ্রের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিমিত্ত সোমগ্রহণ করেন। ইহাতে ইন্দ্র ঋষির উপর বজ্রপ্রহারে উদ্যত হইলে চ্যবন তাঁহার বাহু স্তম্ভিত করিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ ঋষি ইন্দ্রনাশার্থ তপোবলে মদ নামক মহাসুররূপ কৃত্যা উৎপন্ন করেন। তখন ইন্দ্র ভয়ার্ত হইয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলেন, 'আজ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপায়ী হইবে।'

উষ্মপ, পিতৃগণ। শ্রুতিবাক্যে আছে, পিতৃগণ নিবেদিত দ্রব্যের উষ্মাংশ বা তেজোভাগ গ্রহণ করেন। মনু স্মৃতিতেও (৩।২৩৭) কথিত হইয়াছে, "যতক্ষণ অন্ন উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ বাক্ সংযমপূর্বক পিতৃগণ অন্ন ভোজন করেন। যে পর্যন্ত ঘৃতের গুণ উক্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাঁহারা আহার করেন না। গন্ধর্বগণ ও যক্ষগণ ও বিরোচনাদি অসুরগণ ও সিদ্ধগণের সংঘসমূহ। তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন—এইরূপ অন্বয় হইবে। ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্॥ ২৩

অন্বয়—মহাবাহো, বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহূরুপাদং বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং তে মহৎরূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ, অহং তথা [প্রব্যথিতঃ]। ২৩

মূলের অনুবাদ—হে মহাবাহো, বহুমুখ, বহুনেত্র, বহুবাহু, বহুউরু, বহুপদ ও বহুউদর বিশিষ্ট এবং বহুদন্ত দ্বারা বিভীষণ তোমার বিশাল আকৃতি দেখিয়া সবলোক অত্যন্ত ভীত হইয়াছে এবং আমিও[১] অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। ২৩

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো, মহদত্যূর্জিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সবে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ, তথাহং প্রব্যথিতোঽস্মি। কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা? বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ, বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ, বহ্বীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ। ২৩

টীকার অনুবাদ—আরও অর্জুন বলিতেছেন। হে মহাবাহো, তোমার মহৎ, অতি উর্জিত (বিরাট) মূর্তি দেখিয়া সবলোক প্রব্যথিত, অতিভীত

---

১ অহমপি প্রব্যথিতঃ ব্যথাং পীড়াং দেহেন্দ্রিয়প্রচলনং প্রাপ্তঃ।—আনন্দগিরি।

হইয়াছে। তদ্রূপ আমিও প্রব্যথিত হইয়াছি। কীদৃশ রূপ দেখিয়া? বহু বক্‌ত্র ও বহু নেত্র যাহাতে তাহা। বহু বাহু ও উরু ও পাদ যাহাতে তাহা। বহু উদর যাহাতে বিদ্যমান তাদৃশ। বহু দংষ্ট্রা দ্বারা করাল, বিকৃত। ইহার অর্থ রৌদ্র। ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪

অন্বয়—বিষ্ণো, নভঃস্পৃশং দীপ্তম্ অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতান্তরাত্মা অহং ধৃতিং শমং চ ন হি বিন্দামি। ২৪

মূলের অনুবাদ—হে বিষ্ণো[১], আকাশস্পর্শী প্রজ্জ্বলিত নানাবর্ণবিশিষ্ট

---

১ রামের ন্যায় কৃষ্ণও বিষ্ণুর পূর্ণশক্তি, খণ্ডশক্তি নহেন। বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপে দেখিলেন। অষ্টভুজ মহাবিষ্ণুর পূর্ণশক্তি ১৯৮৫ খ্রীঃ মথুরায় কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। অধুনা ভগবান কল্কিদেব দিব্য দেহে যে গুপ্তলীলা করিতেছেন তাহা সিদ্ধযোগী ভৈরবানন্দ ও সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ২২ সূক্তে ১৬-২১ ছয় ঋক বিষ্ণুসূক্ত নামে খ্যাত। উক্ত ঋগ্বেদীয় বিষ্ণুসূক্ত অনুবাদ সহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ ॥ ১
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংসুরে ॥ ২
ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধারয়ন্ ॥ ৩
বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ॥ ৪
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥ ৫
তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো, জাগৃবাংসো সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ৬

আচার্য্য সায়ণকৃত ভাষ্য—বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ সপ্তধামভিঃ সপ্তভির্গায়ত্র্যাদিভি শ্ছন্দোভিঃ সাধনভূতৈঃ যতঃ পৃথিব্যাঃ যস্মাদ্ ভূপ্রদেশাৎ বিচক্রমে বিবিধং পাদক্রমণং কৃতবান্। অতঃ অস্মাৎ পৃথিবীপ্রদেশাৎ নঃ অস্মান্ দেবাঃ অবন্তু। বিষ্ণোঃ পৃথিব্যাদি লোকেষু ছন্দোভিঃ সাধনৈর্জয়ং তৈত্তিরিয়া আমনন্তি—বিষ্ণুমুখা বৈ দেবাশ্ছন্দোভিরিমাঁল্লোকাননপজয্যমভ্যজয়ন্ (তৈত্তিরীয় সংহিতা

বিস্ফারিত মুখযুক্ত সমুজ্জ্বল বিশাল নয়ন শোভিত তোমাকে দেখিয়া আমার মন অতিভীত হইয়াছে এবং আমি ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি না[১]। ২৪

শ্রীধরী টীকা—ন কেবলং ভীতোঽহমিয়েতাবদেব অপি তু নভঃ স্পৃশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভস্পৃক্ তম্। অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ।

[illegible] ইতি। বিষ্ণোঃ ত্রিবিক্রমাবতারে পাদত্রয়ক্রমণস্য পৃথিব্যাপাদানম্। পৃথিবীপ্রদেশং রক্ষণং নাম ভূর্লোকে বর্তমানানং পাপনিবারণম্। ১

বিষ্ণুঃ ত্রিবিক্রমাবতারধারী ইদং প্রতীয়মানং সর্বং জগদুদ্দিশ্য বিচক্রমে বিশেষেণ ক্রমণং কৃতবান্। তদা ত্রেধা ত্রিভিঃ প্রকারৈঃ পদং নিদধে স্বকীয়ং পাদং প্রক্ষিপ্তবান। অস্য বিষ্ণোঃ পাংসুরে ধুলিযুক্তে পাদস্থানে সমূলহম্ ইদং সর্বং জগৎ সমাগন্তর্ভূতম্। সেয়মৃক্ যাস্কেনৈবং ব্যাখ্যাতা—বিষ্ণুর্বিশতের্বা ব্যশ্নোতের্বা যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূণিঃ সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসীত্যোর্ণবাভঃ সমূলহমস্য পাংসুরে প্যায়নে-ঽন্তরিক্ষে পদং ন দৃশ্যতেঽপি বোপমার্থে স্যাৎ পাংসুর ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা পন্নাঃ শেরত ইতি বা পংসনীয়া ভবন্তীতি বা। (নিরুক্ত ১২।১৮-১৯) ইতি। ২

অদাভ্যঃ কেনাপি হিংসিতুমশক্যঃ গোপাঃ সর্বস্য জগতঃ রক্ষকঃ বিষ্ণুঃ পৃথিব্যাদি স্থানেষু অতঃ এতেষু ত্রীণি পদানি বিচক্রমে। কিং কুর্বন্। ধর্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি ধারয়ন্ পোষয়ন্। ৩

হে ঋত্বিগাদয়ঃ বিষ্ণোঃ কর্মাণি পালনাদীনি পশ্যত। যতঃ যৈঃ কর্মভিঃ ব্রতানি অগ্নিহোত্রাদীনি পস্পশে সর্বো যজমানঃ স্পৃষ্টবান্। বিষ্ণোরনুগ্রহাৎ অনুতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। তাদৃশো বিষ্ণু ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ যোজ্যঃ অনুকূলঃ সখা ভবতি। বিষ্ণো-রিন্দ্রানুজত্বং দ্রষ্টা হতপুত্রঃ ইত্যনুবাকে 'অথৈব তর্হি বিষ্ণুঃ' (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।৪।১২।১) ইত্যাদিনা প্রপঞ্চেন তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। ৪

সূরয়ঃ বিদ্বাংস ঋত্বিগাদয়ঃ বিষ্ণোঃ সম্বন্ধি পরমম্ উৎকৃষ্টং তৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধং পদং স্বর্গস্থানং শাস্ত্রদৃষ্টা সর্বদা পশ্যন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ দিবীব আকাশে যথা আততং সর্বতঃ প্রসৃতং চক্ষুঃ নিরোধাভাবেন বিশদং পশ্যতি তদ্বৎ। ৫

পূর্বোক্তং বিষ্ণোঃ যৎ পরমং পদম্ অস্তি তৎ পদং বিপ্রাসঃ মেধাবিনঃ সমিন্ধতে সম্যক্ দীপয়ন্তি কীদৃশাঃ বিপন্যবঃ বিশেষেণ স্তোতার জাগৃবাংসঃ শব্দার্থয়োঃ প্রমাদ রাহিত্যেন জাগরূকাঃ। ৬

১ সর্বব্যাপিনমতিমাত্রমত্যদ্ভুতমতিঘোরং চ ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রশিথিল-সর্বাবয়বো ব্যাকুলেন্দ্রিয়শ্চ ভবামীত্যর্থঃ।—রামানুজাচার্য্য।

দীপ্তং তেজোযুক্তম্। অনেকে বর্ণা যস্য তম্ অনেকবর্ণম্, ব্যাত্তানি বিবৃতানি আননানি যস্য তম্, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্ এবম্ভূতং ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে। ২৪

টীকার অনুবাদ—আমি শুধু ভীত হইয়াছি তাহা নহে, তাহা অপেক্ষাও অধিক। যাহা নভোমণ্ডল স্পর্শ করে তাহা নভঃস্পৃক্। ইহার অর্থ, অন্তরীক্ষ-ব্যাপী। দীপ্ত, তেজোযুক্ত। বহু বর্ণ যাঁহার তাহা অনেক বর্ণ। ব্যত্ত, বিবৃত আননসমূহ যাঁহার তাহা। দীপ্ত বিশাল নেত্রসমূহ যাঁহার তাহা। এবম্ভূত তোমাকে দেখিয়া প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত অন্তরাত্মা, মন যাহার সেই আমি ধৃতি, ধৈর্য্য ও উপশম (শান্তি) লাভ করিতেছি না। ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানল-সন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

অন্বয়—দেবেশ, জগন্নিবাস, দংষ্ট্রাকরালানি কালানল-সন্নিভানি তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব [অহং] দিশঃ ন জানে, শর্ম চ ন লভে। ২৫

মূলের অনুবাদ—হে দেবেশ্বর, হে জগদাধার, তুমি প্রসন্ন হও। ভয়ংকর দন্তযুক্ত ও প্রলয়াগ্নিতুল্য তোমার মুখসমূহ দেখিয়াই আমার বিভ্রম ঘটিতেছে এবং আমি সুখ পাইতেছি না। ২৫

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। ভো দেবেশ, তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি। শর্ম সুখং চ ন লভে। ভো জগন্নিবাস, প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি? দংষ্ট্রাভিঃ করালানি কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি। ২৫

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন। হে দেবেশ্বর, তোমার মুখসমূহ দেখিয়া আমি দিঙমূঢ় হইয়াছি এবং শর্ম, সুখ পাইতেছি না। হে

জগন্নিবাস, প্রসন্ন হও। কাদৃশ মুখসমূহ দেখিয়া ? বহু দংষ্ট্রা দ্বারা করাল, বিকৃত এবং কালানল, প্রলয়াগ্নি তৎসদৃশ মুখসমূহ। ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিৎ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

অন্বয়—অবনিপালসংঘৈঃ সহ অমী চ ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্বে এব পুত্রাঃ তথা ভীষ্মঃ দ্রোণঃ অসৌ সূতপুত্রঃ চ অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ সহ ত্বরমাণাঃ তে দংষ্ট্রাকরালানি বক্ত্রাণি বিশন্তি। কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ [বিশিষ্টাঃ] দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে। ২৬-২৭

মূলের অনুবাদ—নৃপতিগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ দুর্যোধনাদি এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও অধিরথপুত্র কর্ণ আমাদের মুখ্যতম যোদ্ধৃগণ সহ তোমার মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। ২৬

মূলের অনুবাদ—দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহারা করাল দন্তযুক্ত তোমার ভয়ংকর বদনগহ্বরে প্রবেশ করিতেছেন। কাহাকেও কাহাকেও চূর্ণিত মস্তকে তোমার দন্ত সমূহের সন্ধিস্থলে সংলগ্ন দেখা যাইতেছে। ২৭

শ্রীধরী টীকা—যচ্চান্যদ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং চ মম দেহে পশ্যেতি যদ্ভগবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্নাহ অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্যোধনাদয়ঃ সর্বে অবনিপালানাং জয়দ্রথাদীনাং সঙ্ঘাঃ সঙ্ঘৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ

সূতপুত্রশ্চ কর্ণঃ। ন কেবলং তে এব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারো যেঽস্মদীয়া যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডিধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ। ২৬

শ্রীধরী টীকা—বক্ত্রাণীতি। এতে সর্বে ত্বরমাণা ধাবন্ত ইব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি ভয়ংকরাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি। তেষাং মধ্যে কেচিৎ চূর্ণীকৃতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সংদৃশ্যন্তে। ২৭

টীকার অনুবাদ—এই যুদ্ধে ভাবী জয় ও পরাজয়াদি এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর, তৎসমুদয়ও আমার দেহে দেখ—এই যে ভাবগত বাক্য তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জুন এই পাঁচ শ্লোকে বলিতেছেন। এই সেই দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, জয়দ্রথাদি অবনীপালগণ, রাজগণের সংঘ, সমূহ সহই তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। এইরূপ উত্তর (পরবর্তী) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। আর ভীষ্ম ও দ্রোণ এবং সূতপুত্র কর্ণ ও কেবল তাহারাই প্রবেশ করিতেছেন—তাহা নহে, পরন্তু প্রতিযোদ্ধৃগণ, আমাদের পক্ষে মুখ্য যোদ্ধবৃন্দ শিখণ্ডি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি তাঁহাদের সহিত ব্যস্ত তোমার মুখেই প্রবেশ করিতেছেন। ২৬

টীকার অনুবাদ—ইহারা সকলে ত্বরমাণ, ধাবমান হইয়া তোমার দংষ্ট্রাসমূহ দ্বারা করাল, বিকৃত ভয়ংকর মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিচূর্ণিত উত্তমাঙ্গ, মস্তকসমূহ দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া তোমার দন্তসন্ধিসমূহে সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। ২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি * ॥ ২৮

অন্বয়—যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ সমুদ্রম্ এব অভিমুখাঃ [সন্তঃ] দ্রবন্তি, তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিতঃ জ্বলন্তি তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৮

* বক্ত্রাণ্যভি জ্বলন্তি তো ইতি বা পাঠঃ।

মূলের অনুবাদ—যেমন নদীসমূহের নানা জলস্রোত সমুদ্রাভিমুখী হইয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, সেইরূপ ঐ পার্থিব বীরবৃন্দ চারিদিকে দীপ্যমান তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছেন। ২৮

শ্রীধরী টীকা—প্রবেশমেব দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। নদীনামনেকমার্গ প্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তো যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি প্রবিশন্তি তথা অমী যে নরলোকবীরাস্তেঽভিবিজ্বলন্তি সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি। ২৮ নরলোকবীরাস্তেঽভিবিজ্বলন্তি

টীকার অনুবাদ—বিশ্বরূপের মুখমধ্যে প্রবেশকেই দৃষ্টান্ত দ্বারা অর্জুন বর্ণনা করিতেছেন। নানা মার্গে বহমান নদীসমূহের বহু জলস্রোত বা বারিবেগ সমুদ্রের অভিমুখী হইয়া যেরূপ সমুদ্রেই প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ মর্ত্যলোকের বীরগণ সর্বদিকে প্রদীপ্যমান তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছেন। ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯

অন্বয়—যথা পতঙ্গাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ [সন্তঃ] নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি, তথা এব লোকাঃ অপি নাশায় তব বক্ত্রাণি বিশন্তি। ২৯

মূলের অনুবাদ—যেমন পতঙ্গসমূহ দ্রুতবেগে মরণার্থ জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তদ্রূপ ঐ সকল লোকও বর্ধিত বেগে মৃত্যুর জন্যই তোমার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। ২৯

শ্রীধরী টীকা—অবশানেন প্রবেশে নদীবেগে। দৃষ্টান্ত উক্তঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলনমগ্নিং পতঙ্গাঃ পক্ষপক্ষী বিশেষাঃ বুদ্ধিপূর্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা অপি তবমুখানি প্রবিশন্তি। ২৯

টীকার অনুবাদ—অবশভাবে প্রবেশে নদীবেগের দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে। এখন বুদ্ধিপূর্বক (স্বেচ্ছায়) প্রবেশের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। প্রদীপ্ত জ্বলনে, অগ্নিতে পতঙ্গসমূহ, ক্ষুদ্র পক্ষীবিশেষ শলভসমূহ বুদ্ধিপূর্বক দ্রুত বেগে যেরূপ বিনাশ, মরণ নিমিত্তই প্রবেশ করে, তদ্রূপই এই জনগণও তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করিতেছে। ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ
লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

অন্বয়—জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লেলিহ্যসে। বিষ্ণো, তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য প্রতপন্তি। ৩০

মূলের অনুবাদ—হে বিষ্ণো, জ্বলন্ত বদনসমূহ দ্বারা তুমি এই সমস্ত লোককে গ্রাস করিতে করিতে চারি দিকে লেহন করিতেছ। তোমার তীব্র প্রভাসমূহ সমস্ত জগৎকে তেজো দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া যেন সন্তাপিত করিতেছে। ৩০

শ্রীধরী টীকা—ততঃ কিমত আহ—লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানো গিলন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্বানেতান্ বীরান্ সমন্তাৎ সর্বতো লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈঃ? জ্বলদ্ভির্বদনৈঃ। কিঞ্চ হে বিষ্ণো, তব ভাসো দীপ্তয়-স্তেজোভিঃ বিস্ফুরণৈঃ সমস্তং জগৎ ব্যাপ্য উগ্রাস্তীব্রাঃ সত্যঃ প্রতপন্তি সন্তাপয়ন্তি। ৩০

টীকার অনুবাদ—তৎপরে কি হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন বলিতেছেন, তুমি চতুর্দিকে সমগ্র লোকসমূহকে, এই সমস্ত বীরকে গ্রাস করিতে করিতে (গিলিতে গিলিতে) ভীষণভাবে ভক্ষণ করিতেছ। কিসের দ্বারা? জ্বলন্ত মুখসমূহ দ্বারা। অর্জুন আরও বলিতেছেন—হে বিষ্ণো, তোমার আভাসমূহ,

দীপ্তিসমূহ, তেজোসমূহ বিস্ফুরণ (প্রখর প্রকাশ) দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া সন্তাই উগ্র, তীব্র তাপ দান করিতেছে। ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

অন্বয়—উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ? [ইতি] মে আখ্যাহি, তে নমঃ অস্তু। দেববর, প্রসীদ, আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি, হি তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি। ৩১

মূলের অনুবাদ—হে দেববর, আপনি প্রসন্ন হউন। কৃপা করিয়া আমাকে বলুন, উগ্ররূপধারী আপনি কে? আপনাকে ভক্তিভরে নমস্কার করি। আপনি পরম পুরুষ ও আপনার প্রচেষ্টা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আপনাকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। ৩১

শ্রীধরী টীকা—যত এবং তস্মাৎ—আখ্যাহীতি। ভবানুগ্ররূপঃ ক ইত্যাখ্যাহি কথয়। তুভ্যং নমোঽস্তু হে দেববর, প্রসীদ প্রসন্নো ভব। ভবন্তমাদ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতুমিচ্ছামি। যতস্তব প্রবৃত্তিং চেষ্টাং কিমর্থমেবং প্রবৃত্তোঽসীতি ন জানামি। এবন্তূতস্য তব প্রবৃত্তিং বার্ত্তামপি ন জানামীতি বা। ৩১

টীকার অনুবাদ—যেহেতু পূর্বোক্ত প্রকার ভয়ংকর মূর্তি অর্জুন দেখিতেছেন, সেই হেতু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উগ্ররূপধারী আপনি কে, তাহা আমাকে বলুন। তোমাকে নমস্কার করি। হে দেববর, প্রসন্ন হও। তুমি আদি পুরুষ। তোমাকে বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। যেহেতু আমি জানি না তোমার প্রবৃত্তি, প্রচেষ্টা কি হেতু? কি জন্য তুমি এইরূপে প্রবৃত্ত হইয়াছ? অথবা উক্তরূপ তোমার প্রবৃত্তি, বার্তাও জানি না। ৩১

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বা* ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ॥ ৩২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, [অহং] লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি, লোকান্ সমাহর্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ। ত্বাং ঋতে অপি প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ [তে] সর্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি। ৩২

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, "আমি লোকনাশকারী অত্যুৎকট মহাকাল[১] এবং সর্বলোক সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি না মারিলেও বিপক্ষ সৈন্যদলে অবস্থিত যোদ্ধৃগণ কেহই জীবিত থাকিবে না। ৩২

শ্রীধরী টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—কালোঽস্মীতি ত্রিভিঃ। লোকানাং ক্ষয়কর্তা প্রবৃদ্ধোঽত্যুগ্রঃ কালোঽস্মি। লোকান্ প্রাণিনঃ সংহর্তুমিহ লোকে প্রবৃত্তোঽস্মি অতঃ ঋতে ত্বামিতি। ত্বাং হন্তারং বিনাপি

---

* ত্বাং ইতি বা পাঠঃ।

১ মহাকাল অনন্ত, অনাদি, অক্ষয় ও বিশ্বসংহর্তা এবং ঘটস্থ কাল সান্ত ও দেহরূপ ঘটে একুশ হাজার ছয়শত বার করিয়া অজপা জপরূপ শ্বাসে প্রতি দিবারাত্রি ফুরাইয়া যায়। যোগবলে কালাতীত হওয়া যায় ও সমাধি সময়ে শ্বাসগতি নিরুদ্ধ হয়। এই কালের পরিমাণ অনুসারে জীবায়ু নির্দিষ্ট হয়। আনন্দগিরি বলেন, "কালঃ ক্রিয়াশক্ত্যুপহিত পরমেশ্বরঃ।" ইহার অর্থ, ক্রিয়াশক্তিরূপ উপাধিযুক্ত পরমেশ্বরই কাল। গীতার (১০।৩৩) শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, আমিই অক্ষয় কাল, এবং (১০।৩০) শ্লোকে বলিতেছেন, কালঃ কলয়তামহম্। মৈত্রী উপনিষদে (৬।১৫) আছে, "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে কালশ্চাঽকালশ্চ। অথ যঃ প্রাগাদিত্যাৎ সোঽকালোঽকালঃ। অথ য আদিত্যাৎ স কালঃ সকলঃ।" ইহার অর্থ, ব্রহ্মের দুই রূপ বিদ্যমান—কাল ও মহাকাল। যাহা সূর্যের পূর্বে উৎপন্ন তাহা কলাতীত মহাকাল, আর আদিত্যের পরে সৃষ্ট, তাহা কলাযুক্ত কাল। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে মহাকালই শিব বা ব্রহ্ম। সমাধিবান্ মহাজন কালাতীত হন।

ন ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ত্বয়া ন হন্তব্যাঃ এতে, তথাপি মযা কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কে তে? প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্বেঽপি। ৩২

টীকার অনুবাদ—এইরূপে প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তিন শ্লোকে বলিতেছেন। আমি সর্বলোকের ক্ষয়কর্তা, নাশকারী প্রবৃদ্ধ, অত্যুগ্র কাল। লোকসমূহকে, প্রাণিগণকে সংহার করিবার জন্য ইহলোকে প্রবৃত্ত হইয়াছি; অতএব, তুমি হন্তারূপে না থাকিলেও ইহারা কেহই জীবিত থাকিবে না। যদি তুমি ইহাদের হন্তা না হও, তথাপি আমি কালরূপে ইহাদিগকে গ্রাস করিয়া মারিবই। কে তাহারা? প্রত্যনীকসমূহে, যোদ্ধৃবৃন্দের মধ্যে প্রতিপক্ষ সৈন্যদলে ভীষ্ম ও দ্রোণাদি যে সকল মুখ্য যোদ্ধা বিদ্যমান তাহারা সকলেই মরিবে। ৩২

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্॥ ৩৩

অন্বয়—তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ, যশঃ লভস্ব, শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুংক্ষ্ব ময়া এতে পূর্বম্ এব নিহতাঃ। সব্যসাচিন্, ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। ৩৩

মূলের অনুবাদ—হে সব্যসাচিন্[১], তুমি যুদ্ধার্থ গাত্রোত্থান কর এবং যুদ্ধ জয়পূর্বক যশোলাভ কর। শত্রুদিগকে জয় করিয়া নিষ্কণ্টক বিশাল রাজ্য

---

১ মহাভারতে আছে—

উভৌ মে দক্ষিণে পাণী গাণ্ডীবস্য বিকর্ষণে।
তেন দেবমনুষ্যেষু সব্যসাচীতি মাং বিদুঃ॥

আমার বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্ত গাণ্ডীব ধনুর বিকর্ষণে (শর সন্ধানে) সমান ভাবে সমর্থ। সেইজন্য দেবগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে আমাকে সব্যসাচী বলে—অর্জুন বলিলেন।

ভোগ কর। মৎকর্তৃক ইহারা পূর্বেই নিহত হইয়াছে। তুমি নিমিত্তমাত্র হও। ৩৩

শ্রীধরী টীকা—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বং যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি দুর্জয়া ভীষ্মাদয়োঽর্জুনেন নির্জিতা ইতোবম্ভূতং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি। অযত্নেন শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব। এতে চ তব শত্রবস্ত্বদীয়যুদ্ধাৎ পূর্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্ সব্যেন বামেন হস্তেন সচিতুং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে। ৩৩

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ ঘটিবে, সেই হেতু তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। দেবগণের দ্বারাও দুর্জেয় ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহাবীরগণ অর্জুন কর্তৃক নির্জিত হইলেন—এইরূপ মহাযশ লাভ কর, প্রাপ্ত হও। বিনা যত্নে শত্রুদিগকে পরাজিত করিয়া তুমি সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর। তোমার এই শত্রুগণ ত্বদীয় সংগ্রামের পূর্বেই কালরূপ মৎকর্তৃক নিহতপ্রায় হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তুমি নিমিত্তমাত্র[১] হও। হে সব্যসাচিন্—সব্য, বাম হস্ত দ্বারা শরসন্ধান স্বভাব যাহার তিনি সব্যসাচী। এই বুৎপত্তিগত অর্থে বামহস্ত দ্বারাও বাণক্ষেপে অভ্যাসহেতু অর্জুনকে সব্যসাচী বলা হয়। ৩৩

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪

অন্বয় দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং চ তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি ময়া হতান্ ত্বং জহি। মা ব্যথিষ্ঠাঃ, রণে সপত্নান্ জেতা অসি, [অতঃ] যুধ্যস্ব। ৩৪

---

১ মৎকর্তৃক হন্যমানগণের শস্ত্রাদিস্থানীয়—রামানুজাচার্য্য।

মূলের অনুবাদ—মৎকর্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য মহাবীর যোদ্ধাগণকে তুমি বিনাশ কর। তুমি ভয়হেতু ব্যথিত হইও না; কারণ শত্রুদিগকে নিশ্চয়ই তুমি জয় করিতে পারিবে। অতএব, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। ৩৪

শ্রীধরী টীকা—"ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ" ইত্যাদির্যা শংকা সাপি ন কার্যেত্যাহ দ্রোণং চেতি। যেভ্যস্ত্বং শংকসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতান্ ত্বং জহি ঘাতয়। মা ব্যথিষ্ঠা ভয়ং মা কার্ষীঃ। সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি। ৩৪

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আশংকা করিয়াছিলেন, 'আমি বুঝিতে পারিতেছি না' কোন্টি আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর—আমরা কৌরবগণকে জয় করিব, অথবা কৌরবগণ আমাদিগকে জয় করুক। ভগবান অর্জুনকে এই শ্লোকে বলিতেছেন, সেই আশংকা করা উচিত নহে। যে দ্রোণাদি বীরগণকে তুমি ভয় করিতেছ, তাহারা আমার দ্বারাই নিহত হইয়াছে। তুমি মাত্র তাহাদিগকে আঘাত কর। তুমি ভয় পাইও না। সপত্নগণকে, শত্রুগণকে রণে, যুদ্ধে নিঃসন্দেহে তুমি জয় করিবে। ৩৪

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা* ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ, কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ [সন্] কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা ভীতভীতঃ এব প্রণম্য ভূয়ঃ সগদ্গদম্ আহ। ৩৫

---

* নমস্কৃত্য ইতি বা পাঠঃ।

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, কেশবের এই বাক্য শুনিয়া কম্পমান অর্জুন করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া অতি ভীত চিত্তে পুনর্বার প্রণামপূর্ব্বক গদগদ ভাবে বলিলেন। ৩৫

শ্রীধরী টীকা—ততো যদ্বৃত্তং তদ্ ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। এতৎ পূর্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্। কথমাহ? ভয়হর্ষাদ্যাবেশবশাৎ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্তত ইতি সগদ্গদং যথা ভবতি তথা। কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা। ৩৫

টীকার অনুবাদ—তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট এই শ্লোকে বলিতেছেন। এই পূর্বোক্ত শ্লোকত্রয়রূপ কেশবের বাক্য শুনিয়া কম্পমান কিরীটী, অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে, সংপুটীকৃত দুই হস্তে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন। কি ভাবে বলিলেন? ভয় ও হর্ষ প্রভৃতি ভাবের আবেগবশে গদগদ স্বরে, কণ্ঠকম্প সহকারে ভীত হইতেও ভীত হইয়া প্রণাম করিয়া, অবনত হইয়া বলিতে লাগিলেন। ৩৫

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা

জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।

রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি

সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ॥ ৩৬

অন্বয়—অর্জুন উবাচ, হৃষীকেশ, তব প্রকীর্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি অনুরজ্যতে চ, রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ [প্রতি] দ্রবন্তি, সর্বে সিদ্ধসংঘাঃ চ নমস্যন্তি। [ইতি যৎ] তৎ স্থানে। ৩৬

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, "হে হৃষিকেশ, তোমার মহিমা কীর্তন দ্বারা বিশ্বজগৎ অতিশয় হৃষ্ট ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতেছে এবং

রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিগদিগন্তে পলায়ন করিতেছে এবং সর্বশ্রেণীর সিদ্ধগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। এই সমস্ত অতিশয় যুক্তিসঙ্গত।" ৩৬

শ্রীধরী টীকা—স্থান ইত্যেকাদশভিরর্জুনস্যোক্তিঃ। স্থান ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষিকেশ যত এবং তমদ্ভুতপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চাতস্তব প্রকীর্ত্যা মাহাত্ম্য-সংকীর্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামি কিন্তু জগৎ সর্বং প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি এতৎ তু স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ। তৎ জগদনুরজ্যতে অনুরাগং চোপৈতি ইতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্ত ইতি যৎ সর্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সঙ্ঘ নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ, এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব। ন চিত্রমিত্যর্থঃ। ৩৬

টীকার অনুবাদ—এই শ্লোক হইতে এগার শ্লোক পর্যন্ত অর্জুনের বাক্য। স্থানে এই অব্যয় পদ যুক্তিযুক্ত অর্থে ব্যবহৃত। হে হৃষিকেশ, যেহেতু তুমি এইরূপ অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন ও ভক্তবৎসল, অতএব তোমার প্রকীর্তি, মাহাত্ম্য সংকীর্তন দ্বারা কেবল আমিই প্রহৃষ্ট হইব না; কিন্তু সমস্ত জগৎ প্রকৃষ্ট প্রকর্ষ সহ হর্ষ প্রাপ্ত হইবে। ইহার অর্থ, ইহা যুক্তিযুক্তই। আর জগৎ তোমার প্রতি অনুরক্ত হয় ও রাক্ষসসমূহ ভীত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিতেছে এবং সমস্ত যোগ, তপস্যা ও মন্ত্র প্রভৃতি সহায়ে সিদ্ধগণ তোমাকে প্রণাম করেন—এই সমস্তই যুক্তিসঙ্গত, অর্থাৎ বিচিত্র নহে। ৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং যৎ ॥ ৩৭

অন্বয়—মহাত্মন্, অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে, আদিকর্ত্রে চ তে কস্মাৎ ন নমেরন্; সৎ অসৎ পরং যৎ অক্ষরং [ব্রহ্ম] তৎ ত্বম্ [এব] ৩৭

শ্লোকের অনুবাদ—হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগদাশ্রয়, তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও আদিকর্তা। কেন তোমাকে সকলে নমস্কার করিবে না? তুমি ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত এবং অক্ষর ব্রহ্ম[১]। ৩৭

শ্রীধরী টীকা—তত্র হেতুমাহ—কস্মাদিতি। হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস! কস্মাদ্ধেতোঃ তে তুভ্যং ন নমেরন্ ন নমস্কারং কুর্য্যুঃ? কথম্ভূতায়? ব্রহ্মণোঽপি গরীয়সে গুরুতরায় আদিকর্ত্রে চ ব্রহ্মণোঽপি জনকায়। কিঞ্চ সৎ। ব্যক্তং অসদব্যক্তং[২] চ তাভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বমেব এতৈর্নবভির্হেতুভিস্ত্বাং সর্বে নমস্যন্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ। ৩৭

টীকার অনুবাদ—কি হেতু তাঁহারা তোমাকে নমস্কার করেন, তাহার কারণ বলিতেছেন। তুমি কিরূপ? হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগদাশ্রয়, তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর এবং আদিকর্তা, ব্রহ্মারও জনক। আরও, তুমি ব্যক্ত জগৎ ও অব্যক্ত প্রকৃতি উভয়েরই প্রথম কারণ যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি। এই নয়টী কারণে[৩] তোমাকে সকলে নমস্কার করে। ইহা আর বিচিত্র কি? ৩৭

---

১ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা একার্থক নহে। ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ এবং ব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ নির্বিশেষ পরমাত্মা বা সচ্চিদানন্দ। তন্ত্রাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মলোক ব্রহ্মার লোক। তথায় সিদ্ধ সাধক বা সাধিকা স্থিতি বা বাস লাভ করেন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর এক এক দ্বীপে এক একটি ব্রহ্মা অবস্থিত। এই কথা দেবী ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে পঞ্চম হইতে পনের অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। আর বেদান্তোক্ত ব্রহ্মলোক ব্রহ্মের লোক বা ব্রহ্মই লোক। তথায় কোন লোক বা স্থিতিশীল স্থান নাই। ইহা নামরূপহীন জ্যোতির্লোক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাকে জ্যোতিঃসমুদ্র বলিতেন।

২ সৎপদার্থত্বেন অসৎ উপসন্তং প্রত্যবিষয়ত্বাৎ। অথবা অভাবোঽপি ধিয় নিজ নিজ বিশিষ্টবাচকবশ সংশ্লেষিতো জ্ঞানাকারমগ্ন্ বানো ন পরব্রহ্মসত্তাং ব্যতিরিক্তঃ সদসদ্রূপাভ্যাং পরং তদুভয়বুদ্ধিতিরোধানে তদ্রূপোপলব্ধেঃ। অভিনব গুপ্তাচার্য্য।

৩ মহাত্মা, অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস, ব্রহ্মা অপেক্ষাও গুরুতর, আদি কর্তা ব্যক্তের কারণ অব্যক্তের কারণ ও অক্ষর ব্রহ্ম।

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বং অনন্তরূপ ॥ ৩৮

অন্বয়—অনন্তরূপ, ত্বম্ আদিদেবঃ [যতঃ] পুরাণঃ পুরুষঃ। [অতএব] অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং তথা বেত্তা বেদ্যং চ পরং ধাম চ অসি। অতঃ ত্বয়া বিশ্বং ততম্। ৩৮

মূলের অনুবাদ—হে অনন্তস্বরূপ, হে আদিদেব, হে পুরাণ[১] পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান বা পরমাশ্রয়। তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এবং বিষ্ণুধাম বা ব্রহ্মধাম। তোমার দ্বারা এই বিশ্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত। ৩৮

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ ত্বমিতি। ত্বমাদিদেবো দেবানামাদিঃ। যতঃ পুরাণোঽনাদিঃ পুরুষস্ত্বম্। অতএব ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং লয়স্থানম্, তথা বিশ্বস্য বেত্তা বেদিতা জ্ঞাতা চ ত্বম্, যচ্চ বেদ্যং বস্তুজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তদপি ত্বমেবাসি। অতএব হে অনন্তরূপ, ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্। এতৈশ্চ সপ্তভির্হেতুভিস্ত্বমেব নমস্কার্য্য ইতি ভাবঃ। ৩৮

টীকার অনুবাদ—অর্জুন আরও বলিতেছেন, তুমি আদিদেব, দেবগণের আদি; যেহেতু তুমি পুরাণ, অনাদি পুরুষ। অতএব তুমি এই জগতের পরম নিধান, লয়স্থান এবং তুমি বিশ্বের বেত্তা, জ্ঞাতা। আর যে বেদ্য, জ্ঞেয় বস্তুজাত ও পরম ধাম, বৈষ্ণব পদ তৎসমস্তই তুমি। অতএব হে অনন্তরূপ, তোমার দ্বারাই এই জগৎ ব্যাপ্ত। ইহার অর্থ, এই সপ্ত[২] কারণে তুমি সকলের প্রণম্য, নমস্য। ৩৮

---

১ জগতঃ স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ ইতি।—আনন্দগিরি।

২ আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, বিশ্বনিধান, বিশ্ববেত্তা, বেদ্যতত্ত্ব, পরমধাম ও অনন্তরূপ।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯

অন্বয়—ত্বং বায়ুঃ যমঃ অগ্নিঃ বরুণঃ শশাংকঃ প্রজাপতিঃ চ পিতামহঃ। [অতঃ] তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ তু পুনঃ চ নমঃ [অস্তু], ভূয়ঃ অপি নমঃ নমঃ। ৩৯

মূলের অনুবাদ—তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, ব্রহ্মা[১] এবং ব্রহ্মারও জনক[২]। তোমাকে সহস্র সহস্রবার নমস্কার করি। আবার তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ৩৯

শ্রীধরী টীকা—ইতশ্চ ত্বমেব নমস্কার্য্যঃ সর্বদেবাত্মকত্বাদিতি স্তবন্ স্বয়মপি নমস্করোতি—বায়ুরিতি। বায্বাদিরূপস্ত্বমিতি সর্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্ প্রজাপতিঃ পিতামহস্তস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্। অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু। ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ভক্তিশ্রদ্ধাভরাতিরেকেন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্, বহুশঃ প্রণমতি। ৩৯

টীকার অনুবাদ—এই হেতু তুমি সকলেরই নমস্য ও তুমি সর্বদেবাত্মক। এইরূপে স্তব করিয়া অর্জুন স্বয়ংই ভগবানকে নমস্কার করিতেছেন। সর্বদেবাত্মকত্ব উপলক্ষণের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, তুমিই বায়ু প্রভৃতি রূপে অবস্থিত। প্রজাপতি, পিতামহ। তাঁহারও, ব্রহ্মারও জনক বলিয়া তুমি প্রপিতামহ। অতএব তোমাকে সহস্র সহস্র প্রণাম। আবারও সহস্র সহস্র বার তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপে ভক্তিশ্রদ্ধার আতিশয্যহেতু পুনঃ পুনঃ নমস্কারে পরিতৃপ্ত না হইয়া বহুবার প্রণাম করিতেছেন। ৩৯

---

১ কশ্যপাদি প্রজাপতিঃ ইত্যাদি শব্দেন বিরাড্ দক্ষাদয়ো গৃহ্যন্তে।—আনন্দগিরি
২ পিতামহো ব্রহ্মা তস্য পিতা সূত্রাত্মা অন্তর্যামী চ।—আনন্দগিরি

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০

অন্বয়—সর্ব তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ। তে সর্বতঃ এব নমঃ অস্তু। অনন্তবীর্য্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি। ততঃ [ত্বং] সর্বঃ অসি। ৪০

মূলের অনুবাদ—হে সর্বাত্মন্, তোমাকে সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রণাম করি। তোমাকে সর্ব দিকেই নমস্কার করি। হে অনন্তবীর্য্য, তুমি অমিতবিক্রমশালী ও বিশ্বব্যাপী ও সর্বস্বরূপ। ৪০

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ নম ইতি। হে সর্ব সর্বাত্মন্ সর্বাসু অপি দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু। সর্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ। অনন্তং বীর্য্যং সামর্থ্যং যস্য, তথাপি অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য সঃ, এবম্ভূতস্ত্বং সর্বং বিশ্বং সম্যগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে, ততঃ সর্বরূপোঽসি। ৪০

টীকার অনুবাদ—হে সর্ব, সর্বাত্মন সর্বদিকে তোমাকে নমস্কার। ভগবানের সর্বাত্মকত্ব প্রতিপাদন করিয়া অর্জুন বলিতেছেন। অনন্ত বীর্য্য, সামর্থ্য যাঁহার তিনি অনন্তবীর্য্য এবং অমিত বিক্রম, পরাক্রম যাঁহার তিনি অমিতবিক্রম। এই রূপে তুমি সমস্ত জগতের অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছ। কটক (বলয়) ও কুণ্ডল প্রভৃতি স্বকার্য্যে যেমন সুবর্ণ ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ তুমি সর্ববস্তুতে ওতপ্রোত রহিয়াছ বলিয়া সর্বস্বরূপ। ৪০

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং•
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

• তবেমং ইতি বা পাঠঃ

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ৪২

অন্বয়—তব ইদং মহিমানং অজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে, ইতি প্রসভং যদুক্তং, অচ্যুত, বিহারশয্যাসনভোজনেষু একঃ অথবা তৎ সমক্ষম্ অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি অহং ত্বাং অপ্রমেয়ং তৎ ক্ষাময়ে। ৪১-৪২

মূলের অনুবাদ—তোমার অপার মহিমা ও এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশে বা প্রেমভরে তোমাকে প্রাকৃত সখা ভাবিয়া হে কৃষ্ণ, হে যাদব প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন হঠকারিতায় করিয়াছি তজ্জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। ৪১

মূলের অনুবাদ—হে অচ্যুত! আমোদ, ক্রীড়া, শয়ন, আসন ও ভোজন সময়ে একাকী থাকিলে অথবা বন্ধুগণ সমক্ষে পরিহাসের জন্য তোমাকে যে ভাবে অসৎকার করিয়াছি, তাহার জন্য অপ্রমেয় তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ৪২

শ্রীধরী টীকা—ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতি দ্বাভ্যাম্। ত্বাং প্রাকৃতঃ সখেতি মত্বা প্রসভং হঠেন তিরস্কারেণ যদুক্তং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং তৎ? হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখেতি। সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিদং চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। ৪১ কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত, যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি। একঃ কেবলঃ। সখীন্ বিনা রহসি স্থিত ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিহসতাং সখীনাং সমক্ষং পুরতোঽপি তৎ সর্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়মচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি। ৪২

টীকার অনুবাদ—ইদানীং দুই শ্লোকে ভগবানের নিকট অর্জুন ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। তোমাকে প্রাকৃত সখা (বয়স্য) ইত্যাদি ভাবিয়া প্রসভ, হঠ তিরস্কার দ্বারা (অসম্ভ্রম সহকারে) যাহা বলিয়াছি তজ্জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এইরূপ পর শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। সেই অসম্ভ্রম বাক্যসমূহ কিরূপ? হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইত্যাদি। সখে ও ইতি পদদ্বয়ে আর্ষ সন্ধি হইয়াছে। সখ ইতি হওয়াই সন্ধিসঙ্গত। অসম্ভ্রম উক্তির কারণ—তোমার মহিমা ও বিশ্বরূপ না জানিয়া প্রমাদহেতু অথবা প্রণয়, স্নেহবশেই আমি বলিয়াছি। ৪১

অর্জুন আরও বলিতেছেন, হে অচ্যুত, এবং ক্রীড়াদি স্থানে পরিহাসার্থ তুমি মংকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছ। অর্থাৎ একাকী, কেবল সখিগণ ব্যতীত নির্জনে অবস্থিত। অথবা সেই সকল পরিহাসকারী সখিদের সম্মুখেও। সেই সমস্ত অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা চাহিতেছি তোমার নিকট, যে তুমি অপ্রমেয়, অচিন্ত্যপ্রভাব। ৪২

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩

অন্বয়—অপ্রতিমপ্রভাব, ত্বম্ অস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা অসি। [অতঃ ত্বম্] পূজ্যঃ চ গুরুঃ চ গরীয়ান্ চ অসি। [অতঃ] লোকত্রয়ে অপি ত্বৎসমঃ ন অস্তি, অভ্যধিকঃ অন্যঃ কুতঃ? ৪৩

মূলের অনুবাদ—হে অতুল্যপ্রভাব, তুমি এই স্থাবর ও জঙ্গম বিশ্বের স্রষ্টা এবং পূজ্য গুরু এবং গুরু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। এই জগতে তোমার সমান আর কেহ নাই। তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ[১] আর কোথায়? ৪৩

---

১ উক্ত মর্মে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৬।৮) এই শ্লোক পাওয়া যায়—

শ্রীধরী টীকা—অচিন্ত্যপ্রভাবমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমঃ তথাবিধঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিম-প্রভাব, ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি। অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়ান্ গুরুতরঃ, অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি পরমেশ্বরস্যান্যস্যাভাবাৎ[১], ত্বত্তোঽভ্যধিকঃ [২] পুনঃ কুতঃ স্যাৎ। ৪৩

টীকার অনুবাদ—অর্জুন ভগবানের অচিন্ত্য প্রভাবের বর্ণনা দিতেছেন। যাহার প্রতিমা, উপমা নাই তাহা অপ্রতিম। তথাবিধ প্রভাব যাহার তাদৃশ তুমি নিরুপমপ্রভাব। তুমি এই চরাচর লোকের পিতা, জনক। অতএব পূজ্য ও গুরু ও গুরু অপেক্ষাও গুরুতর। এই হেতু ত্রিভুবনেও তোমার তুল্য অন্য কেহ আর নাই, অন্য পরমেশ্বরের অভাবহেতু পুনরায় তোমা হইতে অভ্যধিক, শ্রেষ্ঠতর কিরূপে হইবে? ৪৩

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ৪৪

অন্বয়—দেব, তস্মাৎ অহং কায়ংপ্রণিধায় প্রণম্য ঈড্যং ত্বাং প্রসাদয়ে,

---

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তিবিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥

সেই পরমেশ্বরের শরীর ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহার সমান অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ দৃষ্ট হন না। ইঁহার বিচিত্রা উৎকৃষ্টা মায়াশক্তি শ্রুত হয়। এই মায়া ঐতিহ্যরূপে সিদ্ধ, প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ নহে। ইঁহার জ্ঞানরূপ বল দ্বারা যে সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা অনাদি মায়া স্বরূপ।

১ ঈশ্বরভেদে প্রত্যেকং স্বাতন্ত্র্যাৎ তদৈকমত্যে হেত্বভাবাৎ নানামতিত্বে চৈকস্য সিসৃক্ষায়ামন্যস্য সংজিহীর্ষা সম্ভবাৎ ব্যবহারলোপাদযুক্তমীশ্বরনানাত্বমিত্যর্থঃ। —আনন্দগিরি

২ অভ্যধিকো সত্ত্ব কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি।—আনন্দগিরি

পুত্রস্য পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ঃ ইব প্রিয়ায়াঃ সোঢ়ুম্* অর্হসি। ৪৪

মূলের অনুবাদ—হে দেব, সেই হেতু আমি স্বদেহ দণ্ডবৎ নিপাতিত করিয়া প্রণামপূর্বক আরাধ্য ঈশ্বর তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। যেমন পিতা পুত্রের, অথবা সখা সখার, অথবা পতি পত্নীর অপরাধ ক্ষমা করে, তদ্রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৪৪ /

শ্রীধরী টীকা—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনমীড্যং স্তুত্যং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথং? কায়ং প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি। কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুর্মিত্রস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা, প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াঃ অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ। ৪৪

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু অর্জুন বলিতেছিলেন তুমি জগতের ঈশ, স্বামী। ঈড্য, স্তুত্য। তোমাকে আমি প্রসন্ন করিতেছি। কিরূপে? দেহকে দণ্ডবৎ অবনত করিয়া ও প্রকর্ষ সহ নত হইয়া। অতএব তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ, যোগ্য। কাহার তুল্য কে? পুত্রের অপরাধ কৃপাপূর্বক পিতা যেমন সহ্য করেন; সখার, মিত্রের অপরাধ স্বার্থশূন্য সখা, বন্ধু যেমন সহ্য করেন, এবং প্রিয় প্রিয়ার অপরাধ, প্রিয়ার প্রতি প্রণয়বশে যেমন সহ্য করে তদ্রূপ। ৪৪

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫

অন্বয়—দেব, [তব] অদৃষ্টপূর্বং [রূপং] দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি [তথা]

---

* প্রিয়ায়াঃ+অর্হসি এই পদদ্বয়ের সন্ধি হইলে প্রিয়ায়া অর্হসি হয়। সুতরাং প্রিয়ায়ার্হসি আর্ষ প্রয়োগ।

ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং [তস্মাৎ] তৎরূপং এবং মে দর্শয়। দেবেশ জগন্নিবাস, প্রসীদ। ৪৫

মূলের অনুবাদ—হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব তোমার বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া আমি অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়াছি; আবার ভয়ে আমার মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব কৃপা করিয়া আমাকে তোমার পূর্বরূপ দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৪৫

শ্রীধরী টীকা—এবং ক্ষমাপয়িত্বা প্রার্থয়তে—অদৃষ্টপূর্ব মিতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব, পূর্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি। তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতম্। তস্মান্মম ব্যথানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, প্রসন্নো ভব। ৪৫

টীকার অনুবাদ—এই প্রকার ক্ষমা করাইয়া দুই শ্লোকে অর্জুন ভগবান্‌কে প্রার্থনা জানাইতেছেন। হে দেব, পূর্বে অদৃষ্ট তোমার বিশ্বরূপ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু ভয়ে আমার মন প্রব্যথিত, বিচলিত হইয়াছে। সেই হেতু আমার ব্যথা নিবৃত্তির জন্য তোমার পূর্বরূপ আমাকে দেখাও। হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি প্রসন্ন হও। ৪৫

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—অহং তথা এব ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তং দ্রষ্টুম্ ইচ্ছামি। সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্তে, [ইদং রূপং উপসংহৃত্য] তেন এব চতুর্ভুজেন রূপেণ ভব। ৪৬

মূলের অনুবাদ—হে সহস্রবাহো, আমি তোমাকে পূর্ববৎ কিরীট

শোভিত চক্রহস্ত মূর্তিতে দেখিতে ইচ্ছা করি। সেই চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তিতে তুমি আবির্ভূত হও। ৪৬

শ্রীধরী টীকা—তদেব রূপং বিশেষয়য়াহ—কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং গদাবন্তং চক্রহস্তং চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যথা পূর্বং দৃষ্টোঽসি তথৈব। অতঃ হে সহস্রবাহো, বিশ্বমূর্তে, ইদং বিশ্বরূপং সংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেন ভব আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জুনঃ পূর্বমপি কিরীটাদিযুক্তমেব পশ্যতীতি গম্যতে। যত্তু পূর্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে "কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামীতি" তদ্বহুকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যং তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেবং তত্র বহুবচন ব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ। ৪৬

টীকার অনুবাদ—সেইরূপ কি প্রকার তাহাই বিশেষ করিয়া অর্জুন বলিতেছেন। পূর্বে যেমন কিরীটযুক্ত, গদাবিশিষ্ট ও চক্রহস্ত মূর্তিতে তুমি দৃষ্ট হইয়াছিলে, তোমাকে সেইরূপে আমি দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে সহস্রবাহো, হে বিশ্বমূর্তে, এই বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া সেই কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হও। ইহার দ্বারা প্রতীত হয়, পূর্বেও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভুজ দেখিতেন। কিন্তু পূর্বে বিশ্বরূপ দর্শনকালে ইহা অর্জুন কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, আমি কিরীটধারী, গদাযুক্ত ও চক্রধারীকে দেখিতেছি। তাহা বহু কিরীটাদিযুক্ত মূর্তি দর্শনের অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলেন। অথবা এতাবৎকাল পর্যন্ত তোমাকে কিরীটযুক্ত গদাধারী চক্রহস্ত ও সুপ্রসন্ন দেখিয়াছি সেই তোমাকেই সম্প্রতি তেজঃপুঞ্জসমন্বিত দুর্দর্শনীয় দেখিতেছি—এইরূপও হইতে পারে। অতএব তথায় বহুবচন প্রয়োগে পূর্বের সহিত বিরোধ হইল না। ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, অর্জুন, প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ তব ইদং তেজোময়ং অনন্তম্ আদ্যং মে পরং বিশ্বং রূপং দর্শিতং, তৎ [রূপং] ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্। ৪৭

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান বলিলেন, "হে অর্জুন, আমি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে এই সর্বাত্মক তেজোময় অন্তহীন আদিভূত আমার পরম স্বরূপ তোমাকে দেখাইলাম। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ পূর্বে এইরূপ দেখে নাই। ৪৭

শ্রীধরী টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জুন, কিমিতি বিভেষি। যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং-দর্শিতম্। আত্মনো মম যোগাৎ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরত্বমেবাহ। তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যং চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশাদ্ভক্তাদন্যেন পূর্বং ন দৃষ্টং তৎ। ৪৭

টীকার অনুবাদ—এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অর্জুনকে আশ্বাস প্রদানার্থ তিন শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, হে অর্জুন, তুমি ভয় পাইতেছ কেন? যেহেতু আমি প্রসন্ন হইয়া কৃপাপূর্বক তোমাকে এই উত্তমস্বরূপ দেখাইলাম। আমার যোগমায়ার প্রভাবে। এইরূপের শ্রেষ্ঠত্ব ভগবান বলিতেছেন। ইহা তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অন্তহীন ও আদ্য। আমার উক্তরূপ তোমার মত ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ পূর্বে দেখে নাই। ৪৭

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈঃ
ন চ ক্রিয়াভিঃ ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপং শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

অন্বয়—কুরুপ্রবীর, ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ন দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভিঃ, ন চ উগ্রৈঃ তপোভিঃ এবং রূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৪৮

মূলের অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, বেদাধ্যয়ন, বা যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন বা ধনাদি দান বা অগ্নিহোত্রাদি[১] যজ্ঞানুষ্ঠান[২] বা চান্দ্রায়ণাদি[৩] কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার এই বিশ্বরূপ নরলোকে তুমি ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। ৪৮

শ্রীধরী টীকা—এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধ্বা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—নেতি। বেদাধ্যয়নাতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ। যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যায়াঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ। ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভির্ন চোগ্রৈস্তপোভিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবং রূপোঽহং ত্বদন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ, অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি। ৪৮

---

১ যজ্ঞাগ্নিতে প্রত্যহ দুগ্ধাহুতি প্রদান।

২ সাধন সময়ে জীবনকে যজ্ঞরূপে ভাবিতে হয় ও সাধনান্তে এই মানব জীবনই যজ্ঞরূপে পরিণত হয়। ইহাই যজ্ঞানুষ্ঠানের চরম উদ্দেশ্য। উক্ত মর্মে বেদে আছে—

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্, প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাম্
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্, শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাম্।
বাগ্‌যজ্ঞেন কল্পতাং, মনো যজ্ঞেন কল্পতাম্ ॥

মানুষের আয়ু, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ ও মন প্রভৃতি সমস্তই যজ্ঞরূপে কল্পনা করিতে হয়। যজ্ঞপুরুষের সেবায় নিয়োজিত করিতে হয়। তখন মানব জীবন মোক্ষ যজ্ঞে পরিণত হয়।

৩ প্রতিমাসে শুক্লপক্ষে ও কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি ও হ্রাস অনুসারে আহারকালে অন্নগ্রাস এক হইতে পনের সংখ্যক পর্যন্ত বাড়ান ও কমান দ্বারা আহার সংযম।

টীকার অনুবাদ—এই অতি দুর্লভ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া তুমি কৃতার্থ হইয়াছ। ইহাই ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন। বেদাধ্যয়নের অতিরিক্ত যজ্ঞাধ্যয়ন না থাকায় যজ্ঞ শব্দ দ্বারা কল্পসূত্রাদিতে বিবৃত উক্ত যজ্ঞবিদ্যা লক্ষিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, বেদসমূহের ও তত্ত্ববিদ্যার অধ্যয়ন দ্বারা এবং দান দ্বারা ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারা ও চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা দ্বারা এই বিশ্বরূপ নরলোকে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। কেবল তুমিই আমার কৃপায় এই রূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য॥ ৪৯

অন্বয়—ঈদৃক্ ঘোরং মম ইদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা বিমূঢ়ভাবঃ চ মা [অস্তু]; ব্যপেতভীঃ প্রীতমনা চ [সন্] পুনঃ ত্বং মে ইদং তৎ রূপম্ এব প্রপশ্য। ৪৯

মূলের অনুবাদ—আমার এই ভয়ঙ্কর বিশ্বমূর্তি দেখিয়া তোমার ব্যথিত ও বিমূঢ়ভাব দূরীভূত হউক। পুনরায় তুমি নির্ভয় ও প্রফুল্ল হৃদয়ে আমার পূর্বমূর্তি প্রকৃষ্টরূপে দর্শন কর। ৪৯

শ্রীধরী টীকা—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি তর্হি ত্বদেব রূপং দর্শয়ামীত্যাহ—মা ত ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু। বিমূঢ়ভাবো বিমূঢ়ত্বং মাস্তু। ব্যপগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য। ৪৯

টীকার অনুবাদ—এই প্রকার ভয়ংকর মূর্তি দেখিয়া যদি তোমার ব্যথা হইয়া থাকে, তবে আমার পূর্বরূপই আমি দেখাইতেছি ইহাই ভগবান্ বলিতেছেন। মদীয় ঈদৃশ ঘোররূপ দেখিয়া তোমার ব্যথা ও বিমূঢ়তা দূরীভূত হউক। বিগতভয় ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় তুমি আমার পূর্বরূপ উত্তমরূপে দর্শন কর। ৪৯

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা॥ ৫০

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ, বাসুদেবঃ অর্জুনং ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস। [ততঃ] মহাত্মা সৌম্যবপুঃ ভূত্বাঃ পুনঃ ভীতম্ এনম্ আশ্বাসয়ামাস চ। ৫০

মূলের অনুবাদ—সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইরূপ বলিয়া পুনরায় স্বকীয় চতুর্ভুজ সৌম্যমূর্তি দেখাইলেন। বিশ্বরূপ ভগবান্ শান্তমূর্তি[১] ধারণপূর্বক ভয়প্রাপ্ত অর্জুনকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৫০

শ্রীধরী টীকা—এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেবরূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইতীতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জুনমেবমুক্ত্বা যথা পূর্বমাসীত্তথৈব কিরীটাদিভির্যুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দর্শয়ামাস। এনমর্জুনং ভীতমেবং প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা। ৫০

টীকার অনুবাদ—এই কথা বলিয়া ভগবান্ স্বীয় পূর্বরূপ অর্জুনকে দেখাইলেন—ইহা সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ইহা বলিয়া পূর্বে যেরূপ ছিলেন, সেইরূপ কিরীটাদি শোভিত চতুর্ভুজ মূর্তি পুনরায় দেখাইলেন। এইরূপে সৌম্যমূর্তি হইয়া ভয়বিহ্বল অর্জুনকে ভগবান্ পুনরায় আশ্বাস দিলেন। মহাত্মা অর্থে বিশ্বরূপ বা কৃপালু। ৫০

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, জনার্দন, তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা ইদানীম্ [অহং] সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি, প্রকৃতিং [চ] গতঃ [অস্মি]। ৫১

---

১ কটককুণ্ডলোঽষ্ণীষ-পীতাম্বরধর দ্বিভুজ শরীর—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী।

মূলের অনুবাদ—অর্জুন বলিলেন, হে জনার্দন,[১] তোমার এই সৌম্য মানুষ মূর্তি দেখিয়া এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ ও সুস্থতা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৫১

শ্রীধরী টীকা—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জুন উবাচ—দৃষ্টে্তি। সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তঃ জাতোঽস্মি। প্রকৃতিং স্বাস্থ্যং চ প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্। ৫১

টীকার অনুবাদ—অনন্তর নির্ভয় হইয়া অর্জুন বলিলেন, সম্প্রতি আমি প্রসন্নচিত্ত হইয়াছি। স্বকীয় প্রকৃতি ও সুস্থতা প্রাপ্ত হইয়াছি তোমার সৌম্যমূর্তি দর্শনে। অবশিষ্ট অংশের অর্থ স্পষ্ট। ৫১

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাংক্ষিণঃ॥ ৫২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, মম ইদং সুদুর্দর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি, দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাংক্ষিণঃ। ৫২

মূলের অনুবাদ—ভগবান্ বলিলেন, আমার যে দুর্লভদর্শন বিশ্বরূপ- তুমি দেখিয়াছ, দেবগণও সর্বদা ইহার দর্শন প্রার্থী। ৫২

শ্রীধরী টীকা—স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দর্শ মিতি। যন্মম বিশ্বরূপং ত্বং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্। অতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যন্তি। ৫২

টীকার অনুবাদ—স্বকৃত অনুগ্রহের অতি দুর্লভত্ব (দুষ্প্রাপত্ব) দেখাইয়া ভগবান্ বলিতেছেন, আমার যে বিশ্বরূপ তুমি দেখিয়াছ তাহা সুদুর্দর্শ, অত্যন্ত দুর্লভ। যেহেতু দেবগণও সর্বদা এই রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু উহা দেখিতে পান না। ৫২

---

১ অর্দগতৌ যাচনে চ ইতি ধাতুঃ—ভাষ্যোৎকর্ষ দীপিকা। সম্ভবতঃ পঞ্চজন নামক জলদৈত্যের বিনাশক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম জনার্দন হইয়াছে।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ৫৩

অন্বয়—যথা মাং (ত্বং) দৃষ্টবান্ অসি, এবং বিধঃ অহং ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া দ্রষ্টুং শক্যঃ। ৫৩

মূলের অনুবাদ—তুমি আমার যেরূপ দেখিয়াছ, তাহা বেদপাঠ, বা তপস্যা বা দান বা যজ্ঞ দ্বারা দৃষ্ট হয় না। ৫৩

শ্রীধরী টীকা—তত্র হেতুনাহ—নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ। ৫৩

টীকার অনুবাদ—ইহার কারণ ভগবান্ বলিতেছেন। এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট। ৫৩

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ৫৪

অন্বয়—পরন্তপ, অর্জুন, অনন্যয়া ভক্ত্যা তু এবং বিধঃ অহং তত্ত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ। ৫৪

মূলের অনুবাদ—হে পরন্তপ অর্জুন, অনন্যা ভক্তি দ্বারাই ঈদৃশ আমি স্বরূপতঃ জ্ঞাত হই এবং ভক্তগণ[১] ঐকান্তিক ভক্তিবলে আমাকে দর্শন ও আমাতে অভিন্নভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। ৫৪

শ্রীধরী টীকা—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি অত্রাহ—ভক্ত্যেতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽহং তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ শাস্ত্রতঃ দ্রষ্টুং প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুং চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈ-রুপায়ৈঃ। ৫৪

---

১ পক্ষান্তরে জ্ঞানিগণ বলেন—

সর্বং ব্রহ্মেতি যস্যান্তর্ভাবনা স হি মুক্তিভাক্
ভেদদৃষ্টিরবিদ্যেয়ং সর্বদা তাং বিবর্জয়েৎ॥

এই সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য সত্তা নাই এবং সেই ব্রহ্মই আমি—এই ধ্যানে যিনি সদা মগ্ন থাকেন, তিনি জীবন্মুক্তির অধিকারী হন। অভেদ ভাবনা বিমোক্ষ সাধনের প্রধান সোপান। ভেদদৃষ্টি অবিদ্যাজাত। সুতরাং ভেদবুদ্ধি সর্বদা বর্জন করিবে। অভেদ ভাবনায় জগৎ বিস্মৃত হইলে সমাধিলাভ হয় ও মোহবশে জগৎ বিস্মৃত হইলে সুষুপ্তি লাভ হয়। এই মর্মে শাস্ত্র বলেন—

মোহেন বিস্মৃতে দৃশ্যে সুষুপ্তিরনুভূয়তে।
বোধেন বিস্মৃতে দৃশ্যে তুরীয়মনুভূয়তে॥

টীকার অনুবাদ—তবে কি উপায়ে এই বিশ্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন। অনন্যা, মদেকনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই এবম্ভূত বিশ্বরূপ আমি তত্ত্বতঃ, পরমার্থতঃ জ্ঞাত হই এবং শাস্ত্রতঃ প্রত্যক্ষ হই এবং তাদাত্ম্যরূপে অভিন্ন হইয়া প্রবিষ্ট হইতে পারি। অন্য উপায় দ্বারা নহে। ৫৪

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ৫৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন
সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—পাণ্ডব, যঃ মৎকর্মকৃৎ মৎপরমঃ মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ সর্বভূতেষু নির্বৈরঃ চ, সঃ মাম্ এতি। ৫৫

মূলের অনুবাদ—হে পাণ্ডব, যিনি আমার নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠান[1] করেন ও মৎপরায়ণ ও মচ্চিন্তায় অনুরক্ত[2] ও পুত্রাদিতে আসক্তিরহিত ও সর্বপ্রাণীতে শত্রুভাবশূন্য হন, সেই ভক্তই আমাকে প্রাপ্ত হন[3]। ৫৫

ভগবান ব্যাসকৃত লক্ষশ্লোকী মহাভারতে ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্-
গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে
বিশ্বরূপ দর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

১ ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য বলেন, "অধুনা সর্বস্য গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতোঽর্থো নিঃশ্রেয়সার্থোঽনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচ্চিত্য উচ্যতে।" এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সারভূত অর্থ ও যাহা একমাত্র নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভের উপায় তাহার অনুষ্ঠানার্থ উপদেশ দিতেছেন।

২ ইষ্টমূর্তি নিত্য ধ্যান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়। উক্ত মর্মে শ্রীমদ্‌ভাগবত (১২।৩।৪৮) বলেন—বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রী তীর্থাভিষেক-ব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥

বিদ্যা, তপ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থদর্শন, ব্রত, দান, জপ প্রভৃতি দ্বারা অন্তরাত্মা চরম বিশুদ্ধি লাভ করে না। ভগবানের ইষ্টমূর্তি হৃৎপদ্মে ধ্যান করিলে চিরতরে চিত্ত শুদ্ধ হয়। অবশ্য ইষ্টদেব নির্বাচন যথাযথ হওয়া আবশ্যক। মন্ত্রযোগে ইষ্টদেব নির্বাচনই প্রধান। দিব্য দৃষ্টির অভাবে ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে বর্তমান গুরুগণ ইষ্টদেব নির্বাচনে ও যথার্থ ইষ্ট মন্ত্র দানে অসমর্থ।

৩ নিরস্তাবিদ্যাদ্যশেষ-দোষগন্ধো মদেকানুভবো ভবতীত্যর্থঃ।—রামানুজাচার্য্য।

শ্রীধরী টীকা—অতঃ সর্বশাস্ত্রার্থসারং পরমরহস্যং শৃণিত্যাহ—মৎকর্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম করোতীতি মৎকর্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ, মমৈব ভক্তো মামেকাশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জিতঃ, নির্বৈরশ্চ, সর্বভূতেষু এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্য ইতি। ৫৫

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥ *

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধরস্বামীকৃত টীকায়াং সুবোধিন্যাম্
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—অতএব সর্বশাস্ত্রের সারভূত পরম রহস্য শ্রবণ কর—ইহাই ভগবান্ অর্জুনকে শেষ শ্লোকে বলিতেছেন। আমার নিমিত্ত যে কর্ম করে, সে মৎকর্মকৃৎ। আমি পরম পুরুষার্থ যাহার তিনি আমারই ভক্ত, আমারই আশ্রিত, পুত্র প্রভৃতি স্বজনে আসক্তিরহিত ও সর্বপ্রাণীতে বৈরভাবমুক্ত; যিনি এইরূপ ভক্ত তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন, অন্য কেহ নহে। ৫৫

দেবগণ কর্তৃক ও কোটি তপোযজ্ঞ প্রভৃতি দ্বারা সুদুর্লভ-দর্শন বিশ্বরূপ ভগবান্ প্রিয় ভক্তকে দেখাইলেন।

আচার্য্য শ্রীধর স্বামীকৃত গীতাটীকা সুবোধিনীর বিশ্বরূপদর্শন যোগ
নামক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

* অভিনবগুপ্তাচার্য্য বিরচিত গীতার্থ সংগ্রহে এই সংগ্রহ-শ্লোক উদ্ধৃত—

শুভাশুভ বিমিশ্রার্থসংবিদৈক্য প্রকাশনাৎ।
ভূর্ভুবস্বস্ত্রৈং পশ্যন্ সমত্বেন সমো মুনিঃ ॥

টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেন—

দৃশঃকর্মভূতং হি যং তচ্চ বিশ্বং স্বয়ং রূপ্যতে নান্যতত্তচ্চরূপম্।
জগদ্ যথঃ স্বভাসা নিরস্যাত্মরূপং দদাবাদরাৎ কাশিরাজং ভজে তম্।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১

অন্বয়—অর্জুনঃ উবাচ, এবং সততযুক্তাঃ যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে, যে চ অপি অব্যক্তম্ অক্ষরং [ব্রহ্ম পর্যুপাসতে] তেষাং [মধ্যে] কে যোগবিত্তমাঃ? ১

মূলের অনুবাদ—অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এইরূপে সর্বকর্ম ঈশ্বরে অর্পণাদি দ্বারা তন্নিষ্ঠ হইয়া যে সকল ভক্ত আপনার বিশ্বরূপ ধ্যান করেন এবং যাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা[১] করেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠতর? ১

১। মহানারায়ণ উপনিষদ্ বলেন, সগুণ-নির্গুণ-স্বরূপং ব্রহ্ম। ব্রহ্মস্বরূপ দ্বিবিধ—সগুণ ও নির্গুণ। এই দ্বিবিধ স্বরূপ অনুসারে দ্বিবিধ উপাসনা প্রচলিত। শাস্ত্রমতে অবতারেরও দুই রূপ আছে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—

দ্বে রূপে বাসুদেবস্য ব্যক্তং চাব্যক্তমেব চ।
অব্যক্তং ব্রহ্মণোরূপং ব্যক্তমেতচ্চরাচরম্ ॥

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের দুই রূপ—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্তরূপে তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ও ব্যক্তরূপে তিনি এই স্থাবর জঙ্গম জগৎ। এই গীতায় দেখা যায়, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইলে যখন ব্রহ্মসমুদ্রে ইষ্টদেব বা অবতারের নামরূপ বিগলিত হয়, তখনই অবতারের ব্রহ্মরূপ দেখা যায়। তখনই সাধক বা সাধিকা অনুভব করেন, ধ্যাতা ও ধ্যেয় বা ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন। এই অবস্থায় যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমি ও স্বর্গীয় পিতা একই" এবং সুফী সাধক মনসুর বলিয়াছিলেন, "আনাল হক্, আমিই পরমার্থ সত্যস্বরূপ।" শাস্ত্রে আছে, "ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসামদ্বৈতবাসনা।" ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ ব্যতীত সাধক হৃদয়ে অদ্বৈত বাসনা জন্মে না।

শ্রীধরী টীকা—নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কতরৎ ইত্যেবং নির্ণেতুং দ্বাদশোত্তমঃ।

পূর্বাধ্যায়ান্তে 'মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্ত' (১১।৫৫) ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি' (৯।৩১) ইত্যাদিনা তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং বর্ণিতম্, তথা 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে' (৭।১৭) ইত্যাদিনা 'সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি' (৪।৩৬) ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রেষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জুন উবাচ—এবমিতি। এবং সর্বকর্মার্পণাদিনা সততং যুক্তাঃ তন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাঃ ত্বাং বিশ্বরূপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং পর্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ম, অব্যক্তং নির্বিশেষমুপাসতে তেষামুভয়েষাং মধ্যে কে অতিশয়েন যোগবিদঃ শ্রেষ্ঠাঃ। ইত্যর্থঃ। ১

টীকার অনুবাদ—নির্গুণ উপাসনা ও সগুণ উপাসনার মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ—ইহা নির্ণয়ার্থ দ্বাদশ অধ্যায় আরম্ভ হইল। পূর্ব (একাদশ) অধ্যায়ের শেষে 'মৎকর্মকারী মৎপরম মদ্ভক্ত' ইত্যাদি দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠ উপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত। নবম অধ্যায়ে 'হে কুন্তীপুত্র, তুমি নিশ্চয় জানিও' ইত্যাদি দ্বারা ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সেইরূপে সপ্তম অধ্যায়ে 'তন্মধ্যে একনিষ্ঠ ভক্তিমান্ যোগযুক্ত জ্ঞানীই বিশিষ্ট' ইত্যাদি এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 'জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা তুমি পাপ-সিন্ধু সন্তরণ করিবে, উত্তীর্ণ হইবে' ইত্যাদি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ উপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত। এইরূপে উভয় উপাসকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'এইরূপে' ইত্যাদি বাক্যে। এইরূপেই সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ দ্বারা সততযুক্ত, তন্নিষ্ঠ হইয়া যে ভক্তগণ আপনাকে, বিশ্বরূপ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপাসনা, ধ্যান করেন এবং যাঁহারা অক্ষর, অব্যক্ত, ব্রহ্ম নির্বিশেষকে উপাসনা করেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাহারা অতিশয় যোগবিৎ, অতিশ্রেষ্ঠ যোগী—ইহাই তাৎপর্য্য। ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ, ময়ি মনঃ আবেশ্য নিত্যযুক্তাঃ [সন্তঃ] পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ যে মাম্ উপাসতে তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ। ২

মূলের অনুবাদ—শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন, আমাতে যাহারা মন একাগ্র করিয়া ও মন্নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা মন্নিষ্ঠ হইয়া শ্রেষ্ঠা শ্রদ্ধা সহকারে আমার আরাধনা করে, তাহারাই আমার মতে যুক্ততম, শ্রেষ্ঠ ভক্ত। ২

শ্রীধরী টীকা—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্টে মনঃ আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা মদর্থকর্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তাঃ যে মামারাধয়ন্তি তে যুক্ততমাঃ * মমাভিমতাঃ। ২

---

* ভাষ্যকার রামানুজাচার্য্য বলেন—

"অনন্তরমাত্মপ্রাপ্তিসাধনভূতাদাত্মোপাসনাৎ ভক্তিরূপস্য ভগবদুপাসনস্য স্বসাধ্য নিষ্পাদন শৈঘ্র্যাৎ সুখোপাদনত্বাচ্চ ভগবদুপাসনোপায়শ্চ তদশক্তস্যাক্ষর-নিষ্ঠতা তদপেক্ষিতাশ্চোচ্যন্তে। অথ ভক্তিযোগংকুররূপমেতন্মৎকর্মাণি কর্তুং ন শক্নোষি ততোঽক্ষর যোগমাত্মস্বভাবানুসন্ধানরূপং পরভক্তিজননং পূর্বষট্কোদিতমাশ্রিত্য তদুপায়তয়া সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু।" ইহার অর্থ, আত্মপ্রাপ্তির জন্য আত্মোপাসনা অপেক্ষা ভক্তিমার্গে ভগবানের উপাসনা করিলে তাঁহাকে শীঘ্র লাভ করা যায়। ইহাতে অধিক সুখলাভ হয়। ইহাতে যাঁহারা অশক্ত তাঁহাদের জন্য অক্ষর উপাসনা। সুতরাং অক্ষর উপাসনা নিকৃষ্ট ও সাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠ। ভক্তিযোগের অংকুররূপে ঈশ্বরার্থ কর্ম করিতে সমর্থ না হইলে অক্ষরযোগ মার্গে আত্মস্বভাবের অনুসন্ধানরূপ পরাভক্তিজনক পূর্বঅধ্যায় ষটকোক্ত উপায় আশ্রয় করিয়া সর্বকর্মফলত্যাগ কর। আবার মাধ্বাচার্য্য বলেন, অব্যক্তোপাসনাদ্ ভগবদুপাসনস্যোত্তমত্বং প্রদর্শ্য তদুপায়ং দর্শয়ত্যস্মিন্নধ্যায়ে ইতি। ইহার অর্থ, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান্ অব্যক্ত উপাসনা অপেক্ষা ঈশ্বরোপাসনার উত্তমত্ব, উৎকৃষ্টত্ব দেখাইয়া সেই উপায় বর্ণনা করিতেছেন। রামানুজাচার্য্য বা মাধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত মন্তব্য শ্রীধর স্বামী কর্তৃক সুবোধিনী টীকায় সম্যক খণ্ডিত হইয়াছে।

টীকার অনুবাদ—দ্বিবিধ ভক্তের মধ্যে প্রথমোক্তগণই শ্রেষ্ঠ—এই উত্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিলেন 'আমাতে' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। আমাতে, সর্বজ্ঞতাদি গুণযুক্ত পরমেশ্বরে মন আবিষ্ট, একাগ্র করিয়া নিত্যযুক্তা, মন্নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা মন্নিষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠা শ্রদ্ধা সহ যুক্ত হইয়া যাহারা আমাকে আরাধনা করে, আমার মতে তাহারাই যুক্ততম, শ্রেষ্ঠযোগী। ২

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪

অন্বয়—সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ যে তু ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য অনির্দেশ্যম্ অব্যক্তং সর্বত্রগম্ অচিন্ত্যং কূটস্থম্ অচলং ধ্রুবম্ অক্ষরং পর্য্যুপাসতে সর্বভূতহিতে রতাঃ তে মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি। ৩-৪

মূলের অনুবাদ—যাহারা সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বভূতের কল্যাণে[১] নিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনির্দেশ্য[২] অব্যক্ত ব্যোমবৎ সর্বব্যাপী অচিন্ত্য মায়াপ্রপঞ্চে অধ্যক্ষরূপে অবস্থিত, স্পন্দনশূন্য ও বৃদ্ধ্যাদি রহিত ব্রহ্মোপাসনা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়। ৩-৪

ভাষ্যকার ও অধিকাংশ টীকাকারগণের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে, সগুণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে নির্গুণ সাধনায় অধিকার জন্মে না। নামরূপাবৃত পরমেশ্বরকে দর্শন না করিলে নামরূপাতীত ব্রহ্মোপলব্ধি অসম্ভব। ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য মন্তব্য করেন, দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্যন্ত নয়টি অধ্যায়ে দুইটি বিষয় কথিত হইয়াছে। বিধ্বস্ত সর্ববিশেষণ পরমাত্মা অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা ও সর্বযোগৈশ্বর্য্য, সর্বজ্ঞানশক্তিমৎ, সত্ত্বোপাধিক ঈশ্বরের উপাসনা। বিশ্বরূপ অধ্যায়ে জগদাত্মস্বরূপ আদ্য ঈশ্বর সম্বন্ধী ঐশ্বর বিশ্বরূপ উপাসনার্থ প্রদর্শিত। এবং তাহা দেখাইয়া তুমি বলিয়াছ যে, মৎকর্মকারী উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে নির্গুণ ও সগুণ বিবিধ উপাসনার মধ্যে কোনটি বিশিষ্টতর তাহা জানিবার জন্য আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

১ অনিষ্টনিবৃত্তিপূর্বকেষ্টপ্রাপ্তিরূপ।—যামুনাচার্য্য।

২ মধুসূদন স্বামী বলেন, অনির্দেশ্যম্ ঈদৃশং তদিতি নির্দেষ্টুমশক্যং অব্যক্তং চ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণেন অপ্রতীয়মানম্।

শ্রীধরী টীকা—তর্হি ইতরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তি ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। অক্ষরস্ত লক্ষণমনির্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দেশ্যং শব্দেন নির্দেষ্টুমশক্যং, যতোঽব্যক্তং রূপাদিহীনং, সর্বত্রগং সর্বব্যাপি, অব্যক্তত্বাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং[১] কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানত্বেন স্থিতম্, অচলং স্পন্দনরহিতং, অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। সংযম্যেতি। স্পষ্টম্। ৩-৪

টীকার অনুবাদ—তাহা হইলে অন্য ভক্তগণ কেন শ্রেষ্ঠ নহেন? এইজন্য ভগবান্ বলিতেছেন, যাহারা ইত্যাদি দুই শ্লোকে। যাহারা অক্ষর ব্রহ্মকে উপাসনা[২], ধ্যান করে তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। এইরূপে দুই শ্লোকের অন্বয় একত্র হইবে। অক্ষরের লক্ষণ ভগবান্ বলিতেছেন, অনির্দেশ্য ইত্যাদি। অনির্দেশ্য শব্দে যাঁহাকে কোনও লক্ষণ দ্বারা নির্দেশ্য করা যায় না তাহাকে বুঝায়। যেহেতু অব্যক্ত, রূপাদি রহিত। সর্বত্রগ, সর্বব্যাপী। তিনি অব্যক্ত বলিয়া অচিন্ত্য।

---

১ কূট বলে মায়াকে বা অজ্ঞানকে বা অবিদ্যাকার্য্য দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চকে। এই মিথ্যাভূত মায়িক জগতে অধিষ্ঠানরূপে রহিয়াছেন বলিয়া তিনি কূটস্থ। যে বস্তু ভিতরে দোষযুক্ত কিন্তু বাহিরে গুণবিশিষ্ট, সেই দৃশ্যমান গুণবিশিষ্ট ও অন্তর্দোষযুক্ত বস্তুকে কূট বলে। এই ভাবে দৃশ্য প্রপঞ্চকে কূট বলা যায়। আবার তিনি চৈতন্যরূপে তাঁহার অধ্যক্ষ স্বরূপে কূটে অবস্থিত বলিয়া তাঁহার নাম কূটস্থ। মিথ্যা যাহা তাহা সত্যরূপে প্রতীয়মান হওয়াকে কূট বলে, তাহাতে অধিষ্ঠিত বলিয়া অক্ষর পুরুষকে কূটস্থ বলে।—রামদয়াল মজুমদার।

যে কেহ কূটস্থে থাকে, সে যেখানে যায় সেখানেই কূটস্থকে দেখে এবং সকল বিষয়েই অচিন্ত্য ব্রহ্মকে কূটস্থ স্বরূপ চিন্তা করে, স্থির হইয়া নিশ্চিতরূপে।—ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

২ শংকরাচার্য্য বলেন—"উপাসনং নাম যথাশাস্ত্রমুপাস্যস্যার্থস্য বিষয়ীকরণেন সামীপ্যমুপগম্য তৈলধারাবৎ সমান প্রত্যয় প্রবাহেণ দীর্ঘকালং যদাসনং তদুপাসনমাচক্ষতে।" টীকাকার আনন্দগিরি বলেন, "নিরুপাধিকে অক্ষরে ব্রহ্মণি কথমুপাসনেতি পৃচ্ছতি উপাসনমিতি। শাস্ত্রতো অক্ষরং জ্ঞাত্বা তমুপেত্য আত্মত্বেনোপগম্য উপাসতে তথৈব তিষ্ঠন্তি। পূর্ণচিদেকতানমক্ষরমাত্মানমেব সদা ভাবয়ন্তীত্যেতদিহ বিবক্ষিতম্।"

কূটে, মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত, অধ্যক্ষরূপে অবস্থিত। অচল, স্পন্দনরহিত। অতএব ধ্রুব, নিত্য, বৃদ্ধ্যাদি বর্জিত। অবশিষ্ট অংশ স্পষ্ট, সরল। ৩-৪

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

অন্বয়—তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্ অধিকতরঃ ক্লেশঃ; হি দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখম্ অবাপ্যতে। ৫

মূলের অনুবাদ—যাহাদের চিত্ত অক্ষর ব্রহ্মে আসক্ত, অনুরক্ত, তাহাদের অধিকতর ক্লেশ হয়; কারণ ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করা দেহাভিমানিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর[১]। ৫

---

১ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, "অপি চ ইন্দ্রিয়াণাম্ শব্দাদি জ্ঞানবিশেষ এব শক্তিঃ, ন তু বিশেষতর জ্ঞানে ইতি অত ইন্দ্রিয়নিরোধঃ তেষাং নির্বিশেষ জ্ঞানমিচ্ছতাম্ অবশ্য কর্তব্য এব। ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধশ্চ স্রোতস্বতীনামিব নিরোধো দুষ্কর এব। যদুক্তং সনৎকুমারেণ

"যৎপাদপংকজ পলাশ বিলাস ভক্ত্যা
কর্মাশয়ম্ গ্রথিত মুদ্গ্রথয়ান্ত সন্তঃ।
তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্॥
ক্লেশো মহানিব ভবার্ণবমপ্লবেশং
যড়্বর্গনক্র সসুখেন তিতির্ষয়ন্তি।
তৎত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিম্
কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তরং দুস্তরার্ণম॥

ইতি তাবতা ক্লেশেনাপি স্বাগতির্যত্ত্ববাপ্যতে তদপি ভক্তিমিশ্রেণৈব। ভগবতি ভক্তিম্ বিনা কেবল ব্রহ্মোপাসকানাস্তু কেবল ক্লেশ এব লাভো নতু ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ। যদুক্তম্ ব্রহ্মণা "তেষামসৌ ক্লেশেন এব শিষ্যতে নান্যৎ যথা স্থূলতুষারঘাতিনাম্" ইতি অপি চ অধ্যাত্ম রামায়ণে—

এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রগর্তেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি।

শ্রীধরী টীকা—নমু চ তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হি ইতরেষাং যুক্তমত্বং কুতঃ ইতি অপেক্ষায়াং ক্লেশাক্লেশকৃতং বিশেষমাহ[1] ক্লেশ ইতি ত্রিভিঃ। অব্যক্তে নির্বিশেষে অক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশোঽধিকতরঃ। হি যস্মাৎ অব্যক্তবিষয়া গতিঃ নিষ্ঠা দেহাভিমানিভিঃ দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতেদেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ। ৫

টীকার অনুবাদ—যদি তাহারাও আপনাকেই প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অন্য উপাসকদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? ইহার উত্তরে পঞ্চম হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত তিন শ্লোকে উভয়ের প্রভেদ ভগবান্ বলিতেছেন, একটী সহজ ও অন্যটী কঠিন। অব্যক্তে, নির্বিশেষ অক্ষরে যাহাদের চিত্ত আসক্ত, অনুরক্ত, তাহাদের ক্লেশ, কষ্ট অধিকতর। যেহেতু অব্যক্ত ব্রহ্মে নিষ্ঠা দেহাভিমানী উপাসকগণ কর্তৃক অতিকষ্টে লব্ধ হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে, যাহাদের দেহবুদ্ধি প্রবল তাহাদের পক্ষে প্রত্যগাত্মার প্রতি প্রবণতা, অনুরাগ লাভ অতিশয় কষ্টকর। ৫

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মষ্যাবেশিতচেতসাম্॥ ৭

অন্বয়—যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ [সন্তঃ] অনন্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে, পার্থ, অহং ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি। ৬-৭

---

১ টীকাকার নীলকণ্ঠ সুরি বলেন, "যদ্যপি সগুণবিদামধিকঃ ক্লেশোঽস্ত্যেব তথাপি তে সালম্বনা ধ্যায়ন্তি সোপানারোহক্রমেণ পরাং কাষ্ঠাং প্রবিশন্তি। যেষাং তু নিরালম্বং ধ্যানমাকাশমুষ্টিসমং তেষাং নির্বিষয়ে চেতঃ স্থিরিকরণেঽধিকতরঃ ক্লেশোঽস্তি। তত্র ক্রমিকধ্যান প্রয়োগঃ শুদ্ধে চিন্মাত্রে বিশ্বরূপং মায়য়াধ্যস্তম্। তত্র চ কেবলমাতিবাহিকং কৃৎস্নং জড়মাধিভৌতিকমধ্যস্তম্। যথোক্তং বশিষ্ঠেন—
"আতিবাহিক এবায়ং স্বাদৃশৈশ্চিত্তদেহকঃ।
আধিভৌতিকয়া বুদ্ধ্যা গৃহীতশ্চিরভাবনাৎ।

মূলের অনুবাদ—হে পার্থ, যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণপূর্বক একান্ত ভক্তিভরে আমার ধ্যান[১] ও উপাসনা[২] করে, আমি অচিরে, অবিলম্বে আমাতে অনুরক্ত চিত্ত সেই উপাসকের উদ্ধারক হই মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে। ৬-৭

---

১ টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "মাং ভগবন্তং বাসুদেবং সকল সৌন্দর্যসার নিধানমানন্দঘনবিগ্রহং দ্বিভুজং চতুর্ভুজং বা সমস্ত জনমনোমোহিনীং মুরলীমতিমনোহরৈঃ সপ্তভিঃ স্বরৈরাপূরয়ন্তং বা দরকমলকৌমোদকীরথাঙ্গশঙ্খী-পাণিপল্লবং বা নরসিংহরাঘবাদি রূপং বা পরম কারুণিকং সুন্দরসুন্দরং শ্রীমদ্রঘুনন্দনরূপং বরাহাদিরূপং বা যথাদর্শিত বিশ্বরূপং বা ধ্যায়ন্তশ্চিন্তয়ন্তঃ।"

২ নিয়মিত উপাসনা ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তস্থৈর্য লাভ হয় না। এই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন—

যথা বায়ুবশাদ্ গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্ ঘ্রাণমাবিশেৎ।
যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ ॥

যেমন বায়ু দ্বারা গন্ধ স্বীয় আশ্রয় পুষ্পাদি হইতে মানুষের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ যোগাভ্যাসরত চিত্ত বিষয়ান্তর পরিহার করিয়া আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। উক্ত মর্মে অন্যত্র আছে,—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্ ॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু ॥

গাভীর দেহস্থ দুগ্ধমধ্যে সর্পি (ঘৃত) বিদ্যমান, কিন্তু তাহা গাভী দেহে থাকিয়াও তাহার অঙ্গাদির পুষ্টি সাধন বা ক্ষতাদির উপশম করে না। গাভীদেহ হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইয়া মন্থনাদি দ্বারা নবনীতে পরিণত হইলে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তখন তাহা আরোগ্য দানে সমর্থ হয়। সেইরূপ পরমেশ্বর ঘৃতবৎ সকল মানব হৃদয়ে বিরাজ করিলেও উপাসনারূপ মন্থনাদি ব্যতীত মনুষ্যদিগের হিতকারী হন না বা দর্শন দেন না। সুতরাং সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি অসম্ভব। সেইজন্য মীরাবাঈ গাহিলেন, সাধনা করনা চাহিয়ে মনুয়া ভজন করনা চাহি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলিতেন, মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে নেশা হয় না; সিদ্ধি এনে বেটে খেলে তবে নেশা হয়।

শ্রীধরী টীকা—মদ্ভক্তানাং মৎপ্রসাদাৎ অনায়াসত এব সিদ্ধির্ভবতি ইত্যাহ যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। ময়ি পরমেশ্বরে সর্বাণি কর্মাণি[1] সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন ন বিদ্যতে অন্যো ভজনীয়ো যস্মিন্ তেনৈব। একান্তভক্তিযোগেন উপাসত ইত্যর্থঃ। ৬ তেষামিতি। এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈঃ তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাৎ অহং সম্যক্ উদ্ধর্তা অচিরেণৈব ভবামি। ৭

টীকার অনুবাদ—কিন্তু আমার ভক্তগণ আমার কৃপায় অনায়াসেই সিদ্ধি লাভ করে—ইহা এই দুই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। যাহারা আমাতে, পরমেশ্বরে সর্বকর্ম সন্ন্যাস, সমর্পণ করিয়া মন্নিষ্ঠ হইয়া আমাকে ধ্যান, চিন্তা করে অনন্য, যাহার অন্য ভজনীয় ইষ্টদেব নাই তদ্রূপ। ইহার অর্থ, একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে উপাসনা করে। আমাতে আবিষ্ট চিত্ত ভক্তগণকে আমি মৃত্যু-ময় সংসার-সাগর হইতে অচিরে সম্যক্ উদ্ধার করি। ৬-৭ ২১৪৭৭

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অন্বয়—[অতঃ ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব, ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। [এবং কুর্বন্] অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি। [অত্র] সংশয়ঃ ন অস্তি। ৮

মূলের অনুবাদ—অতএব আমাতেই মন[2] স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এইরূপ করিলে মৃত্যুর পরে আমাতেই নিবাস করিবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। ৮

---

১ লৌকিকানি দেহযাত্রাশেষভূতানি দেহধারণার্থানি চাশনাদীনি কর্মাণি বৈদিকানি চ যাগ-দান-হোম-তপ প্রভৃতীনি।—রামানুজাচার্য্য।

২ মন দ্বিবিধ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। অশুদ্ধ মন কামসংকল্প দূষিত ও শুদ্ধ মন কাম বিবর্জিত। উক্ত মর্মে এই শ্লোক পাওয়া যায়—

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তা শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধ কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্।

শ্রীধরী টীকা—যস্মাৎ এবং তস্মাৎ। ময়ি এব ইতি। ময়ি এব সংকল্প-বিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব, স্থিরীকুরু। বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময়ি এব নিবেশয়। এবং কুর্বন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অতঃ ঊর্দ্ধং দেহান্তে মরণান্তরং ময়ি এব নিবসিষ্যসি, নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি নাত্র সংশয়ঃ। তথা চ শ্রুতিঃ[১] দেহান্তে দেব পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে ইতি। ৮

টীকার অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ সেইহেতু আমাতেই ইতি। আমাতেই সংকল্প-বিকল্পাত্মক মন স্থাপন কর, স্থির কর। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিও আমাতেই নিবিষ্ট কর। এইরূপ করিলে আমার প্রসাদে, কৃপায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ইহার উপরে, দেহত্যাগান্তে, মৃত্যুর পরে আমাতেই নিবাস করিবে, মদাত্মরূপে বাস করিবে। ইহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ নৃসিংহ পূর্বতাপনীয় উপনিষদে (১।৭।) আছে, "মৃত্যুর পরে ইষ্টদেব তারক (উদ্ধারক) পরব্রহ্মের স্বরূপ দেখাইয়া দেন।" ৮

অশুদ্ধ মনকে শুদ্ধ করিবার উপায় ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্ এই শ্লোকে বিবৃত করিয়াছেন—

নিরস্ত বিষয়াসঙ্গং তন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদায়াত্যুন্মনিভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥

যখন মন বিষয়াসক্তি বর্জন করিয়া হৃদয়ে আত্মধ্যানে নিরুদ্ধ হয় ও উন্মনি ভাব আসে তখনই ব্রহ্মপদ উপলব্ধ হয়।

১ নৃসিংহপূর্বতাপনীয় উপনিষদের প্রথম খণ্ডের সমগ্র শ্রুতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বিশ্বসৃজ এতেন বৈ বিশ্বমিদমসৃজন্ত যদ্বিশ্বমসৃজন্ত তস্মাদ্বিশ্বসৃজো বিশ্বমেনানমু প্রজায়তে ব্রহ্মনঃসলোকতাং সার্ষ্টিতাং সাযুজ্যং যান্তি। তস্মাদিদং সাঙ্গং সাম জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছসি। বিষ্ণু প্রথমান্ত্যং মূধং দ্বিতীয়ান্ত্যং ভদ্রং তৃতীয়ান্ত্যং ম্যহং চতুর্থান্ত্যং সাম জানীয়াদ্ যো জানিতে সোঽমৃতত্ব চ গচ্ছতি। যোঽসৌ বেদ যদিদং কিংচাত্মনি ব্রহ্মণোবামুষ্টুভং জানীয়াদ্ যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি স্ত্রীপুংসয়োর্বা ইহৈব স্থাতুমপেক্ষতে তস্মৈ সর্বৈর্ধং দদাতি যত্র কুত্রাপি ম্রিয়তে দেহান্তে দেবঃ পরমং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে। যেনাসাবমৃতীভূত্বা সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি তস্মাদিদং সাম মধ্যগং জপতি তস্মাদিদং সামাঙ্গং প্রজাপতিস্তস্মাদিদং সামাঙ্গং প্রজাপতির্য এবং বেদেতি মহোপনিষৎ। য এতাং মহোপনিষদং বেদ স কৃত-পুরশ্চরণো মহাবিষ্ণুর্ভবতি মহাবিষ্ণুর্ভবতি।"

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯

অন্বয়—ধনঞ্জয়, অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি, ততঃ অভ্যাসযোগেন মাম্ আপ্তুম্ ইচ্ছ। ৯

মূলের অনুবাদ—হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির ভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে আমার সতত স্মরণরূপ অভ্যাসযোগ দ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। ৯

শ্রীধরী টীকা—অত্র অশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ অর্থেতি। স্থিরং যথা ভবতি এবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মমানুস্মরণলক্ষণো যোগাভ্যাস[১] স্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ, প্রযত্নং কুরু। ৯

---

১ শংকরাচার্য্য বলেন, "চিত্তস্য একস্মিন্ আলম্বনে, সর্বতঃ সমাহৃত্য পুনঃ পুনঃ স্থাপনমভ্যাস স্তৎপূর্বকো যোগঃ সমাধানলক্ষণ অভ্যাসযোগঃ।" চিত্তকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া কোন একটি অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। অভ্যাসপূর্বক যোগ বা চিত্ত-সমাধানকে অভ্যাসযোগ বলে। রামানুজাচার্য্য বলেন, "অতিশয় সৌন্দর্য্য, সৌশীল্য, সৌহার্দ্দ, বাৎসল্য, কারুণ্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, পরাক্রম, সর্বজ্ঞত্ব, সত্যকামত্ব, সত্য-সংকল্পত্ব, সর্বকারণত্ব, অসংখ্যকল্যাণগুণসাগরস্বরূপ শ্রীভগবানে প্রেমপূর্ণ স্মৃতিরূপ অভ্যাসই অভ্যাসযোগ।" বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, "ইষ্টদেবে ভক্তিপূর্বক চিত্ত-স্থাপনই অভ্যাসযোগ।" মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্তকে সর্বদিক হইতে প্রত্যাহার করিয়া পুনঃ পুনঃ আত্মায় স্থাপন করাই অভ্যাস। অভ্যাসপূর্বক সমাধির নাম অভ্যাসযোগ।" নীলকণ্ঠ সূরি বলেন, "ভিতরে জ্যোতিরভ্যন্তরস্থ প্রণবে বা ইষ্টমূর্তিতে অথবা বাহিরে প্রতিমাদি অবলম্বনে চিত্তকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যাস। অভ্যাস দ্বারা যে সমাধি তাহাই অভ্যাসযোগ।" আনন্দগিরি বলেন, "একমালম্বনংস্থূলং প্রতিমাদি সমাধানং ততোঽভ্যন্তরে বিশ্বরূপে চিত্তৈকাগ্রং দ্বৈতাভিনিবেশাদভ্যাসাধীনো যোগঃ।" শংকরানন্দ সরস্বতী বলেন, "বিপরীতপ্রত্যয়ান্ তিরস্কৃত্য সজাতীয় প্রত্যয়াবৃত্তিরভ্যাসঃ তেন যোগঃ।"

টীকার অনুবাদ—ইহাতে অশক্ত, অসমর্থ ব্যক্তির জন্য সুগম, সহজ উপায় ভগবান্ বলিতেছেন। যদি আমাতে স্থির ভাবে চিত্ত ধারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত করিয়া আমার স্মরণ মননরূপ অভ্যাসযোগ সহায়ে আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর, প্রযত্ন কর। ৯

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১০

অন্বয়—[যদি পুনঃ] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি, [তর্হি] মৎকর্মপরমঃ ভব। মদর্থং কর্মাণি কুর্বন্ অপি সিদ্ধিম্ অবাপ্স্যসি। ১০

মূলের অনুবাদ—যদি পুনঃ স্মরণাভ্যাসে[১] অসমর্থ[২] হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য সংকীর্তনাদি শুভকর্মে নিযুক্ত হও। মদর্থ এই সব পুণ্যকর্ম করিলেও তুমি মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। ১০

শ্রীধরী টীকা—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। অভ্যাসেঽপি যদি অশক্তোঽসি তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্মাণি[৩] একাদশ্যুপবাস ব্রতচর্যা-নামসংকীর্তনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যস্য তাদৃশো ভব। এবম্ভূতানি কর্মাণ্যপি মদর্থং কুর্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি। ১০

টীকার অনুবাদ—পুনরায় যদি তুমি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য একাদশী তিথিতে উপবাস, ব্রত, পূজা, চর্যা ও নামকীর্তনাদি অনুষ্ঠানে অনুরক্ত হও। এইসকল সৎকর্ম আমার নিমিত্ত করিলেও মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। ১০

---

১ পাতঞ্জল যোগদর্শন অনুসারে 'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ' ইহার অর্থ, দ্রষ্টা পুরুষের স্বরূপে নিষ্ক্রিয় সংস্থিতিই অভ্যাস। "স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্য সৎকার-সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" অভ্যাস দীর্ঘ কাল নিরন্তর অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদর সহকারে আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হয়।

২ যথা পিত্তদূষিতারসনামৎস্যন্ত্রিকাং নেচ্ছতি তথৈবাবিদ্যাদূষিতং মনঃ তদ্রূপাদিকং মধুরমপি ন গৃহ্ণাতি।—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

৩ মদীয়ানি কর্মাণি আলয় নির্মাণোদ্যানকরণ প্রদীপারোহণ মার্জনাভ্যুক্ষণো-পলেপন পুষ্পাহরণ পূজনোদ্বর্তন কীর্তন প্রদক্ষিণ নমস্কার ইত্যাদীনি তানি তদর্থ —রামানুজাচার্য

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌॥ ১১

অন্বয়—অথ এতৎ অপি কর্তুম্ অশক্তঃ অসি, ততঃ মদ্‌যোগম্ আশ্রিতঃ যতাত্মবান [সন্] সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু। ১১

মূলের অনুবাদ—যদি ইহা করিতেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার শরণাগত ও সংযতচিত্ত হইয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্মের ফলত্যাগ[১] কর। ১১

শ্রীধরী টীকা—অত্যন্তং ভগবদ্ধর্মপরিনিষ্ঠায়ামশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ অথৈতদপি অথৈতদপি কর্তুমশক্তোঽসি তর্হি মদ্‌যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সর্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাং চাগ্নিহোত্রাদি কর্মণাং ফলানি নিয়তচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি। ময়া তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্মাণি কর্তব্যাণি ফলং পুনঃ দৃষ্টমদৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্তমানো মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্যম্[২]। ১১

---

১ যদারম্ভেষু নির্বিণ্ণঃ নিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥

যখন যোগী সর্বকর্মে নির্বেদ (বৈরাগ্য) সম্পন্ন এবং সর্বকর্মফলে অনাসক্ত হন, তখন সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মত্যাগ দ্বারা ইষ্টপদে মনকে অচল করিবে। ধ্যান-যোগে ধারণাভ্যাস প্রথমে প্রয়োজন।

২ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য নিম্নোক্ত প্রকার—প্রথম ষট্‌কে ভগবদর্পিত নিষ্কর্মযোগ এব মোক্ষোপায়ঃ উক্তঃ। দ্বিতীয় ষট্‌কেঽস্মিন্ ভক্তিযোগে এব ভগবৎ প্রাপ্ত্যুপায় উক্তঃ। স চ ভক্তিযোগো দ্বিবিধঃ ভগবন্নিষ্ঠোঽন্তঃকরণ ব্যাপারো বহিষ্করণ ব্যাপারশ্চ। তত্র প্রথমস্ত্রিবিধঃ স্মরণাত্মকো মননাত্মকশ্চ অখণ্ডস্মরণাসামর্থ্যে তদনুরাগিণাং তদভ্যাসরূপশ্চ ইতি। ত্রিক এবায়ং মন্দধিয়াং দুর্গম সুধিয়াং নিরপরাধানন্তু সুগম এব। দ্বিতীয়ঃ শ্রবণকীর্তনাত্মকস্তু সর্বেষাং এব সুগম এবোপায়ঃ। এবমুভয়োপায়বন্তোঽধিকারিণঃ সর্বতঃ প্রকৃষ্টা দ্বিতীয় ষট্‌কোঽস্মিন্নুক্তাঃ। এতৎকৃত্যাঽসমর্থাঃ ইন্দ্রিয়াণাং ভগবন্নিষ্ঠীকৃতায় শ্রদ্ধালবশ্চ ভগবদর্পিত নিষ্কামকর্মিণঃ প্রথমষট্‌কোক্তাধিকারিণোঽস্মান্নিকৃষ্টা এবেতি।

টীকার অনুবাদ—একান্ত নিষ্ঠা সহকারে যিনি ভাগবত ধর্মপালনে অসমর্থ তাঁহার জন্য অন্য উপায় ভগবান্ বলিতেছেন। যদি ইহা করিতেও অক্ষম হও, তাহা হইলে একমাত্র আমার শরণ আশ্রয়পূর্বক দৃষ্টফলপ্রদ কর্ম এবং অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্মাদির ফলসমূহ একাগ্র চিত্তে পরিত্যাগ কর। ইহাই কথিত হইল যে, আমি সাধ্যমত ঈশ্বরাদেশে কর্মসমূহ করিতে পারি; কিন্তু দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কর্মফল ঈশ্বরাধীন। যদি তুমি কর্মফলের আসক্তি বর্জনপূর্বক আমাতে এই ভার আরোপ করিয়া জীবন যাপন কর, তাহা হইলে আমার কৃপায় কৃতার্থ হইবে। ইহাই তাৎপর্য। ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২

অন্বয়—অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে, ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগঃ [শ্রেয়ান], ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ [ভবতি]। ১২

মূলের অনুবাদ—জ্ঞানরহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তি সহিত গুরু বা শাস্ত্র কর্তৃক আদিষ্ট জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। উপদিষ্ট বা শাস্ত্রীয় জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান উৎকৃষ্ট। শুদ্ধ ধ্যান অপেক্ষা উল্লিখিত কর্মফলত্যাগ[১] শ্রেষ্ঠ এবং সম্যক্ ফলত্যাগান্তে পরম শান্তি লাভ হয়। ১২

শ্রীধরী টীকা—তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয়োহীতি। সম্যগ্ জ্ঞান-রহিতাদভ্যাসাৎ যুক্তিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠম্। তস্মাদপি তৎ-পূর্বকং ধ্যানং শ্রেষ্ঠম্। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতেঃ[২]

১। ইহা ফলত্যাগের স্তুতিমাত্র। শঙ্করাচার্য বলেন, যেমন ব্রাহ্মণ অগস্ত্য কর্তৃক সমুদ্র পীত হইয়াছিল, অথবা মধুসূদন সরস্বতী বলেন, যেমন ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্য বা পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্র করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্যাপিও ব্রাহ্মণগণের পরাক্রম অপরিমেয়। সেই ব্রাহ্মণত্বের প্রশস্তি ইহাতে প্রদত্ত।

২। মুণ্ডক উপনিষদের সম্পূর্ণ শ্লোকটি অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হইল—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্মণা বা।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ ॥

ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না, বাক্য দ্বারাও নহে, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও নহে,

তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ। তস্মাদেবম্ভূতাৎ কর্মফলত্যাগাৎ কর্মসু তৎফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন চ সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি। ১২

টীকার অনুবাদ—ভগবান্ সেই ফলত্যাগের প্রশংসা করিতেছেন। যথার্থ জ্ঞানশূন্য অভ্যাস অপেক্ষা বিচার সহায়ে গুরুর বা শাস্ত্রের উপদেশ-জাত জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। উহা অপেক্ষাও জ্ঞান সহিত ধ্যান উৎকৃষ্ট। মুণ্ডক উপনিষদে (৩।১।৮) আছে, 'অনন্তর সেই নিষ্কল (নিরংশ) ব্রহ্মপুরুষকে ধ্যান দ্বারা দর্শন করে।' তাহা হইতেও পূর্বোক্ত কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। অতএব উক্তরূপ কর্মফল ত্যাগের অব্যবহিত পরেই কর্ম ও তৎকৃত ফলে আসক্তি নিবৃত্তি এবং আমার কৃপা দ্বারা জন্ম-মৃত্যুরূপ অবিরাম সংসরণ হইতে চিরমুক্তি লাভ হয়। ১২

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয় ॥ ১৪

অন্বয়—সর্বভূতানাম্ অদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ করুণঃ চ এব নির্মমঃ নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী সততং সন্তুষ্টঃ যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ, ময়ি অর্পিত মনোবুদ্ধিঃ যঃ মদ্ভক্তঃ, সঃ মে প্রিয়ঃ। ১৩-১৪

মূলের অনুবাদ—যিনি সর্বভূতের অদ্বেষ্টা, উত্তমে দ্বেষশূন্য ও সমানে মিত্রতাসম্পন্ন, অধমে কৃপালু, স্বজনে মমত্ববর্জিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখে ও দুঃখে সমভাব[১], ও ক্ষমাশীল, লাভালাভে সুপ্রসন্ন, অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব, মদ্বিষয়ে

তপস্যা অথবা অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বারাও নহে। বুদ্ধি স্থির বা নির্মল হইলে যোগী বা যোগিনী ব্রহ্মজ্ঞানযোগ্য হন। সতত ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ মহাপুরুষ নিরবয়ব ব্রহ্মকে দর্শন করেন। সুতরাং নিরন্তর ব্রহ্মধ্যানই ব্রহ্মোপলব্ধির অসাধারণ সাধন।

১ সমবুদ্ধি সিদ্ধির লক্ষণ। ইহা শ্রুতিবাক্যে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—বৃক্ষ ইব তিষ্ঠাসেৎ ছিদ্যমানো ন কুপ্যেত, ন কম্পেত। যেমন বৃক্ষ ছিদ্যমান হইলেও কুপিত বা কম্পিত হয় না, তদ্রূপ সমবুদ্ধি সিদ্ধ মহাপুরুষ লৌকিক ব্যবহার করেন।

দৃঢ়বুদ্ধি এবং যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত[১]। ১৩-১৪

শ্রীধরী টীকা—এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বর-প্রসাদহেতূন্ ধর্মানাহ—অদ্বেষ্টেতি অষ্টভিঃ। সর্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা, মৈত্রঃ করুণশ্চ উত্তমেষু দ্বেষশূন্যঃ, সমেষু মিত্রতয়া বর্ততে ইতি মৈত্রঃ। হীনেষু কৃপালুরিত্যর্থঃ। নির্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবাক্তৈঃ সহ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ। ক্ষমী ক্ষমাবান্। ১৩ সন্তুষ্ট ইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্ত যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়ো মদ্বিষয়ো নিশ্চয়ো যস্য, ময্যর্পিতে মনোবুদ্ধি যেন এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৪

টীকার অনুবাদ—ত্রয়োদশ হইতে বিংশ পর্যন্ত অষ্ট শ্লোকে এইরূপ ভক্তের গুণাবলী ভগবান্ বলিতেছেন, যাহার ফলে তিনি শীঘ্র ঈশ্বর-কৃপা লাভ করেন। সর্বভূতের অদ্বেষ্টা, মৈত্র ও করুণ—যাহার প্রতি যেরূপ হওয়া উচিত। ইহার অর্থ, উত্তমদিগের প্রতি দ্বেষশূন্য অদ্বেষ্টা, সমানদের সহিত মিত্রভাবে যে থাকে সে মৈত্র এবং হীনদের প্রতি কৃপালু। নির্মম, মমত্বশূন্য। নিরহঙ্কার, অভিমানরহিত। কৃপালুতাহেতু যিনি অন্যের সহিত সুখ-দুঃখ সমান ভাবে অনুভবকারী। ক্ষমী, ক্ষমাশীল। সন্তুষ্ট, লাভে ও অলাভে (ক্ষতিতে) সুপ্রসন্নচিত্ত। যোগী, অপ্রমত্ত। যতাত্মা, সংযতস্বভাব। মদ্বিষয়ে যাহার নিশ্চয় সুদৃঢ় সে দৃঢ়নিশ্চয়। যে আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ[২] করিয়াছে সে আমার প্রিয় ভক্ত। ১৩-১৪

---

১ মদ্ভজনপরো জ্ঞানবান—আনন্দগিরি। শুদ্ধাক্ষর ব্রহ্মবিৎ—মধুসূদন সরস্বতী। এবম্ভূতেন কর্মযোগেন মাং ভজমানঃ—রামানুজাচার্য। পরম প্রকৃতস্য অক্ষরস্য উপাসকং স্তৌতি, তদ্গুণকথনে হি সাধকানাং তেষু গুণেষু আদরো ভবিষ্যতীতি।—নীলকণ্ঠ। সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মমাত্রদর্শী ব্রহ্মবিৎ যতিঃ—শংকরানন্দ সরস্বতী

২ মনের ধর্ম সঙ্কল্প ও বিকল্প এবং বুদ্ধির ধর্ম নিশ্চয়। সংকল্প বা বিকল্প ও নিশ্চয় ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত—এই ভাব আরোপই অর্পণ।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

অন্বয়—যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে, যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে, যঃ চ হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। ১৫

মূলের অনুবাদ—যাহা হইতে কেহ উদ্বিগ্ন হয় না এবং যাহাকে কেহ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না এবং যে ইষ্টবস্তু লাভে উৎসাহ, অন্যের ইষ্ট লাভে অসহন এবং ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে বিমুক্ত, সে আমার প্রিয় ভক্ত। ১৫

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ[১] সকাশাৎ লোকো জনো নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকাৎ নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈঃ হর্ষাদিভির্মুক্তঃ তত্র হর্ষ স্বস্য ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লাভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্ত চিত্তক্ষোভঃ, এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৫

টীকার অনুবাদ—আরো ভগবান্ বলিতেছেন। যাহার নিকট হইতে জগৎ, কেহ উদ্বিগ্ন হয় না, বিপদের আশংকায় সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না, এবং যে লোক (কোন ব্যক্তি) হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যে স্বাভাবিক হর্ষ ও অমর্ষ প্রভৃতি হইতে মুক্ত। নিজের কাম্য বস্তু লাভে উৎসাহ হর্ষ। অন্যের লাভে অসহন অমর্ষ। ভয়, ত্রাস। ভয়াদি চিত্তক্ষোভ উদ্বেগ। আমার যে ভক্ত এই সকল হইতে মুক্ত সে আমার প্রিয়। ১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

অন্বয়—অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ সর্বারম্ভ-পরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। ১৬

---

১ শংকরাচার্য্য ও মধুসূদন সরস্বতী উভয়ে বলেন, সর্বভূতাভয়দায়িনঃ সংন্যাসিনঃ। সর্ব প্রাণীকে অভয় প্রদাতা বৈদিক সন্ন্যাসী।

মূলের অনুবাদ—যিনি সর্ববিষয়ে অপেক্ষাবর্জিত[১] বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন অনলস পক্ষপাতরহিত, আধিশূন্য এবং সর্বকর্মে স্পৃহাহীন[২], তিনি আমার প্রিয় ভক্ত। ১৬

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছোপস্থিতেঽপ্যর্থে নিস্পৃহঃ শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তর-শৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোঽনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ গতব্যথঃ আধিশূন্যঃ, সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলো যস্য স, এবম্ভূতঃ সন্ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ। ১৬

টীকার অনুবাদ—আরো ভগবান্ বলিতেছেন। অনপেক্ষ, যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত বিষয়েও নিঃস্পৃহ। শুচি, বাহ্য ও আন্তর শৌচসম্পন্ন। দক্ষ, অনলস। উদাসীন, পক্ষপাতরহিত। গতব্যথ, আধিশূন্য[৩]। সমস্ত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফলপ্রদ প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করাই যাহার স্বভাব। যে ভক্ত এরূপ হয়, সে আমার প্রিয়। ১৬

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭

অন্বয়—যঃ [প্রিয়ং প্রাপ্য] ন হৃষ্যতি, [অপ্রিয়ং প্রাপ্য] ন দ্বেষ্টি, ন শোচতি ন কাংক্ষতি শুভাশুভপরিত্যাগী যঃ [ভক্তঃ] ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয়ঃ। ১৭

মূলের অনুবাদ—যে প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হয় না, বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়া দ্বেষ করে না, ইষ্টনাশে যে শোক করে না, অপ্রাপ্ত বিষয় যে আকাংক্ষা[৪] করে না এবং যে সর্ব প্রকারে পাপপুণ্য[৫] বর্জন করে ও ভক্তিমান্ সে আমার প্রিয় ভক্ত। ১৭

---

১ দেহেন্দ্রিয় বিষয়সম্বন্ধাদিতে অপেক্ষারহিত—শংকরাচার্য। আগতেঽপি ভোগ্যবিষয়েষু স্পৃহাশূন্য।—বলদেব বিদ্যাভূষণ। আত্মব্যতিরিক্তে কৃৎস্নে বস্তুনি আকাংক্ষাবর্জিত—রামানুজাচার্য

২ ইহলোকে বা পরলোকে সর্বকর্মের সংকল্পত্যাগী বৈদিক সন্ন্যাসী।

৩ মনঃপীড়ামুক্ত, সন্তাপ-বর্জিত

৪ দৈবাৎ প্রাপ্তং প্রিয়মর্থং হর্ষং ন প্রাপ্নোতি।—যামুনাচার্য

৫ যৎ পাপবৎ পুণ্যস্যাপি বন্ধহেতুত্বাবিশেষাদুভয়পরিত্যাগী—রামানুজাচার্য

শ্রীধরী টীকা—কিঞ্চ যেনেতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাংক্ষতি শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তিমান্ স মে প্রিয়ঃ। ১৭

টীকার অনুবাদ—প্রিয় বস্তু পাইয়া যে হৃষ্ট হয় না, অপ্রিয় বস্তু পাইয়া যে দ্বেষ করে না, প্রিয় বস্তু নষ্ট হইলে যে শোক করে না, অপ্রাপ্ত বস্তুকে যে আকাংক্ষা করে না, শুভাশুভ, পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করাই যাহার স্বভাব, এইরূপভাবে আমাতে যে ভক্তিযুক্ত হয়, সে আমার প্রিয় ভক্ত। ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯

অন্বয়—শত্রৌ চ মিত্রে তথা মানাপমানয়োঃ সমঃ, শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিত তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ মৌনী যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান নরঃ মে প্রিয়ঃ। ১৮-১৯

মূলের অনুবাদ—যে শত্রু ও মিত্রে একরূপ, সম্মানে ও অপমানে সমভাব, শীতে ও গ্রীষ্মে এবং সুখ-দুঃখে যে সমবুদ্ধি অর্থাৎ দ্বন্দ্বাতীত, সংসারে আসক্তি-বর্জিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যভাব, সংযতবাক্, যথালাভে সন্তুষ্ট, নিয়তবাসশূন্য[১], ব্যবস্থিতচিত্ত ও ভক্তিযুক্ত, সে আমার প্রিয় ভক্ত। ১৮-১৯

---

১ অনাগার। বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অনাগরিক বলা হয়। বৈদিক সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে ত্রিভুবনই স্বদেশ। উক্ত মর্মে শংকরাচার্য্য কর্তৃক এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত—

যেন কেন চিদাচ্ছন্নঃ যেন কেন চিদাশিতঃ।
যত্র ক্বচন শায়ী স্যাৎ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ ॥

যে কোন পরিধানে দেহাবৃত ও যে কোনভাবে উদরপূর্তি করিয়া যে বিমুক্ত পুরুষ যেখানে সেখানে কাল যাপন করেন, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন।

শ্রীধরী টীকা—কিং চ সম ইতি। শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ, মানাপমানয়োরপি তথা সম এব। হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ। শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ক্বচিৎ অপ্যনাসক্তঃ। ১৮ তুল্য ইতি। তুল্যে নিন্দাস্তুতী যস্য মৌনী সংযতবাক্, যেন কেন চিৎ যথালব্ধেন সন্তুষ্টঃ, অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবম্ভূতো মদ্ভক্তিমান্ যঃ স নরো মে প্রিয়ঃ। ১৯

বৈদিক যুগে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। টীকাকার আনন্দগিরি কর্তৃক বিমোক্ষাবস্থা বর্ণনে এই স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত—

> ন কুড্যাং নোদকে সঙ্গো ন চৈলে ন ত্রিপুষ্করে।
> নাগারে নাসনে নান্নে যস্য বৈ মোক্ষবিত্তু সঃ॥

কুটীতে, সলিলে, পত্রে, ত্রিপুষ্করে, গৃহে, শয্যায় বা ভোজনে যাঁহার আসক্তি নাই তিনি মোক্ষবিৎ বা বিমুক্ত পুরুষ।

১ শংকরানন্দ সরস্বতী কর্তৃক এই শ্লোক উদ্ধৃত—

> একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্।
> অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
> লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্॥

পুরুষোত্তম গোবিন্দে অহৈতুকী, ঐকান্তিকী অব্যবহিতা ভক্তিলাভ হইলে সর্বত্র তদ্দর্শন হয়। নির্গুণ ভক্তিযোগের এই লক্ষণ কথিত হইয়াছে। উক্ত মর্মে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন "শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান অভিন্ন।" টীকাকার শংকরানন্দ উদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—অহৈতুকী নিমিত্তরহিতা বিপরীত প্রত্যয় নিবৃত্ত্যাদি প্রয়োজনবর্জিতা ব্রহ্মবিদাং স্বভাবসিদ্ধা চাংব্যবহিতাংবিচ্ছিন্না চ বৃত্ত্যন্তরবর্জিতা পুরুষোত্তমে প্রত্যগভিন্নে পরমাত্মনি যা ভক্তিরখণ্ডাকারবৃত্তিস্তদেব নির্গুণস্য নির্গুণবিষয়স্য ভক্তিযোগস্য ভক্তের্লক্ষণস্বরূপং মহদ্ভিরুদাহৃতমুক্তমিত্যর্থঃ। নিরুক্তলক্ষণা মুখ্যা ভক্তিরস্যাংস্তীতি ভক্তিমান্ ব্রহ্মনিষ্ঠো যে নরঃ স্বনিষ্ঠয়া স্বং ব্রহ্মৈব মারয়তি প্রাপয়তি ন তু যোন্যন্তরং লোকান্তরং চেতি নরো ব্রহ্মবিদঃ যতি স মে প্রিয় ইত্যুক্ত এবার্থঃ।" এই যুক্তিবলে ঋষি অরবিন্দ ব্যাখ্যাত পুরুষোত্তমবাদ সম্যক্ খণ্ডিত হইতে পারে।

টীকার অনুবাদ—ভগবান আরও বলিতেছেন। শত্রুতে ও মিত্রে একরূপ। সম্মান ও অপমানে তদ্রূপ, একরূপই। ইহার অর্থ, যিনি হর্ষশূন্য ও বিষাদরহিত। শীতে ও গ্রীষ্মে এবং সুখে ও দুঃখেও আসক্তি-বর্জিত, সর্বদা অনাসক্ত। এবং নিন্দা ও স্তুতি তুল্য যাহার। মৌনী, সংযতবাক্। যথালাভে সন্তুষ্ট। অনিকেত, নিয়তবাসশূন্য স্থিরমতি, ব্যবস্থিতচিত্ত। এইরূপ যে ভক্ত আমাতে ভক্তিযুক্ত হয়, সে আমার প্রিয়। ১৮-১৯

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং * যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—যে তু যথোক্তং ইদং ধর্ম্যামৃতং পর্য্যুপাসতে শ্রদ্দধানাঃ মৎপরমাঃ ভক্তাঃ তে মে অতীব প্রিয়াঃ। ২০

মূলের অনুবাদ—যাঁহারা[১] উক্ত রূপ অমৃতত্ব[২] দায়ক ধর্মানুষ্ঠান করেন, ধর্মবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ ও ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই আমার প্রিয় ভক্ত। ২০

লক্ষশ্লোকী বৈয়াসিকী সংহিতা মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্মপর্বে
শ্রীমদভগবদ্ গীতারূপ উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থে যোগশাস্ত্র
শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়।

---

* ধর্মামৃতমিদমিতি নীলকণ্ঠ-শ্রীধর-সম্মতঃ পাঠঃ।

১ মুমুক্ষুণা আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুনা আত্মজ্ঞানোপায়ত্বেন যত্নতো অনুষ্ঠেয়ং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং পরং ধামং জিগমিষুণা ইতি বাক্যার্থঃ।—মধুসূদন সরস্বতী। তদেবং সোপাধিক-ব্রহ্মাভিধান পরিপাকাৎ নিরুপাধিকং ব্রহ্মানুসংদধানস্য অদ্বেষ্টৃত্বাদি ধর্মবিশিষ্টস্য মুখ্যস্যাধিকারেণ।—আনন্দগিরি। বার্তিককার সুরেশ্বরাচার্য বলেন—

উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়োগুণাঃ।
অযত্নতো ভবন্ত্যেব ন তু সাধনরূপিণঃ॥

যাঁহার আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি বিনা সাধনে অদ্বেষ্টৃত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ প্রাপ্ত হন। এই সকল গুণলাভের জন্য তাঁহাকে পৃথক্ সাধন করিতে হয় না।

২ টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অমৃতত্ব মোক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

শ্রীধরী টীকা—উক্তং ধর্মজাতং সফলমুপসংহরতি—যে ত্বিতি। যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্মমেবামৃতমমৃতত্বসাধনত্বাৎ ধর্মামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। তদ্‌ য উপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি শ্রদ্ধাং কুর্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্‌ভক্তা অতীব মে প্রিয়া ইতি। ২০

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতত্বহুবিঘ্নমতো বুধঃ।

স্বয়ং কৃষ্ণপদাম্ভোজ ভক্তি সৎপথমাভজেৎ * ॥

ইতি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং শ্রীধরস্বামীকৃত টীকায়াং সুবোধন্যাং ভক্তি-যোগো নাম দ্বাদশোধ্যায়ঃ।

টীকার অনুবাদ—এই অধ্যায়ে যে ভক্তি-ধর্ম কথিত হইল, ফল সহ তাহার উপসংহার করিতেছেন। উক্তরূপ ভক্তিধর্মই অমৃত, অমৃতত্বের সাধক বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে ধর্মামৃত বলিয়া পাঠ করেন। যাহারা এই ভক্তিধর্ম অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাকারী ও মৎপরায়ণ তাহারা আমার ভক্ত ও অত্যন্ত প্রিয় হয়। ২০

অব্যক্তবর্ত্ম, ব্রহ্মোপাসনা দুঃখকর ও বিঘ্নবহুল। সুতরাং বুদ্ধিমান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ সুখকর ও মহৎপথ গ্রহণ করিবেন।

শ্রীভগবদ্‌গীতার শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী নামক টীকার ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তিনি বলেন, যো মুক্তানাং স্বাভাবিকো ধর্মঃ স মুমুক্ষুনা যত্নেতোঽনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ। ইহার অর্থ, যাহা মুক্ত পুরুষগণের স্বাভাবিক ধর্ম তাহাই মুমুক্ষু সাধক বা সাধিকা কর্তৃক প্রযত্ন সহকারে অনুষ্ঠেয়।

* অভিনব গুপ্তাচার্যকৃত গীতার্থ সংগ্রহে এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধৃত—

পরমানন্দবৈবশ্য সঞ্জাতাবেশসম্পদঃ।

স্বয়ং সর্বাস্ববস্থাসু ব্রহ্মসত্তা স্ফুযত্নতঃ॥

পরিশিষ্ট

এক

গীতাসারঃ

শ্রীভগবানুবাচ

গীতাসারং প্রবক্ষ্যামি অর্জুনায়োদিতং পুরা।
অষ্টাঙ্গযোগযুক্ত্যর্থং সর্ববেদান্তনাগরম্॥ ১

ভগবান বলিলেন, সমস্ত বেদান্তের মূলীভূত অষ্টাঙ্গযুক্ত যোগমার্গ কথনের জন্য পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতাশাস্ত্র বলিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম বলিতেছি। ১

আত্মলাভঃ পরো নান্য আত্মা দেহাদিবর্জিতঃ।
রূপাদিমান্ হি দেহোঽতঃ করণত্বাদিলোচনম্॥ ২

পরমাত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র। সেই আত্মদর্শনই মানব জীবনের মুখ্য লক্ষ্য, অন্য সমস্তই গৌণ। অতএব, দেহই নামরূপ প্রভৃতি যুক্ত এবং ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত। ২

করণত্বান্মনোঽপি নো, ন প্রাণোঽচেতনো যতঃ।
বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণঃ সুষুপ্তে হি প্রতীয়তে॥ ৩

যেহেতু প্রাণ চৈতন্যরহিত নহে, সেই জন্য আমাদের মনও একটি ইন্দ্রিয়। গভীর সুনিদ্রায় প্রতীত হয়, প্রাণ বিজ্ঞান-বর্জিত। ৩

নাহমাত্মা চ দুঃখাদি সংসারাভিসমন্বয়াৎ।
স্থৌল্যাদিধর্মবৈশিষ্ট্যা দেহবৎ বিততঃ পরম্।
বিধূমিব দীপ্তার্চিরাদিত্য ইব দীপ্তিমান্। ৪

দেহ স্থৌল্য প্রভৃতি ধর্মযুক্ত বলিয়া সংসৃতি-স্রোতে পতিত হইলে দুঃখাদি

ভোগ অনিবার্য। সুতরাং দেহাদি আত্মা নহে। ধূমশূন্য প্রদীপ্ত অগ্নি ও মধ্যাহ্ন সূর্য্যতুল্য পরমাত্মা জ্যোতির্ময়। ৪

বিদ্যুত্তোঽগ্নিরিবাকাশে হৃৎস্থো জ্ঞেয়াত্মনাত্মনি।
শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মানমাত্মনা॥ ৫

যেমন আকাশে বিদ্যুতের জ্যোতিঃ দেখা যায়, তদ্রূপ হৃদয়স্থ জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই আত্মাকে চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় জানিতে পারে না। ৫

সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি।
ধানাত্ম মনসা রশ্মীন্ যদা সম্যঙ্ নিযচ্ছতি॥ ৬

আত্মা সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী ও ক্ষেত্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয়গ্রাম ও বিচ্ছুরিত মনোরশ্মি-সমূহ নিগৃহীত হইলে আত্মদর্শন হয়। ৬

তদা প্রকাশতে হ্যাত্মা ঘটে দীপো জ্বলন্নিব।
জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণঃ॥ ৭

যেমন প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়, তেমনি দেহ-ঘটে আত্মজ্যোতিঃ প্রকটিত হয়। পাপকর্মের ক্ষয় না হইলে কোন পুরুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ৭

যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাভূতানি পঞ্চ চ॥ ৮
মনোবুদ্ধিমহংকারমব্যক্তং পুরুষং তথা।
প্রসংখ্যায় পরব্যাপ্তৌ বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ॥ ৯

যেমন দর্পণে লোকে স্বীয় মূর্তি দর্শন করে, তেমনি জ্ঞানী ব্যক্তি দশেন্দ্রিয়, বিষয়-পঞ্চক, পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি, অহংকার, অব্যক্ত ও জীবাত্মাকে পৃথক্ ভাবে দেখিতে পারেন। আত্মবিবেক সমুৎপন্ন হইলে মানুষ সর্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। ৮-৯

ইন্দ্রিয়গ্রামমখিলং মনস্তভিনিবেশ্য চ।
মনশ্চৈবাপ্যহংকারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব॥ ১০
অহংকারং তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিঞ্চ প্রকৃতাবপি।
প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ॥ ১১

হে পাণ্ডব, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে মনে লয় করিবে; মনকে অহংকারে, অহংকারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে ও পুরুষকে ব্রহ্মে লয় করিবে। ১০-১১

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসংখ্যায় বিমুচ্যতে।
দিত্বাদশেভ্যঃ খ্যাতো যঃ পুরুষঃ পঞ্চবিংশকঃ॥
বিবেকাৎ কেবলীভূতঃ ষড়্‌বিংশমনুপশ্যতি॥ ১২

চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পঞ্চবিংশক পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মই আমি এবং আমিই জ্যোতিঃস্বরূপ—এই বিশুদ্ধ বিবেকে সম্যক আরূঢ় হইলে মানুষ মুক্তি লাভ করে। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত ব্রহ্মই ষষ্ঠবিংশক পরতত্ত্ব। ১২

নবদ্বারমিদং গেহং ত্রিস্থূণং পঞ্চসাক্ষিকম্।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্‌ যো বেদ স বরঃ কবিঃ॥ ১৩

এই স্থূলদেহ নবদ্বারযুক্ত, কোষত্রয়বিশিষ্ট ও পঞ্চসাক্ষিক। যিনি ক্ষেত্রজ্ঞে অধিষ্ঠিত হন, সেই পুরুষই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। ১৩

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
জ্ঞানযজ্ঞস্য সর্বাণি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥ ১৪

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৩ অধ্যায়ঃ।

সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ও শত শত বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা জ্ঞানযজ্ঞের ষোড়শ অংশের সমান নহে। ১৪

গরুড় পুরাণের পূর্বখণ্ডোক্ত গীতাসারের অনুবাদ সমাপ্ত।

দুই

আচার্য শংকরানন্দ সরস্বতী *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকাকাররূপে শ্রীমৎ শংকরানন্দ সরস্বতী চিরকাল স্মরণীয়। তৎপ্রণীত গীতা-টীকার নাম 'গীতা-তাৎপর্যবোধিনী'। এই টীকার সরল হিন্দী অনুবাদ যতিবর ভোলাবাবা কর্তৃক বিরচিত ও কাশীধাম অচ্যুত গ্রন্থমালা কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। উক্ত টীকার মঙ্গলাচরণের শেষ শ্লোক-দ্বয়ে আছে—

> ভক্ত্যা শ্রীশংকরাচার্য্যং তৎশাস্ত্রং সদ্গুরুং মুহুঃ।
> নমামি শিরসা নিত্যং সম্যগ্জ্ঞানোপপত্তয়ে ॥
> ভক্ত্যা প্রণম্য স্বগুরুমানন্দাত্ম সরস্বতীম্।
> ক্রিয়তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-তাৎপর্যবোধিনী ॥

"ভক্তিভরে জগদ্গুরু শংকরাচার্য ও তদ্বিরচিত ভাষ্যাবলীকে পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সর্বদা নতশীরে নমস্কার করি। স্বীয় গুরু আনন্দাত্ম সরস্বতীকে সভক্তি প্রণাম করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তাৎপর্যবোধিনী ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি।" উক্ত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, শংকরানন্দকৃত গীতা-তাৎপর্য-বোধিনী সর্বাংশে শংকরাচার্যকৃত গীতা ভাষ্যের অনুগত। স্বীয় গীতা ব্যাখ্যার শেষে আচার্য শংকরানন্দ এই শ্লোক লিখিয়াছেন—

> কালকূটসমো দোষো যস্য কণ্ঠে লবায়তে।
> গুণোঽপি বা কলামাত্রো যস্য ভূষায়তে সতঃ।
> তমহং পুরুষং বন্দে বিদ্যাদোষহরং পরম্ ॥

যাঁহার কণ্ঠে কালকূটতুল্য গরল বিদ্যমান, যে সৎপুরুষের নিকট ভক্তের

---

* 'শ্রীমা সারদা' মাসিকের ১৩৬৭ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।

কণামাত্র গুণ বহুগুণে বৃহৎ হইয়া যায় ও যাঁহার কৃপায় অবিদ্যা বিনষ্ট হয়, সেই আশুতোষ মহাদেবকে বন্দনা করি।

ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের দীপিকাবৃত্তি শংকরানন্দ সরস্বতী কর্তৃক রচিত। ইহাকে ব্রহ্মসূত্রের উপর শংকরভাষ্যের সরল সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা বলা চলে। উক্ত দীপিকা বেনারস সরকারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক রামশাস্ত্রী তেলাঙ্গ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বেনারস সংস্কৃত সিরিজে প্রকাশিত হয়। উক্ত সিরিজে আর. টি. এইচ. গ্রিফিথ, এম. এ., সি. আই. ই. এবং জি. থিবো, পি. এইচ. ডি. নামক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ যুগলের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। শংকরানন্দকৃত ব্রহ্মসূত্রদীপিকার মঙ্গলাচরণে আছে—

নমস্তভ্যং মহামায়ে বরদে কামরূপিণী।
বিদ্যারম্ভং করিষ্যামি সিদ্ধির্ভবতু মে সদা॥
শংকরস্য নমস্কারং কৃত্বা শংকর-ভাষ্যগা।
সূত্রব্যাখ্যা হিরুক্ শ্রোতুঃ সুখার্থং ক্রিয়তে ময়া॥

হে শক্তিরূপা বরদাত্রি মহামায়ে, তোমাকে নমস্কার করি। আমি দীপিকারচনারূপ বিদ্যারম্ভ করিতেছি। এই শুভকর্মে আমার সদা সিদ্ধিলাভ হউক। আচার্য শংকরকে নমস্কার করিয়া শাংকরভাষ্যের অনুযায়ী আমি ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যা শ্রোতার সুখবোধার্থ করিতেছি।

সুতরাং আচার্য শংকরানন্দকৃত ব্রহ্মসূত্রদীপিকা শংকরাচার্যকৃত ভাষ্যানুগত। শংকরানন্দের গুরুর নাম আনন্দাত্ম সরস্বতী ও শিষ্যের নাম বিদ্যারণ্য মুনি। শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য কর্তৃক 'পঞ্চদশী', ও 'জীবন্মুক্তিবিবেক' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থ বিরচিত। 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে উল্লিখিত আছে—

নমঃ শ্রীশংকরানন্দ-গুরুপাদাম্বুজন্মনে।
সবিলাস-মহামোহ-গ্রাহগ্রাসৈককর্মণে॥

মহামুনি বিদ্যারণ্য বলেন, গুরুদেব শংকরানন্দের পাদপদ্মে নমস্কার করি।

মদীয় বিলাসযুক্ত মহামোহরূপ গ্রাহ বিনাশ করিতে এই শ্রীগুরুই সম্যক সমর্থ।

বিদ্যারণ্যকৃত 'বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ' 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণ'-এর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা। ইহা পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত ও কলিকাতা বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত। উক্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে সুকৌশল সহকারে বিদ্যারণ্য কর্তৃক শ্লেষপূর্বক স্বগুরুর নাম উল্লিখিত—

স্বমাত্রয়াঽনন্দয়দত্র জন্তূন্ সর্বাত্মভাবেন তথা পরত্র।
যচ্ছংকরানন্দ-পদং হৃদব্জে বিভ্রাজতে তদ্ যতয়ো বিশন্তি॥

যে শংকরানন্দ-পাদপদ্ম সর্বপ্রাণীকে ইহলোকে স্বীয় শক্তিবলে ও পরলোকে সর্বাত্মভাবে আনন্দ দান করে, তাহা আমার হৃদয়-কমলে বিরাজ করিতেছে; উক্ত মোক্ষপদে মুক্ত যতিগণ প্রবিষ্ট হন।

আচার্য শংকরানন্দকৃত কৌষিতকী ব্রাহ্মণের দীপিকাটীকার মঙ্গলাচরণে আছে

আনন্দ আত্মা স্থিরজঙ্গমানামস্ত্যত্র চিত্রস্তমহং প্রণম্য।
কৌষিতকী ব্রাহ্মণমাত্মবিদ্যাং পদাবলোকাৎ প্রকটী করোমি।

স্থাবর ও জঙ্গম সর্বভূতে আনন্দময় পরমাত্মা বিরাজিত। ইহা অতীব বিচিত্র। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৌষিতকী ব্রাহ্মণব্যাখ্যায় গুরুপদ দর্শনালোকে আত্মবিদ্যা প্রকটিত করিতেছি।

নিম্নলিখিত সাতাইশখানি উপনিষদের দীপিকা আচার্য শংকরানন্দ সরস্বতী কর্তৃক বিরচিত—অথর্বশির, অথর্বশিখ, অথর্বশীর্ষ, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, আরুণি, ঈশাবাস্য, ঐতরেয়, কাঠক, কেন, কৈবল্য, কৌষিতকী, গর্ভ, ছান্দোগ্য, জাবাল তৈত্তিরীয়, নারায়ণ, নৃসিংহতাপিনীয়, পরমহংস, প্রশ্ন, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবল্লী, মহোপনিষৎ, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর ও হংস উপনিষৎ।

পরমহংসোপনিষদের দীপিকায় টীকাকার শংকরানন্দ লিখিয়াছেন—

ইয়ং পরমহংসানাং ব্যাখ্যাতোপনিষৎ ময়া।
তৎধর্মজ্ঞানজননী সানন্দাত্মপ্রবোধিনী।

পরমহংসগণের সুখপাঠ্য এই উপনিষৎ মৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহা ধর্ম ও জ্ঞানের জননী এবং আনন্দাত্মার প্রবোধিনী।

শংকরানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'আত্মপুরাণ' অদ্বৈত বেদান্তের একটি অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত, যোগরহস্য, শ্রুতিতত্ত্ব প্রভৃতি সুগূঢ় বিষয়ের মার্মিক মীমাংসা পাওয়া যায়। ইহা অদ্বৈত সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি অনুপম পুস্তক। শোনা যায়, যত্যনুষ্ঠান পদ্ধতি, শিবসহস্রনাম টীকা ও সর্বপুরাণসার নামক গ্রন্থত্রয় আচার্য শংকরানন্দ কর্তৃক বিরচিত। গবেষক-গণ সুনিশ্চিত করিয়াছেন যে, শংকরানন্দ সরস্বতী ত্রয়োদশ শতকের উত্তরার্ধে আবির্ভূত হন। তৎশিষ্য বিদ্যারণ্য চতুর্দশ শতকের অমর সন্ন্যাসী ছিলেন। পূর্বাশ্রমে বিদ্যারণ্যের নাম মাধবাচার্য ছিল। মাধবাচার্য বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ১৩৩৫।৩৬ বিক্রমাব্দে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপনপূর্বক স্বয়ং উহার মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন। ইহা হইতে নিঃসংশয়ে জানা যায়, বিদ্যারণ্য ত্রয়োদশ শতকের শেষে বা চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে বিদ্যারণ্য সিদ্ধগুরু শংকরানন্দের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, শংকরানন্দ আবির্ভূত হইবার অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর পরে বিদ্যারণ্যের আবির্ভাব ঘটে। মৎপ্রণীত 'ঋগ্বেদ' পুস্তকের পরিশিষ্টে মাধবাচার্যের বিস্তৃত জীবনী প্রদত্ত।

শংকরানন্দ সরস্বতী ত্রিশখানি অদ্বৈত বেদান্ত গ্রন্থের রচয়িতা। তৎকর্তৃক দীপিকা সহ ঈশ ও কেন উপনিষৎ পুণা আনন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঈশোপনিষদ্দীপিকার প্রারম্ভে টীকাকার শংকরানন্দ বলেন—

ওঁ ঈশাবাস্যাদয়ো মন্ত্রা বিনিযুক্তা ন কর্মণি।
প্রমাণাভাবস্তেষাং তু কুর্বে ব্যাখ্যামকর্মগাম্॥

ঈশোপনিষদের মন্ত্রাবলী যজ্ঞাদিতে বিনিযুক্ত হয় না। যজ্ঞকর্মে প্রমাণাভাবে আমি ইহাদের জ্ঞানপ্রদ ব্যাখ্যা করিতেছি।

কেনোপনিষদ্দীপিকার প্রারম্ভে শংকরানন্দ সরস্বতী মন্তব্য করেন—

কেনেষিতোপনিষদং ব্যাকরিষ্যে পদাধ্বনা।
রম্যাং তলবকারাণাং শাখায়ামাত্মবোধিনীম্॥

সামবেদীয় রমণীয়া তলবকার শাখাস্থ কেনোপনিষদের আত্মবোধিনী পদব্যাখ্যা আমি করিতেছি।

সুতরাং শংকরানন্দ সরস্বতী মধ্যযুগের অবিসংবাদিত ও অবিস্মরণীয় অন্যতম বেদান্তাচার্য ও বেদান্ত গ্রন্থকার ছিলেন। তৎকৃত গীতাব্যাখ্যায় অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত। তিনি মধুসূদন সরস্বতীর পূর্ববর্তী বলিয়া অনুমিত হয়। তৎকৃত গীতাব্যাখ্যায় শ্রুতিবাক্যই প্রধানতঃ উদ্ধৃত হইয়াছে। যেমন বাংলায় গীতার শাংকরভাষ্য, অথবা মধুসূদনকৃত ও শ্রীধর স্বামীকৃত টীকা অনূদিত হইয়াছে, তদ্রূপ শংকরানন্দকৃত গীতাটীকার বঙ্গানুবাদ অবিলম্বে প্রয়োজন। টীকাকার শংকরানন্দ তৎকৃত গীতা-টীকার প্রারম্ভে নিম্নলিখিত পঞ্চশ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যন্নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং পরম্।
অদ্বিতীয়ং নির্বিশেষং ব্রহ্ম তৎসমুপাস্মহে॥
অধস্তান্মানবং দিব্যমুপরিষ্টাদ্ গজাকৃতিঃ।
পরাত্মা তমসস্তেজঃ প্রত্যগাত্মা নঃ সদা॥
পঞ্চাশদ্বর্ণরূপেণ যয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
শব্দব্রহ্মময়ীং বাণীং ভজে তাং পরদেবতাম্॥
অসংস্পৃশ্য প্রকৃতিং বিকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
যঃ সদা ভাতি যেহস্বস্থস্তং সেবে কৃষ্ণমীশ্বরম্॥
সনন্দনং শ্রীসনকং সনাতনং সনৎকুমারং চ সনৎসুজাতম্।
শ্রীবামদেবং চ শুকং মহান্তং নমামি ভক্ত্যা নিজবোধসিদ্ধৈঃ॥

যে ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, অদ্বিতীয় ও নির্বিশেষ তাঁহাকে আমি ধ্যান করি। যাঁহার শিরোদেশের নিম্নাংশ কলেবর দিব

নররূপ ও মস্তক গজাকার এবং যিনি অন্ধকারাতীত ও তেজঃস্বরূপ, সেই গণেশ দেবতা আমার সহায় হউন। পঞ্চাশ বর্ণরূপে যিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছেন, সেই শব্দব্রহ্মময়ী বাণীদেবীকে আমি ভজনা করি। সগুণা প্রকৃতি ও তদীয়া বিকৃতি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট যে সাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়-মন্দিরে বিরাজ করেন, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনন্দন, সনক, সনাতন, সনৎকুমার এবং বামদেব ও মহাপুরুষ শুকদেবকে জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি।

উল্লিখিত মঙ্গলাচরণ হইতে জানা যায়, শংকরানন্দ সরস্বতী কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। সেইজন্য তৎকৃত গীতাব্যাখ্যা এত সুন্দর হইয়াছে। টীকাকার-দ্বয় মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। সুগভীর কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতীত গীতাব্যাখ্যা মর্মস্পর্শী হয় না।

তিন

আচার্য অভিনব গুপ্ত ও তৎকৃত গীতার্থ-সংগ্রহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যাকাররূপে অভিনব গুপ্তাচার্য্য চিরকাল স্মরণীয়। তৎকৃত গীতাটীকা গীতার্থ-সংগ্রহ নামে অভিহিত। শোনা যায়, তিনি ব্রহ্ম-সূত্রের শাক্ত ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। অভিনব গুপ্ত বেদান্ত-কেশরী শংকরাচার্য্যের সমসাময়িক ও প্রতিস্পর্দ্ধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সুতরাং তৎকৃত গীতার্থ সংগ্রহ শংকরকৃত গীতাভাষ্যবৎ অত্যন্ত প্রাচীন এবং মধুসূদন সরস্বতী বা শ্রীধর স্বামী বা নীলকণ্ঠ সূরি প্রভৃতি কৃত গীতাব্যাখ্যা অপেক্ষা প্রাচীনতর। শংকরাচার্য্যের আবির্ভাব অধিকাংশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ কর্তৃক অষ্টম শতকের শেষার্ধে বা নবম শতকের প্রথমার্ধে বলিয়া ঐতিহাসিক যুক্তিবলে নির্ধারিত। অভিনব গুপ্ত বিরচিত গীতার্থ-সংগ্রহের হস্তলিখিত পুঁথি পুণা ডেক্কান কলেজ লাইব্রেরীতে ও কাশ্মীর সরকারী গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত। ইহার সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত এবং প্রথম সংস্করণ উক্ত অব্দের বহু বর্ষ পূর্বে মুদ্রিত।

আচার্য্য শংকরের জীবনীতে দেখা যায়, দিগ্বিজয়ার্থ ভ্রমণকালে তিনি আসামে শিষ্যবৃন্দ সহ উপনীত হন। আসামের অধিপতি শ্রীহর্ষ স্বয়ং তাঁহাকে উক্ত প্রদেশে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান ও কামরূপ পর্যান্ত আচার্য্যের অনুগমন করেন। সশিষ্য শংকর ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নানান্তে কামাখ্যা পর্বতোপরি পীঠস্থানে দেবী কামাখ্যার পূজাদি করেন। নাট্যাচার্য গিরিশ ঘোষ প্রণীত 'শংকরাচার্য' নাটকে আছে, কামাখ্যা মন্দিরে শংকর উপস্থিত হইলে কামাখ্যা দেবী আবির্ভূত হইয়া আচার্যকে বলেন, "এখন এই প্রদেশ তান্ত্রিক বামাচার ছেড়ে তোমার অদ্বৈত বেদান্ত নেবে না। এখানে তোমার প্রচার ব্যর্থ ও জীবন বিপন্ন হবে।" এই দেবীবাক্য বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। কামাখ্যা দেবীর

নাটমন্দিরে অভিনব গুপ্ত শংকরের সহিত দার্শনিক বাক্যযুদ্ধে পরাজিত হন ও কপটভাবে শংকরের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তিনি ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন ও তান্ত্রিক প্রক্রিয়া দ্বারা শংকরের শরীরে দুরারোগ্য ভগন্দর ব্যাধি অভিচার করিলেন। পূর্বোক্ত নাটকে আছে, ভগন্দর ব্যাধি আসিয়া শংকরকে বলিলেন, "আমি ভগন্দর ব্যাধি, অভিনব গুপ্তের অভিচারে প্রেরিত হয়েছি ; কিন্তু অনুমতি ব্যতীত আপনার দেব দেহে প্রবেশ করতে সাহস করছি না।" শংকর—কেন, দেহমাত্রেই ত তোমার অধিকার ? ব্যাধি —হে সর্বজ্ঞ, নিষ্পাপ শরীরে ত আমাদের অধিকার নাই।

শংকর—আমি ত নিষ্পাপ নই। আমি জগতের পাপ তাপ গ্রহণ করে সারা ভারতে ভ্রমণ করেছি। তুমি আমার দেহে প্রবেশ কর।

ব্যাধি—প্রভু, জগতের পাপ গ্রহণ করেছেন সত্য ; কিন্তু সে পাপ আপনার অনুমতি ভিন্ন আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না।

মনে হয়, উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় ঋতম্ভরা কবি-কল্পনা। অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত এইরূপ সুন্দর কল্পনা মানস আকাশে উদিত হয় না। সে যাহা হউক, অবিলম্বে অভিনব গুপ্তের তান্ত্রিক প্রক্রিয়া সফল হইল। শংকরাচার্য অভিচারজাত ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইলেন। সমভিজ্ঞ রাজকীয় চিকিৎসক গণের চিকিৎসায় ও অনুরক্ত শিষ্যবৃন্দের সেবাশুশ্রূষায় ব্যাধির উপশম হইল না। গুরুভক্ত পদ্মপাদ শিবপ্রতিম গুরুকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সুদৃঢ় সংকল্প করিলেন। তাঁহার কাতর প্রার্থনায় তদীয় ইষ্টদেবতা নৃসিংহ দেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগল ব্যতীত অন্য কেহ এই কঠিন রোগ সারাইতে পারিবে না।"

পদ্মপাদের প্রার্থনায় অশ্বিনীকুমারদ্বয় আসিয়া জানাইলেন, "এই অভিচারজাত ব্যাধি কোন চিকিৎসায় সারিবে না। প্রত্যভিচার-বলে উহা অভিচারীর দেহে ফিরাইয়া দিলেই তোমার গুরুদেব রোগমুক্ত হইবেন। অন্য উপায়ে এই রোগারোগ্য অসম্ভব।" আচার্যদেব বার বার নিষেধ

করা সত্ত্বেও পদ্মপাদ প্রত্যভিচার করিলেন। ইহার ফলে শংকর স্বয়ং সুস্থ হইলেন ও অভিনব গুপ্ত উক্ত ব্যাধিতে অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। মহাপাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল।

অনন্তর শংকরাচার্য আসাম হইতে বঙ্গদেশে আসেন ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের দর্শন লাভে ধন্য হন। গৌড়পাদাচার্য তৎকৃত মাণ্ডুক্যকারিকার উপর প্রশিষ্য শংকর রচিত ভাষ্য রচয়িতার মুখে আদ্যোপান্ত শুনিয়া পরম প্রীতিলাভপূর্বক শংকরকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদই শংকরের সন্ন্যাস গুরু। আচার্য গোবিন্দপাদ নর্মদাতীরে সহস্র বৎসর নরদেহে সমাধিমগ্ন অবস্থায় সুযোগ্য শিষ্যের অপেক্ষায় ছিলেন। সুশিষ্য আসিলে তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া শংকরকে বৈদিক সন্ন্যাস ও ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানান্তে স্থূলদেহত্যাগ করেন। শ্রীগুরুই নির্দেশেই শংকর প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনায় ও সমগ্র ভারতে বেদান্ত প্রচারে ব্রতী হন। শংকরাচার্যের প্রতিকৃতি বা প্রস্তরমূর্তি দেখা যায়; কিন্তু গোবিন্দপাদের কোন ছবি বা মূর্তি বা বর্ণনা কোথাও দেখা যায় না। শংকর কর্তৃক রচিত প্রত্যেক ভাষ্যের শেষে গুরুবর গোবিন্দপাদের নাম উল্লিখিত।

আমাদের ধর্মচক্রে বেদান্ত স্বাধ্যায় সময়ে নাটমন্দিরে ও পূজাকালে শংকরাচার্য বহু বার দিব্য দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার চূড়ামণি যোগ পড়িয়াছিল। ঐ দিন সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নানে যাইবার পূর্বে আমাদের মন্দিরে সন্ন্যাসিনী মহাগৌরীর চণ্ডীপাঠকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, ভগবান কল্কিদেব ও শংকরাচার্য উপস্থিত ছিলেন। দুপুরে মন্দিরে পূজাকালেও অন্যান্য মুনিঋষিদের সহিত শংকরাচার্যকে দেখা গেল। তৎপরে আসিলেন একটি নগ্নদেহ মুণ্ডিতমস্তক ব্রহ্মজ্ঞানী—একটু স্থূলকায়, উজ্জ্বল চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, দুই চক্ষু অর্ধস্তিমিত ও চিরমৌন। তিনি আসিয়াই পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসিনী মহাগৌরী তৎক্ষণাৎ

আমাকে তাঁহার বর্ণনা দিতেই আমি বলিলাম, "বোধ হয়, ইনি আচার্য শংকরের গুরু গোবিন্দপাদ।" আমি এই কথা বলা মাত্রই আচার্য গোবিন্দপাদ ডান হাত তুলিয়া আমাকে সমর্থন ও আশীর্বাদ করিলেন এবং বাম হাতে স্বীয় বুকে হাত দিয়া ও তদনন্তর আচার্য শংকরকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া অবিলম্বে অন্তর্হিত হইলেন। পাছে মহাগৌরী তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন ও জবাব দিবার জন্য মৌনভঙ্গ করিতে হয়, তাই আচার্য গোবিন্দপাদ আমাদের পূজা ও নৈবেদ্যাদি গ্রহণ না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের নারায়ণকৃত টীকায় আছে, শুকদেবই গৌড়পাদের গুরুদেব। উক্ত মত টীকাকার আত্মবোধেন্দ্র কর্তৃক সমর্থিত; কিন্তু ভাগবতে বা অন্য কোন গ্রন্থে শুকদেবের বর্ণনা পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসারে "ভাগবত নিগমরূপ কল্পতরুর গলিত ফল ও শুকমুখ-নিঃসৃত অমৃত দ্রবসংযুত।" প্রবাদ আছে, ব্যাসপুত্র শুকদেব মায়ারাজ্যে পদক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মাতৃগর্ভে দীর্ঘকাল বাস করিলেন এবং শৈশবেই বৈরাগ্য বশে গৃহত্যাগপূর্বক অরণ্যে চলিলেন। বিগত ১২ই সেপ্টেম্বর সোমবার বৈকালে আমাদের মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া মহাগৌরী ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ পড়িতেছিলেন। তিনি ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিতেই মন্দিরস্থ দেবগণ আসিলেন; আরও আসিলেন ভাগবতবক্তা স্বয়ং শুকদেব—জ্যোতির্ময় নগ্নদেহ, পঞ্চবর্ষীয় বালকবৎ। তিনি তৎসম্মুখে অবস্থিত ইষ্টদেব বালগোপালকে প্রেমাশ্রুসিক্ত নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছিলেন। ভাগবতের আদি শ্রোতা রাজা পরীক্ষিৎও অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। উক্ত ঘটনার দুই দিন পরে ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার পূর্বোক্তা পাঠিকা একই স্থানে বসিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের তেইশ অধ্যায় পড়িয়া আমাকে শুনাইলেন। ইহাতে পৃথুরাজার বনে গমন ও দেহত্যাগ বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের উক্তাংশ পাঠকালেও শুকদেব ও

তাঁহার ইষ্টদেব গোপালজী আসিলেন। এই দুই বার ভাগবত পাঠ যতক্ষণ চলিল, ততক্ষণ শুকদেব বিরাজ করিলেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়, শুকদেব, গোবিন্দপাদ, শংকরাচার্য্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ জগদ্গুরুগণ জগদ্হিতায় এখনও ভাগবতী তনু ধরিয়া লীলা করিতেছেন।

এখন আমরা প্রধান প্রসঙ্গের অনুসরণ করিতেছি। অভিনব গুপ্তের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে শ্রীকান্তী পাণ্ডে প্রণীত ইংরাজী পুস্তক কাশীধাম চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজের প্রথম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত 'গীতা প্রদীপে' এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিবৃতি পাওয়া যায়। শ্রীনগরের পণ্ডিত লক্ষ্মণ রায়না সম্পাদিত ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অভিনব গুপ্তের গীতার্থসংগ্রহে অভিনব গুপ্তাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত। কাশ্মীরী পণ্ডিত লক্ষ্মণ রায়না বলেন, "কাশ্মীরের শৈব দার্শনিকগণের মধ্যে অভিনব গুপ্ত অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থকার, কিন্তু তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তৎকৃত তন্ত্রালোকে ও পরাতৃংশিকা গ্রন্থদ্বয়ে স্বীয় উল্লেখ দ্বারা জানা যায়, তিনি দশম শতকের শেষভাগ ও একাদশ শতকের প্রারম্ভের মধ্যে কাশ্মীরে বিদ্যমান ছিলেন তিনি অন্তর্বেদী নামক স্থানে অবস্থিত বিখ্যাত ব্রাহ্মণ অত্রি গুপ্তের বংশধর ছিলেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের প্রাচীন নাম অন্তর্বেদী অত্রি গুপ্ত একজন প্রসিদ্ধ শৈব দার্শনিক ছিলেন এবং কাশ্মীরের মহারাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ললিতাদিত্যের রাজত্বকাল ৭০০ খ্রীঃ হইতে ৭৩৬ খ্রীঃ বলিয়া নির্দ্ধারিত। শৈবাচার্য্য অত্রিগুপ্ত ভূস্বর্গ কাশ্মীর পছন্দ করেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার অনেক পুরুষ পরে তদীয় বংশধর বরাহগুপ্ত শৈবদর্শনে অশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন বরাহ গুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত ওরফে চুখলকাই অভিনব গুপ্তের পিতা ও শৈব পণ্ডিতরূপে পরিগণিত।"

নানা স্থান হইতে সংগৃহীত উপাদানের আলোকে জানা যায়, তরুণ বয়সে

অভিনব গুপ্ত, ভট্ট ইন্দুরাজ, ভট্ট তোতা, ভূতিরাজ, শম্ভুনাথ ও লক্ষ্মণ গুপ্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি স্বয়ং দর্শন-শাস্ত্রে, বিশেষতঃ শৈব দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কাশ্মীরে শৈবধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহার জ্ঞান অসীম ছিল। তাঁহার প্রতিভার বহুমুখিতা তদীয় জীবৎ কালেই ভারতীয় পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত ও সমাদৃত হইয়াছিল। তৎপ্রণীত তন্ত্রালোকের টীকাকার জয়রথ এবং 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থের বিখ্যাত রচয়িতা রাজানক মাম্মট অভিনব গুপ্তের বাক্যোদ্ধার করিয়া বলেন, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী রচয়িতা ছিলেন। ছন্দঃশাস্ত্রেও অভিনব গুপ্তের অবদান অসাধারণ। 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের তৎকৃত টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং মৌলিক পুস্তকরূপে প্রথিত। অভিনব গুপ্তকৃত বহু গ্রন্থের নাম নানা স্থানে উল্লিখিত; কিন্তু তন্মধ্যে অল্প কয়েকখানি পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত ছাব্বিশখানি গ্রন্থ তৎপ্রণীত বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত—ভৈরব স্তোত্রম্, মালিনী বিজয় বার্তিক, ভারত নাট্যশাস্ত্র টীকা, ধ্বন্যালোক ও লোচন, নাট্যলোচন, পূর্বপঞ্চিকা, মহোপদেশ বিংশতি, গীতার্থসংগ্রহ, প্রকরণ স্তোত্র, বোধপঞ্চদেশিকা, প্রমাণার্থচর্চা, পরমার্থবাদশিকা, ভট্টধর্পুরথুলকাবিবৃতি, অনুত্তর শতক, দেহস্থ দেবতা চক্র স্তোত্র, কাব্য কৌতুক বিবরণী, পরাত্রিংশিখ বিবরণ, পরাত্রিংশিখলঘুবৃত্তি, ক্রমস্তোত্র, ঈশ্বরতত্ত্বভিজ্ঞাবিমর্শিনী, লঘুবৃত্তি, বৃহৎ ঈশ্বরতত্ত্ব-ভিজ্ঞাবৃত্তি, পরমার্থসারঃ, তন্ত্রালোক ও তন্ত্রসারঃ।

বর্তমান ভারতে প্রচলিত মহাভারত হইতে কাশ্মীরে প্রসিদ্ধ মহাভারত নানা স্থানে পৃথক্; কিন্তু উভয় মহাভারতের গীতায় বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; কিন্তু অভিনব গুপ্ত স্বরচিত গীতার্থসংগ্রহে অনেক অধিক শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ঐ সকল শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বপূর্ণ উপদেশ লিপিবদ্ধ। বোম্বাই নির্ণয় সাগর প্রেস হইতে অন্যান্য ভাষ্যটীকার সহিত গীতার্থসংগ্রহের যে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত, উহাতে উল্লিখিত অতিরিক্ত শ্লোকাবলী পাওয়া যায় না। সুতরাং গীতার্থ সংগ্রহের যে দুই সংস্করণ বোম্বাই ও শ্রীনগর

হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত লক্ষ্মণ রায়না বলেন, বস্তুতঃ বোম্বাই সংস্করণের সম্পাদক গীতার্থসংগ্রহে যথেষ্ট সংশোধন বা পরিবর্তন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, গীতার্থ সংগ্রহে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি অধ্যায় উপসংহারের নিমিত্ত বিরচিত। উল্লিখিত সংস্করণদ্বয়ে উক্ত শ্লোক ভিন্নভাবে পাওয়া যায়।—

অহো স্ম চেৎ সঞ্চিত্য গতির্যোগেন যৎ কিল।
আরোহতোব বিরমান্ সংস্থামপরিত্যজেৎ ॥

গীতার পাঠান্তর সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত কোন কোন স্থানে ভিন্নপাঠ ধরিয়াছেন। একাদশ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে শাশ্বত ধর্মগোপ্তা বলিয়াছেন। অভিনব গুপ্তের মতে ইহা সাত্বত ধর্মগোপ্তা হইবে। অন্যান্য অনেক স্থানেও অভিনব গুপ্ত কর্তৃক ভিন্ন পাঠ নির্দেশিত হইয়াছে। তিনি প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে কাশ্মীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তৎকালে ও তদ্দেশে প্রচলিত গীতার মূলে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকাই সম্ভব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গীতার মূল কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত দেখা যায়। গীতাব্যাখ্যাতেও অভিনবগুপ্তের বিশেষত্ব লক্ষণীয়। নবম অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, আমিই ক্রতু, যজ্ঞ, স্বধা, মন্ত্র, আজ্য, অগ্নি ইত্যাদি। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনব গুপ্ত বলেন, "একস্যৈব নির্ভাগস্য ব্রহ্মতত্ত্বস্য পরিকল্পিত সাধনাধীনম্ কর্ম পুনরেকত্বং নির্বর্তয়তি, ক্রিয়ায়াঃ সর্বকারকাত্ম সাক্ষাৎকারেণাব-স্থানে ভগবৎপদপ্রাপ্তিঃ প্রত্যবিদূরত্বাৎ। উক্তঞ্চ—

সেয়ং ক্রিয়াত্মিকা শক্তিঃ শিবস্য বশবর্তিনী।
বন্ধয়িত্রী স্বমার্গস্থা জ্ঞাতাসিদ্ধ্যুপপাদিকা ॥

যথাপ্যুক্তম্—

উপক্রমে যৈব বুদ্ধির্ভাবাভাবানুযায়িনী।
উপসংহৃতিকালে সা ভাবাভাবানুযায়িনী ॥

সেই ক্রিয়াত্মিকা মহাশক্তি শিবানুবর্তিনী, বন্ধয়িত্রী, স্বমার্গস্থা, সর্বজ্ঞা, সিদ্ধিদায়িকা। যে বুদ্ধি উপক্রমে ভাব ও অভাবের অনুযায়িনী হয়, তাহাই উপসংহারে ভাব ও অভাবের অনুসারিণী হয়। সেই শক্তি এক অবিভক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে অভিন্ন এবং সর্ব কর্ম তৎকর্তৃক পরিকল্পিত ও অনুষ্ঠিত হয়।

নবম অধ্যায়ের বাইশ শ্লোকে যোগক্ষেম শব্দের অর্থ অভিনব গুপ্ত অন্যান্য টীকাকার অপেক্ষা উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। ভাষ্যকারের মতে যোগ ও ক্ষেম শব্দের অর্থ, যথাক্রমে অপ্রাপ্তের প্রাপণ ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ। আর অভিনব গুপ্ত বলেন, "যোগঃ অপ্রতিলব্ধ সৎস্বরূপ লাভঃ ক্ষেমং চ প্রাপ্তভগবৎস্বরূপ প্রতিষ্ঠালাভ পরিরক্ষণং, যেন যোগভ্রষ্টত্ব শংকাপি ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ।" ইহা অভিনব গুপ্ত কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত অভিনব গীতারহস্য। উক্ত অধ্যায়ের ছাব্বিশ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, পত্র পুষ্প ফল জলাদি ভক্ত-প্রদত্ত ভক্তিপূত উপহার আমি গ্রহণ করি। উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনব গুপ্ত স্বরচিত এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

বেদান্ বেদ ন বেদ শাম্ভব পদম্ দূয়েৎনির্বেদবান্
স্বর্গার্থী যজমানতাং প্রতিজহৎ যাতো যজন্ যাজকঃ।
সর্বাঃ কর্মরসপ্রবাহ বিসরাঃ সংবিৎ শ্রবন্ত্যোঽখিলাঃ
ত্বামানন্দমহাম্বুধিং বিদধতে নাপ্রাপ্য পূর্ণাং স্থিতিম্॥

চতুর্বেদ শম্ভুপদ পাইতে পারে বা না পারে ; কিন্তু বিরক্ত সাধক নিশ্চয়ই শিবপদ লাভে সমর্থ। স্বর্গকামী যজ্ঞকারী স্বর্গপ্রাপ্ত হন। আর শিবজ্ঞান লাভে শৈব ভক্ত সমস্ত কর্মাসক্তি বিসর্জন দেন এবং শিবপদে পূর্ণা স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

একাদশ অধ্যায়ের সাইত্রিশ শ্লোকোক্ত সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয়ের অর্থ অভিনব গুপ্তের মতে এইরূপ—"সৎ পদার্থত্বেন অসৎ উপলব্ধং প্রত্যবিষয়ত্বাৎ অথবা অভাবোঽপি ধিয়ি নিজ নিজ বিশিষ্ট বাচকবশ সংশ্লেষিতো জ্ঞানাকারমনুবানো ন পরব্রহ্মসত্বা ব্যতিরিক্তঃ সদসদ্রূপাভ্যাং পরং তদুভয় বুদ্ধি

তিরোধানে সদ্রূপোপদর্শকঃ।" দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকত্রয়ে ভগবান্ বলিতেছেন, আমি আশ্রিত ভক্তকে জন্মমৃত্যুসংকুল সংসার-সাগর হইতে সমুদ্ধার করি। এই তিন শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনব গুপ্ত মন্তব্য করেন, ভক্তিযোগ অকৃত্রিম ও সর্বোত্তম। অনন্তর তিনি স্বরচিত স্তোত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকত্রয় উদ্ধার করিয়াছেন—

বিশিষ্টকরণোপসর্গস্থিত সমাধি সংভাবনা
বিভাবিত এয়া যদা কমপিবোধমুন্নয়েৎ।
ন সা তব সদোদিতা স্বরসবাহিনী
যা চিতির্যতস্ত্রিতয়সংনিধৌ স্ফুটমিহাপি সংবেদ্যতে।
যদা তু বিগতেন্ধনঃ স্ববশবর্তিতাং সংশ্রয়ন্
অকৃত্রিমসমুল্লসংপুলককম্পবাষ্পাকুলঃ।
শরীরনিরপেক্ষতাং স্ফুটমুপাদদানশ্চিতঃ
স্বয়ং জ্বলতি বুধ্যতে যুগপদেব বোধানলঃ॥
তদৈব তব দেবি তদ্ধনুকৃপাশয়ৈবর্জিতং (শ্রিতৈবর্ণিতং)
মহেশ্বরবুধ্যতে বিবশপাশসংক্ষোভকম্॥

অভিনব গুপ্ত গীতার আঠার অধ্যায় ব্যাখ্যাতে এক একটি সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তৎকৃত গীতার্থ সংগ্রহে অন্ততঃ আঠারটী সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। মনে হয়, তখন সংস্কৃতই সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও কথ্যভাষা ছিল। তাই শংকরাচার্য ও অভিনব গুপ্ত উভয়ের সংস্কৃত রচনায় সাবলীল স্বচ্ছন্দগতি দেখা যায়। গীতার্থ সংগ্রহের প্রারম্ভে এই ছয় শ্লোক বিদ্যমান।—

য এষঃ বিততস্ফুরদ্ বিবিধভাব
চক্রাত্মকঃ পরস্পর বিভেদবান্ বিষয়তামুপগচ্ছতি।
যদেক তয়ভাবনাবশতঃ এতা ভেদান্
বয়ং স শম্ভুরশিবাপহ জয়তি বোধভাষাং নিধিঃ॥ ১

দ্বৈপায়নেন মুনিনা যদিং বাধায়ি শাস্ত্রং সহস্র শত সংমিতমত্র মোক্ষঃ।
প্রাধান্যতঃ ফলতয়া প্রথিতস্তদন্য ধর্মাদি তত্ত্ব পরিপোষয়িতুং প্রণীতম্ । ২
মোক্ষশ্চ নাম সকলাপ্তবিভাগরূপ সর্বজ্ঞ সর্বকরণাদি শুভস্বভাবে।
আকাঙ্ক্ষয়া বিরহিতে ভগবত্যধীশে নিত্যোদিতো লয়মিয়াং প্রথিতসমাসাং ॥ ৩

যদ্যপন্য প্রসঙ্গেষু মোক্ষ নামাত্র গীয়তে।
তথাপি ভগবদ্গীতাঃ সম্যক তৎপ্রাপ্তিদায়িকাঃ ॥ ৪
তাস্বন্যৈ প্রাকৃতৈর্ব্যাখ্যা কৃতা যদ্যপি ভূয়সা।
ন্যাযাস্তথা পুদ্যম মে তদ্গূঢ়ার্থপ্রকাশকঃ ॥ ৫
ভর্তেন্দুরাজা দাম্নায়ং বিবিচ্য চ চিরং ধিয়া।
কৃতোঽভিনবগুপ্তেন সোঽয়ং গীতার্থসংগ্রহঃ ॥ ৬

দ্বীপজাত মহামুনি ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারতে মোক্ষফল প্রধান ভাবে ব্যাখ্যাত, ধর্মাদি পুরুষার্থ ইহার পরিপোষক। আকাংক্ষারহিত হইয়া সর্বজ্ঞ ঈশ্বর শিবে লয় প্রাপ্তিই মোক্ষ। যদিও মোক্ষ তত্ত্ব অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছি, তথাপি ভগবদ্গীতা সর্বপ্রধান মোক্ষশাস্ত্র। যদিও অনেক প্রাকৃত পুরুষ গীতা-ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তথাপি গীতার গূঢ়ার্থ প্রকাশ নিমিত্ত আমার এই প্রয়াস। ভর্তা ইন্দুরাজের শুভেচ্ছায় অভিনব গুপ্ত কর্তৃক গীতার্থসংগ্রহ বিরচিত।

প্রথম অধ্যায় ব্যাখ্যান্তে অভিনব গুপ্ত কর্তৃক এই সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত।—

বিদ্যাবিদ্যোভয়াঘাত সংঘট্ট বিবশীকৃতঃ।
যুক্ত্যা দ্বয়মপি ত্যক্ত্বা নির্বিবেকো ভবেন্মুনিঃ ॥

অজ্ঞান ও জ্ঞান উভয়ের সংঘর্ষে প্রাকৃত মানুষ অভিভূত। তাই মুনি যুক্তিবলে এই দুই ত্যাগ করিয়া ভেদাতীত হইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যান্তে অভিনব গুপ্ত এই সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।—

অহো নু চেতসশ্চিত্রা গতির্যোগেন যৎকিল।
আরোহত্যেব বিষয়ান্ শ্রয়ং তামপরিত্যজেৎ ॥

হায়! চিত্তের বিচিত্র গতি একমাত্র যোগবলেই নিরুদ্ধ হয়। বিষয়সমূহ অতিক্রমপূর্বক সমাধি লাভ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিবে না।

তৃতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যায়ে অভিনব গুপ্ত এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

ধনানি দারান্ দেহংচ যোঽন্যত্বেনাধিগচ্ছতি।
কিং নাম তস্য কুর্বন্তি ক্রোধাদ্যাশ্চিত্তবিভ্রমাঃ।

যিনি ধনবস্তু, স্ত্রীপুত্র, ও দেহ পৃথক্‌রূপে অধিগত হন, ক্রোধ, কামাদি রিপু তাহার নানা চিত্তভ্রম সৃষ্টি করে।

চতুর্থ অধ্যায়ব্যাখ্যায়ে অভিনবগুপ্ত কর্তৃক নিম্নোক্ত সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধৃত—

বিধত্তে কর্ম যৎকিঞ্চিৎ অক্ষেচ্ছামাত্রপূর্বকম্।
তেনৈব শুভভাজঃ স্যুঃ তৃপ্তাঃ কুরুতঃ দেবতাঃ॥

চক্ষুর পলক মাত্রে স্বকর্ম যাহা কিছু ফল বিধান করে, তাহার দ্বারাই শুভকামী মানব তৃপ্ত হন ও দেবগণকে তৃপ্ত করেন।

পঞ্চম অধ্যায় ব্যাখ্যায়ে অভিনবগুপ্ত এই সংগ্রহ শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

সর্বাণ্যেবাত্র ভূতানি সমত্বেনানুপশ্যতঃ।
জড়বৎ ব্যবহারোঽপি মোক্ষায়ৈ ব্যবকল্পতে॥

যিনি সর্বভূতকে আমার স্বজনরূপে দর্শন করেন, তিনি জড় কাষ্ঠ বা প্রস্তর পুতুল ব্যবহার করিলেও মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

ষষ্ঠ অধ্যায় ব্যাখ্যায়ে অভিনবগুপ্ত কর্তৃক নিম্নোক্ত সংগ্রহশ্লোক উদ্ধৃত—

ভগবন্নামসংপ্রাপ্তিমাত্রাৎ সর্বমবাপ্যতে।
ফলিতাঃ শালয়ঃ সম্যগ্ বৃষ্টিমাত্রেঽবলোকিতে॥

ভগবানের শুভনাম সম্যক্ প্রাপ্তি মাত্রই চতুর্বর্গ লাভ হয়। শালি ধান্য বৃষ্টির জল পাইয়াই ফল দান করে, দেখা যায়।

সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে আচার্য অভিনব গুপ্ত এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

স্ফুটং ভগবতো ভক্তিরাহিতা কল্পমঞ্জরী।
সাধকেচ্ছা সমুচিতান্ যেনাশাং পরিপূরয়েৎ॥

কল্পমঞ্জরীবৎ বা কল্পতরুবৎ ভগবদ্ভক্তি সমুচিতা সাধকেচ্ছা পরিপূর্ণ করেন।

অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে অভিনব গুপ্ত কর্তৃক এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

সর্বতত্ত্বগতত্বেন বিজ্ঞাতে পরমেশ্বরে।
অন্তর্বহির্বা সর্বস্থা স যস্যাং ভাসতে বিভুঃ॥

যখন পরমেশ্বর সর্বভূতে বিরাজিত স্বরূপে বিজ্ঞাত হন, তখন অন্তরে ও বাহিরে সমস্ত অবস্থায় সেই বিভুদেব প্রকাশিত হন

নবম অধ্যায় ব্যাখ্যাশেষে অভিনব গুপ্ত এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

অদ্বৈতে ব্রহ্মণি পরা সদানুগ্রহশালিনী।
শক্তির্বিস্ফুরতে তেন যতনীয়ম্ তদাপ্তয়ে॥

অদ্বৈত ব্রহ্মে সেই সদানুগ্রহশালিনী পরাশক্তি প্রকাশিতা হন। অতএব তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধক বা সাধিকা সর্বদা যত্নবান্ হইবে।

দশম অধ্যায় ব্যাখ্যাশেষে আচার্য অভিনব গুপ্ত এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

ইচ্ছায়ানিন্দ্রিয়ে বাপি যদেবায়াতি গোচরম্।
হঠাৎ বিনাশয়ংস্তত্তৎ প্রশান্তং ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহা সেইক্ষণে ইষ্টদেবে বিলীন করিয়া ব্রহ্মচিন্তায় প্রশান্ত হইবে।

একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে অভিনব গুপ্তাচার্য্য এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

শুদ্ধাশুদ্ধ-বিমিশ্রার্থ সংবিদৈক-প্রকাশনাৎ।
ভূ ভুর্বস্বস্ত্রয়ীং পশ্যন্ সমত্বেন সম মুনিঃ॥

সদসৎ সর্ববস্তুর মধ্যে এক সম্বিৎ (জ্ঞান) দর্শনপূর্বক ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক—ত্রিভুবনে জ্ঞানী মুনি সমদর্শী হন।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে অভিনব গুপ্ত কর্তৃক এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধৃত—

পরমানন্দ-বৈবশ্য সংযাতাবেশ-সম্পদঃ।
স্বয়ম্ সর্বাস্ববস্থাসু ব্রহ্মসত্ত্বা'হ্যযত্নতঃ॥

যিনি পরমানন্দ পরমেশ্বরে ভক্তি-রত্ন লাভ করেন, তিনি সমস্ত অবস্থায় অনায়াসে ব্রহ্মসত্তায় অবস্থিত হন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের মর্মার্থসূচক নিম্নোক্ত সংগ্রহশ্লোক অভিনব গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত—

পুমান্ প্রকৃতিরিত্যেষ ভেদঃ সংমূঢ়চেতসাম্।
পরিপূর্ণাস্তু মন্যন্তে নির্মলাত্মময়ং জগৎ॥

পুরুষ ও প্রকৃতি এই ভেদ মূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণই অনুভব করে। জ্ঞানবান্ মহাপুরুষ মনে করেন, এই জগৎ শুদ্ধ আত্মা কর্তৃক পরিব্যাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে অভিনব গুপ্ত কর্তৃক এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধৃত—

লসদ্ভক্তিরসাবেশ হীনাহংহঙ্কার-বিভ্রমঃ।
স্থিতেঽপি গুণসংমর্দে গুণাতীত সম যতঃ॥

অহংকারে বিভ্রান্ত ব্যক্তি প্রেমামৃত আস্বাদনে বঞ্চিত হয়। গুণরাজ্যে অবস্থিত হইয়াও গুণাতীত সমদর্শী হইয়া থাকেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় ব্যাখ্যান্তে অভিনব গুপ্ত এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

ছিত্ত্বা দ্বৈতং মহামোহং কৃত্বা ব্রহ্মময়ী চিতিং।
লৌকিকে ব্যবহারেঽপি মুনির্নিত্যসমাবিশেৎ॥

দ্বৈতরূপ মহামোহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময়ী চিতিশক্তি দর্শনপূর্বক মুনি লৌকিক ব্যবহার কালেও সদা সমাহিত থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায় ব্যাখ্যান্তে অভিনব গুপ্ত এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

অবোধে স্বাত্মবুদ্ধৈব কার্যং নৈব বিচারয়েৎ।
কিন্তু শাস্ত্রোক্তবিধিনা শাস্ত্রং বোধ-বিবর্ধনম্॥

অজ্ঞ জনে স্বাত্মবুদ্ধিই কর্তব্য। অন্যরূপে সে বিচার্য নহে; কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে তাহার শাস্ত্রজ্ঞান বাড়াইতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে অভিনব গুপ্ত কর্তৃক এই সংগ্রহশ্লোক উদ্ধৃত—

স এব কারকাবেশঃ ক্রিয়াসৈবাবিশেষিণী।
তথাপি বিজ্ঞানবতাং মোক্ষার্থে পর্যবস্যতি॥

তাহাই কারক ভাব ও তাহাই অবিশেষিণী ক্রিয়াশক্তি। আবার তাহাই বিবেকী পুরুষকে মোক্ষসাধনে নিযুক্ত করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে অভিনব গুপ্ত নিম্নলিখিত সংগ্রহশ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

বলা বাহুল্য, এই সকল সংগ্রহশ্লোক অভিনব গুপ্তাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত, বিরচিত নহে।

ভক্ত্যা জ্ঞানবিমোহমন্থরময়ী সত্ত্বাদিভিন্নাং ধিয়ং।
প্রাপ্তস্বাত্মবিবোধসুন্দরতয়া বিষ্ণুং বিকল্পাতিগম্॥
যৎকিঞ্চিৎ স্বরসোত্থধীন্দ্রিয়নিজ ব্যাপারমাত্রস্থিতেঃ।
হেলাতঃ কুরুতে তমস্য সকলং সংপদ্যতে শঙ্করম্॥

ভক্তি দ্বারা সত্ত্বাদি গুণাতীত বুদ্ধি সহায়ে মোহনাশক জ্ঞান ও সুন্দর আত্মবিবেক প্রাপ্ত হইয়া বিকল্পাতীত বিষ্ণুর আশ্রয় লইয়া সাধক সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপার করিলেও অনায়াসে শংকরসম্পন্ন হয়।

শ্রীমন্মহামাহেশ্বরাচার্য অভিনব গুপ্ত বিরচিত গীতার্থসংগ্রহ এই শ্লোকত্রয় দ্বারা সমাপ্ত—

শ্রীমান্ কাত্যায়নোঽভূদ্ বররুচিসদৃশঃ
প্রস্ফুরদ্বোধ তৃপ্তস্তদ্ বংশালঙ্কৃতঃ।
যঃ স্থিরমতিরভবৎ সৌচুকাখ্যোঽতিবিদ্বান্
বিপ্রঃ শ্রীভূতিরাজস্তদনুসমভবৎ তস্য সূনুর্মহাত্মা
যেনামী সর্বলোকাস্তমসি নিপতিতাঃ প্রোদ্ধৃতা ভানুনেব ॥ ১
তচ্চরণকমলমধুপো ভগবৎগীতার্থসংগ্রহং ব্যদধাৎ।
অভিনব গুপ্ত স দ্বিজলোককৃত চোদনাবশতঃ ॥ ২
অত ইদমধার্যং বা যথার্থমপি সর্বথা নৈব।
বিদ্বধা সমূহনীয়ং কৃত্যমিদং বান্ধবার্থং হি ॥ ৩

পরিপূর্ণোঽয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহঃ। কৃতিশ্চেয়ং পরমেশ্বরচরণ চিন্তনলব্ধ চিদাত্মসাক্ষাৎকারাচার্যাভিনবগুপ্তপাদানাম্॥ অভিনবরূপা শক্তিস্তদ্ গুপ্তো যো মহেশ্বরো দেবঃ। তদুভয়থাঽমলরূপমভিনবগুপ্তং শিবং বন্দে॥ শ্রীভগবদনুকম্পয়া ভদ্রং বোভবীতু সদ্ভক্তানাম্।

শৈবাচার্য অভিনব গুপ্ত বিরচিত গীতার্থ সংগ্রহের শেষে এই কয়েকটী শ্লোক পাওয়া যায়। এইগুলির সারার্থ—মহাকবি বররুচি তুল্য পণ্ডিত কাত্যায়ন ছিলেন। তাঁহার বংশে সৌচুক নামক এক বিদ্বান্ আবির্ভূত হন। তদীয় বংশধর শ্রীভূতিরাজ গুণে ও বিদ্যায় তৎসমকক্ষ ছিলেন। তাঁহার সূনু মহাত্মা অভিনব অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত পৃথিবীতে ভাস্করতুল্য ছিলেন। বান্ধবার্থ তৎকর্তৃক এই গীতার্থ সংগ্রহ বিরচিত। পরমেশ্বরের চরণ চিন্তন দ্বারা অভিনব গুপ্ত চিদাত্মার সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। অভিনবা মহাশক্তিতে মহেশ্বর দেবতা গুপ্ত আছেন। উভয় প্রকারে অমলস্বরূপ শিবকে বন্দনা করি। ঈশ্বরকৃপায় সদ্ভক্তগণের কল্যাণ হউক।

———

• চার

মহর্ষি উতংকের গুরুভক্তি

—এক—

মহানুভব ভারত-সেবক বিনোবা ভাবে তৎপ্রণীত 'গীতা-প্রবচনে' বলেন, "রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের জাতীয় গ্রন্থ। উহাতে বর্ণিত ব্যক্তি আমাদের জীবনে একীভূত হইয়া গিয়াছে। রাম, সীতা, ধর্ম, দ্রৌপদী, ভীষ্ম, হনুমান প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রের সহিত সর্ব ভারতীয় জীবন হাজার বছর হইতে যেন অভিমন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর অপর কোন মহাকাব্যের পাত্রসমূহ লোক জীবনে এমন বেমালুম মিলিয়া গিয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। এই দিক হইতে রামায়ণ ও মহাভারত নিঃসন্দেহে অদ্ভুত গ্রন্থ। রামায়ণ যদি মধুর নীতিকাব্য হয়, তবে মহাভারত হইতেছে ব্যাপক সমাজশাস্ত্র। ব্যাসদেব মহাভারতের একলাখ শ্লোকে অতি নিপুণভাবে অসংখ্য চিত্র, চরিত্র, চারিত্র্য আঁকিয়াছেন। অলিপ্ত থাকিয়া ভগবান্ ব্যাস জগৎরূপ বিরাট সংসারের আলোক-অন্ধকারময় চিত্র দেখাইয়াছেন। ব্যাসদেবের এই নিরতিশয় অলিপ্ত ও উদাত্ত গ্রন্থনকৌশল হেতু মহাভারত গ্রন্থ যেন এক অতি বৃহৎ খনিতে পরিণত হইয়াছে।"

ভক্তিভরে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিলে উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ের অমর ব্যক্তিসমূহ অদ্যাপিও দেখা যায়।

এই সম্বন্ধে মহাত্মা বিনোবা পূর্বোক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন—"ছত্রপতি শিবাজীর গুরুদেব রামদাস রামায়ণ লিখিতেন, আর শিষ্যদের পড়িয়া শুনাইতেন। হনুমান ছদ্মবেশে আসিয়া তাহা শুনিতেন। সমর্থ লিখিয়াছিলেন, 'হনুমান অশোক বনে গেলেন,

সেখানে সাদা ফুল দেখলেন। তাহা শুনিবামাত্র হনুমান আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমি মোটেই সাদা ফুল দেখি নি, দেখেছিলাম লাল ফুল। ভুল লিখেছ, সংশোধন কর।" সমর্থ বলিলেন, "ঠিক লিখেছি। সাদা ফুলই তুমি দেখেছিলে।" হনুমান বলিলেন, আমি নিজেই গিয়েছিলাম। আর আমি বলছি মিথ্যা? শেষটায় ঝগড়া পৌঁছিল ভগবান্ রামচন্দ্রের কাছে। ভগবান বলিলেন, "ফুল সাদাই ছিল; কিন্তু হনুমানের চোখ ক্রোধে লাল হয়েছিল। তাই সাদা ফুল তার কাছে লাল মনে হয়েছিল।"

দুই

বৈয়াসিকী শতসাহস্রী ভারত সংহিতা সাধারণতঃ মহাভারত নামে প্রচলিত। সুপ্রসিদ্ধ কবি-বাক্য অনুসারে পরাশরপুত্র ব্যাসদেবের সরোবরজাত, হরি কথা প্রসঙ্গে প্রস্ফুটিত, অসংখ্য আখ্যানরূপ কেশরে শোভিত ও গীতারূপ তীব্রসুগন্ধ সংযুক্ত ভারত-পঙ্কজ নিঃসংশয়ে কলিমল বিনাশক ও মোক্ষাকাংক্ষাপ্রদ। মহাভারতে যে সকল উৎকৃষ্ট উপাখ্যান বিবৃত, তন্মধ্যে মহর্ষি উতঙ্কের কাহিনী অন্যতম। আদি পর্বে এবং অনুগীতা পর্বের ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় হইতে একোনষষ্ঠিতম অধ্যায় পর্যন্ত অধ্যায়-সপ্তকে উতংকোপাখ্যান লিপিবদ্ধ।

হস্তিনাপুরে ভগবান্ বাসুদেব প্রিয় সখা ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মরুধন্ব প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। উক্ত স্থানে মহর্ষি উতংকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। তিনি উতংকদর্শনে অচিরাৎ রথ হইতে নামিয়া মহর্ষিকে পূজা করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন এবং পরস্পর কুশল সংবাদ বিনিময়ান্তে বলিলেন, "কেশব, তোমার কপটতা-প্রভাবেই কুরুকুল সমরসাগরে নিমজ্জিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। অতএব, আমি তোমাকে শাপ দিব।" মহামতি মধুসূদন ঋষিবরকে শাপদানে নিবৃত্ত ও তাঁহার ক্রোধ সংবরণ করিবার উদ্দেশ্যে

অধ্যাত্ম বিষয় কীর্তন করিলেন। ইহা শুনিয়া উতঙ্ক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বাষ্ণেয়, তুমি অবিলম্বে আমার নিকট অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কর। ইহা শ্রবণান্তে আমি হয় তোমার মঙ্গল বিধান, না হয় তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব। ভগবান বাসুদেব তৎক্ষণে স্বকীয় মহিমা ও স্বরূপ বর্ণিত এবং কৌরব পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের প্রযত্ন সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ শ্রবণে উতংক দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন ও শাপদানে নিবৃত্ত হইলেন এবং বুঝিলেন, বাসুদেবই সৃষ্টিকর্তা আদিদেব ও বিশ্বনিয়ন্তা। মহাত্মা উতংক বাসুদেবকে প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমাকে স্বীয় বিশ্বরূপ দেখাইয়া চরিতার্থ কর। ইহাতে ভগবান্ বাসুদেব তপস্বী উতঙ্কের প্রতি প্রীত হইয়া অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহা উতংকের নিকট প্রকাশ করিলেন ভগবান্ বাসুদেবের বিশ্বরূপ সহস্র সূর্যাতুল্য সমুজ্জ্বল, প্রজ্জ্বলিত পাবকবৎ তেজঃসম্পন্ন এবং সর্বব্যাপী। এই বিশ্বরূপ সন্দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া উতংক বাসুদেবকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, "হে ভগবন্, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তোমার পদদ্বয় দ্বারা ভূমণ্ডল, মস্তক দ্বারা নভোমণ্ডল, জঠর দ্বারা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যভাগ এবং ভুজযুগল দ্বারা সর্বদিক সমাবৃত হইয়াছে। এক্ষণে তুমি এই ভয়ংকর বিশ্বরূপ সংবরণপূর্বক নররূপ ধারণ কর।" মহর্ষি উতংক এইরূপে বিশ্বরূপ সংবরণার্থ কাতর প্রার্থনা জানাইলে, ভগবান্ বাসুদেব তৎপ্রতি নিতান্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। প্রথমে উতংক কোন বর গ্রহণে সম্মত হন নাই; কিন্তু বাসুদেব পুনরায় তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "হে ভগবন্, এই মরুভূমিতে জল পাওয়া সুদুষ্কর। যদি আমাকে বরপ্রদান তোমার নিতান্তই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এই বর দাও, যেন এই মরুভূমিতে আমি অনায়াসে জল লাভ করিতে পারি।" তখন ভগবান্ বাসুদেব বিশ্বরূপ সংবরণান্তে উতংককে বলিলেন, হে তপোধন, আপনার জলাভাব ঘটিলেই আমাকে স্মরণ করিবেন। এই বলিয়া বৃষ্ণি বংশাবতংস কেশব অবিলম্বে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে একদা মহর্ষি উতংক নিতান্ত পিপাসার্ত হইয়া মরুধন্ব প্রদেশে জললাভের নিমিত্ত বাসুদেবকে স্মরণ করিলেন। তখন বাসুদেব দেবরাজ ইন্দ্রকে আদেশ করিলেন, "উতংককে অমৃত প্রদান কর।" ইন্দ্রদেব প্রথমতঃ মনুষ্যকে অমৃত প্রদানে অসম্মতি জানাইলেন; কিন্তু পুনরায় বাসুদেব ঐরূপ অনুরোধ করায় ইন্দ্র বলিলেন, "কেশব, যদি উতংককে অমৃত প্রদান তোমার ঐকান্তিক অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে অগত্যা আমি এই বিষয়ে সম্মত হইতেছি। আমি চণ্ডালরূপে তাঁহার নিকট যাইব এবং তিনি যদি অমৃত গ্রহণে অভিলাষী হন, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাঁহাকে উহা প্রদান করিব। আর যদি তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি অমৃত লাভে বঞ্চিত হইবেন।" ভগবান বাসুদেবকে একান্ত স্মরণের ফলে উতংক দেখিলেন, কুক্কুরগণ পরিবৃত শরকার্মুকধারী ভীষণাকার দিগম্বর একটি চণ্ডাল তৎসম্মুখে আসিয়া অনবরত মূত্রত্যাগ করিতেছে। উক্ত চণ্ডাল উতংককে তৃষ্ণার্ত দেখিয়া বলিল, "হে মহর্ষে, আপনার দারুণ পিপাসা দেখিয়া আমার দয়া জন্মিয়াছে। অতএব আপনি সত্বর আসিয়া আমার প্রস্রাব পান করুন।" চণ্ডালের বাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উতংক বরপ্রদ বাসুদেবকে নানাভাবে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং চণ্ডাল তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করা সত্বেও তিনি মূত্রপানে অস্বীকৃত হইলেন ও ক্রুদ্ধ চিত্তে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন সেই প্রচ্ছন্ন চণ্ডাল অন্তর্হিত হইল। তদ্দর্শনে উতংক, ভগবান বাসুদেব তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, ভাবিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। চণ্ডাল অন্তর্হিত হইবার অব্যবহিত পরেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান বাসুদেব উতংকের নিকট আসিলেন। তখন উতংক তাঁহাকে দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, তৃষ্ণার্ত ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের মূত্রপান করানো তোমার পক্ষে অতিশয় অকর্তব্য। এইরূপে মহর্ষি আক্ষেপ করিলে ভগবান তাঁহাকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "মানুষকে প্রকাশ্যভাবে অমৃত প্রদান অনুচিত বলিয়া চণ্ডালবেশে ইন্দ্রকে অমৃত প্রদানের জন্য আপনার কাছে পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু আপনি

তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আপনি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পুনর্বার এই বর দিতেছি যে, আপনি জললাভের বাসনা করিলেই এই মরুভূমিতে সজল জলধর উদিত হইয়া আপনাকে সুস্বাদু সলিল প্রদান করিবে এবং ঐ মেঘ উতংক মেঘ নামে বিখ্যাত হইবে।" অদ্যাপি উক্ত মেঘ মরুধন্ব প্রদেশে বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। ভগবান্ হৃষিকেশ এইরূপে বরদান করিলে উতংক প্রীত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি উতংক কঠোর তপোনিষ্ঠ ও একান্ত গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি গুরু ভিন্ন অন্য কাহাকেও অর্চনা করিতেন না। তিনি যখন গুরুগৃহে বাস করিতেন, তখন তদীয় গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দর্শনে অন্যান্য গুরুভ্রাতৃবৃন্দও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মহর্ষি গৌতম সকল শিষ্য অপেক্ষা উতংককে অধিক স্নেহ ও প্রীতি করিতেন। গৌতমের সহস্র সহস্র সুশিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগকে কৃতবিদ্য দেখিয়া মহর্ষি স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন, কিন্তু প্রগাঢ় স্নেহবশে উতংককে গৃহগমনে অনুমতি দেন নাই। যথাকালে উতংক বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াও অনুপম গুরুভক্তির প্রভাবে উহা জানিতে পারিলেন না। একদা তিনি কাষ্ঠানয়নার্থ বনে যাইয়া অনতিবিলম্বে মস্তকে এক বৃহৎ কাষ্ঠভার লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন। ঐ কাষ্ঠভার বহন নিবন্ধন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং আশ্রমে ফিরিয়াই সত্বর উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। তখন রৌপ্য শলাকাসদৃশ তাঁহার একটি জটা মস্তকস্থিত কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছিল। বলপূর্ব্বক তিনি কাষ্ঠভার নিক্ষেপ করাতে উহা সেই কাষ্ঠের সহিত ভূতলে পড়িয়া যায়। মহাত্মা উতংক উক্ত জটার শুক্লতা দর্শনে নিজেকে অতি বৃদ্ধ বুঝিয়া আর্তস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহর্ষি গৌতমের কন্যা স্বীয় পিতার আদেশে দ্রুতবেগে আসিয়া নতমস্তক হইয়া অঞ্জলি দ্বারা তাঁহার উত্তপ্ত অশ্রুজল ধারণ করায়, তৎক্ষণাৎ তাঁহার করদ্বয় দগ্ধীভূত হইয়া ভূতলে পতিত

হইল। তখন ধরাদেবী অতি কষ্টে উত্তংকের অশ্রুজল ধারণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে উত্তংকের অত্যদ্ভুত ব্রহ্মতেজ প্রকটিত হইলে মহর্ষি গৌতম অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে ডাকিয়া সুগভীর শোকাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিয় শিষ্য নম্রভাবে উত্তর দিলেন, "আপনার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ হেতু আমার বার্ধক্য বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার নিকট একশত বর্ষ অতিবাহিত করিলাম। ইহার মধ্যে আপনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ কত শত শিষ্যকে গৃহে যাইতে অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু আমাকে গৃহে যাইতে বলেন নাই। সেই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।" মহাত্মা উত্তংক এইরূপে আক্ষেপ করিলে মহর্ষি গোতম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমার একনিষ্ঠ সেবাশুশ্রূষায় প্রীত হইয়াছিলাম বলিয়া আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তুমি এত দীর্ঘকাল এখানে কাটাইয়াছ। যাহা হউক, যদি তোমার গৃহগমনের বাসনা হইয়া থাকে, তুমি বিলম্ব না করিয়া গৃহে যাইতে পার।" উত্তংক গুরু দক্ষিণা দিতে চাহিলে মহর্ষি গোতম কহিলেন, "বৎস, সাধুগণ গুরুর সন্তোষ সাধনকেই যথার্থ গুরুদক্ষিণা বলিয়া থাকেন। আমি তোমার সেবা-শুশ্রূষায় ও সদ্ব্যবহারে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। আর কোন দক্ষিণা তোমাকে দিতে হইবে না। আমার আশীর্বাদে তোমার বার্ধক্য অপনীত এবং তুমি ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় রূপবান হইবে। আমার এই কন্যারত্নকেও আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি ইহাকে বিবাহ কর। এই কন্যা ব্যতীত অন্য কেহ তোমার তেজঃধারণে সমর্থ হইবে না। শ্রীগুরুর অমোঘ আশীষে উত্তংক তৎক্ষণাৎ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ও যশস্বিনী ঋষিকন্যাকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর উত্তংক গুরু-দক্ষিণা লইবার জন্য পুনরায় গৌতমকে অনুরোধ করিলেন। তখন গোতম স্বীয় পত্নী অহল্যার নিকট যাইয়া গুরু-দক্ষিণা প্রদানের জন্য উত্তংককে নির্দেশ দিলেন। উত্তংক গুরুপত্নী অহল্যার নিকট যাইয়া নিবেদন করিলেন, "মাতঃ, আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা দিতে হইবে, তাহা আজ্ঞা করুন। ইহলোকে বিদ্যমান যে কোন দুর্লভবস্তু আপনার

জন্য তপোবলে আমি নিশ্চয়ই আনয়ন করিব।" তখন অহল্যা বলিলেন, "বৎস, তোমার অকপট গুরুভক্তিতে আমিও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে অন্য কোন দক্ষিণা দিতে হইবে না। তুমি স্বচ্ছন্দে অভিলষিত স্থানে যাও।" কিন্তু উতংক বারংবার দক্ষিণা প্রদানের বাসনা প্রকাশ করিলে গৌতমপত্নী তাঁহাকে বলিলেন, "যদি একান্তই আমাকে দক্ষিণা দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে অবিলম্বে সৌদাস রাজমহিষীর কর্ণে দোদুল্যমান মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আনয়ন কর।" অহল্যার আদেশে উতংক কুণ্ডলদ্বয় আনয়নার্থ রাক্ষসরূপী সৌদাস-রাজার নিকট গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গৌতম উতংককে আশ্রমে দেখিতে না পাইয়া অহল্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়ে, উতংককে দেখিতেছি না কেন?" তখন অহল্যা বলিলেন, "ভগবন্, আমার আজ্ঞানুসারে সে সৌদাস রাজমহিষীর কর্ণকুণ্ডল আনিতে গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া গৌতম নিতান্ত দুঃখিত হইলেন ও বলিলেন, "প্রিয়ে, রাজা সৌদাস বশিষ্ঠদেবের অভিশাপে রাক্ষস শরীর ধারণ করিয়াছে। অতএব তাঁহার নিকট উতংককে প্রেরণ উচিত হয় নাই। অধুনা সেই রাক্ষস অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছে এবং উতংককে বিনাশ করিতে চাহিবে।" ঋষিবাক্য শ্রবণে অহল্যা চিন্তিত হইলেন ও বলিলেন, "আমি না জানিয়াই তাহাকে তথায় পাঠাইয়াছি। যাহা হউক, আপনার আশীর্বাদে তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না।" গৌতমও প্রিয় শিষ্যের অবিলম্বিত প্রত্যাগমন কামনা করিলেন।

এদিকে উতংক গহন অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে রাক্ষসরূপী সৌদাসকে দেখিতে পাইলেন। উক্ত রাক্ষস নরশোণিত-লিপ্ত কলেবর, সুদীর্ঘ শ্মশ্রুধারী ও ভীষণ মূর্তি। তাঁহাকে দেখিয়া তপস্বী উতংক কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না। তিনি অসীম সাহস সহকারে কৃতান্তবৎ ভয়ংকর রাক্ষসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই রাক্ষস উতংককে বলিলেন, "দিবসের ষষ্ঠ কাল মদীয় আহারকাল রূপে নির্দিষ্ট। এক্ষণে সেই ষষ্ঠকাল উপস্থিত হওয়াতে আমি ভক্ষ্যদ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিলাম। এইক্ষণে আপনাকে ভক্ষণ করিতে চাই।" এই কথা শুনিয়া উতংক সৌদাসকে বলিলেন, "আমি গুরু-দক্ষিণা আহরণার্থ

এখানে আসিয়াছি। পণ্ডিতগণ বলেন, গুরুদক্ষিণা আহরণার্থীকে হিংসা করা কর্তব্য নহে। অতএব আপনি আমাকে নিধন করিবেন না।" তখন সৌদাস রাক্ষস বলিল, "আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি। আপনাকে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতে চাই।" ইহা শুনিয়া উতংক বলিলেন, এই বিষয়ে আমার অসম্মতি নাই; কিন্তু আমার একটি বাক্য আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি যে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহার্থ বহির্গত হইয়াছি, তাহা আপনার নিকট আছে। আপনি ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট দক্ষিণা দিয়া থাকেন। সেইজন্য সুদাতা বলিয়া আপনি সুখ্যাত। আমি সদ্ব্রাহ্মণ ও দানের যোগ্য পাত্র। আপনি আমায় সেই অভিলষিত দ্রব্য দান করুন। উক্ত দক্ষিণা আমার গুরুকে দিয়াই আমি আপনার নিকট নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবে না।" তখন রাক্ষসরূপী সৌদাসরাজ উতংককে প্রার্থিত দ্রব্যদানে স্বীকৃত হইলে, উতংক তৎসমীপে মণিময় কুণ্ডলদ্বয় ভিক্ষা করিলেন। তখন সৌদাস বলিলেন, "এই কুণ্ডলদ্বয় আমার পত্নীর অধিকৃত। আপনি তাঁহার নিকট যাইয়া এই কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করুন। তিনি আমার অনুরোধ শ্রবণ করিলে নিশ্চয় তাঁহার মণিকুণ্ডলদ্বয় আপনাকে দান করিবেন।" তখন উতংক সেই কাননের কোন নির্ঝর সমীপে রাজমহিষী দময়ন্তীর নিকট গেলেন ও সৌদাসের অনুরোধ ব্যক্ত করিলেন। তখন দীর্ঘলোচনা দময়ন্তী নিজ বিশ্বাসের জন্য সৌদাসের নিকট হইতে কোন অভিজ্ঞান আনিতে উতংককে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন, "অসংখ্য দেবতা, যক্ষ ও মহর্ষি আমার এই মণিময় কুণ্ডলযুগল অপহরণের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিয়া থাকেন। এই কুণ্ডলযুগল ভূতলে রাখিলে রত্নলোলুপ ভুজঙ্গসমূহ, অশুচি হইয়া ধারণ করিলে যক্ষবৃন্দ এবং ধারণ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে দেবগণ উহা অপহরণ করিতে পারেন। এই নিমিত্ত সতত সাবধান হইয়া আমাকে ইহা ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলদ্বয় দিবারাত্রি অবিরাম সুবর্ণ উৎপন্ন করে। রজনী যোগে ইহার প্রভায় গ্রহ-নক্ষত্রসমূহও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। ইহা পরিধান করিলে ক্ষুৎপিপাসা জনিত যন্ত্রণা নিবারিত হয় এবং বিষহ, অগ্নি প্রভৃতি দুরাত্মা

ব্যক্তিগণ কোন অনিষ্টসাধনে সমর্থ হয় না। খর্বাকার ব্যক্তি এই কুণ্ডল ধারণ করিলে ইহা খর্ব হয় ও দীর্ঘাকার ব্যক্তি ধারণ করিলে ইহা দীর্ঘ হয়। আপনি মদীয় মহারাজের অভিজ্ঞান আনিলেই আপনাকে উহা প্রদান করিব।" মহর্ষি উতংক পুনরায় সৌদাসের নিকট গেলেন। সৌদাস উতংকের মাধ্যমে দময়ন্তীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছি, কখন যে ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব বলিতে পারি না। অতএব, তুমি আমার মঙ্গল বিধানার্থ এই তপস্বী ব্রাহ্মণকে তোমার কুণ্ডলদ্বয় দান কর।" অবিলম্বে উতংক দময়ন্তীর নিকট ফিরিলেন এবং সৌদাসের বাক্য যথাযথ কীর্তন করিলেন। সতী রাজ্ঞী উতংকের মুখে প্রিয় ভর্তার অভিজ্ঞান বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উতংককে স্বীয় কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিলেন। উতংক কুণ্ডলযুগল পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং সৌদাসের নিকট আসিয়া কুণ্ডল প্রাপ্তির সংবাদ দিলেন এবং সেই কুণ্ডলদ্বয় গুরু-দক্ষিণারূপে দিয়া প্রত্যাগমনের প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর তিনি সৌদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি ফিরিয়া আসিলেই আপনি আমাকে সংহার ও ভক্ষণ করিবেন। আপনার সহিত আমার মিত্রতা উৎপন্ন হইয়াছে। আমাকে বিনাশ করিলে আপনি মিত্র-বিনাশ জন্য মহাপাতকে লিপ্ত হইবেন। শাস্ত্রে কথিত আছে, মিত্রের অনিষ্টাচরণ করিলে সুবর্ণ-চৌর্য্য জনিত পাপ হয়। সুতরাং আমাকে বিনাশ করা আপনার কখনই কর্তব্য নয়। এখন আপনি রাক্ষস-ভাবাপন্ন হইয়াছেন, আমি ফিরিয়া আসিলেই আপনি আমাকে সংহার করিবেন। আপনিই সুবিবেচনা করিয়া বলুন, আমার প্রত্যাগমন কর্তব্য কি না।" তখন সৌদাস সুবুদ্ধির আলোকে বিচার করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, আমার নিকট আপনার প্রত্যাগমন কদাচ উচিত নহে।" মহর্ষি উতংক সৌদাসের নিকট বিদায় লইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় স্বীয় উত্তরীয় কৃষ্ণাজিনে বাঁধিয়া মহাবেগে গৌতমের আশ্রমাভি-মুখে ধাবমান হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তখন তিনি পথিমধ্যস্থিত ফলভারাবনত এক বিল্ববৃক্ষে আরোহণ

পূর্বক উহার শাখায় এই কুণ্ডলদ্বয় সম্বলিত মৃগচর্ম জড়াইয়া বিল্বফলসমূহ ভূমিতে ফেলিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার অনবধানতা নিমিত্ত কয়েকটি বিল্বফল সেই অজিনে পতিত হওয়ায়, উহার বন্ধন শ্লথ হয় এবং উহা সেই কুণ্ডলদ্বয় সহ ভূতলে পড়িয়া যায়।

ঐ সময়ে ঐরাবত বংশসম্ভূত একটি ভুজঙ্গ অদূরে বিদ্যমান ছিল। সে দ্রুতবেগে তরুতলে আসিয়া কুণ্ডলদ্বয় মুখে লইয়া বল্মীকস্তূপে প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া উত্তংক অত্যন্ত কোপাবিষ্ট ও খিদ্যমান হইয়া সত্বর বিল্ববৃক্ষ হইতে নামিলেন এবং নাগলোকে গমনের পথ প্রস্তুত করিবার জন্য দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই বল্মীক খননে প্রবৃত্ত হইলেন। পঁয়ত্রিশ দিন যাবৎ নিরন্তর খনন করিয়াও উত্তংক ঐ পথ নির্মাণে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার দণ্ডকাষ্ঠ তাড়নে বসুন্ধরা বিচলিত হইলেন। তখন ইন্দ্রদেব উত্তংকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রথে চড়িয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আসিলেন এবং ব্রাহ্মণের বেশে উত্তংকের নিকট যাইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মন্, নাগলোক এই স্থান হইতে সহস্র যোজন দূরবর্তী। আপনি এই দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা পৃথিবী বিদারণ করিয়া কখনই তথায় যাইতে পারিবেন না।" ইহা শুনিয়া উত্তংক ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যদি আমি নাগলোকে যাইয়া কুণ্ডলদ্বয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় আপনার সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিব।" মহর্ষি উত্তংককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বজ্রপাণি সুররাজ তদীয় দণ্ডের অগ্রভাগে স্বীয় বজ্রাস্ত্র সংযোজিত করিলেন। সেই বজ্রের প্রহারে অচিরে পৃথিবী বিদীর্ণ হওয়াতে নাগলোক গমনের দিব্য পথ প্রস্তুত হইল। মহর্ষি উত্তংক সেই পথে নাগলোকে যাইয়া দেখিলেন, উক্ত লোক বহু যোজন বিস্তৃত। উহার দ্বারদেশ ঊর্ধ্বে শত যোজন ও বিস্তারে পঞ্চ যোজন। এই সুবিস্তৃত নাগলোক দেখিয়া উত্তংক কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যাহরণে নিরাশ হইলেন। তখন এক তেজঃপুঞ্জ কলেবর অশ্ব তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। উক্ত অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত ও কৃষ্ণ লোমে বিভূষিত এবং মুখ ও নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ। সেই অশ্ব উত্তংকের নিকটে যাইয়া বলিল, "উত্তংক, তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার প্রদান কর। তাহা হইলে কুণ্ডললাভে সমর্থ হইবে।

তুমি আমার গুহ্যদ্বারে ফুৎকার দিতে ঘৃণাবোধ করিও না। পূর্বে তোমার গুরুর আশ্রমে তুমি এই কার্য্য বারংবার করিয়াছ।" উতংক এই রহস্য জানিতে চাহিলে তুরঙ্গম বলিলেন, "বিপ্র, আমি তোমার উপাধ্যায়ের গুরু অগ্নি। গুরুসেবার্থ তুমি সর্বদা আমাকে অর্চনা করিয়াছ। তাই তোমার হিতসাধনে আমি অভিলাষী হইয়াছি।" উতংক অশ্বরূপী হুতাশনের আদেশানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিলেন। তখন অগ্নিদেব উতংকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নাগকুল দগ্ধীভূত করিবার জন্য প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার রোমকূপসমূহ হইতে অতি ভীষণ ধূমরাশি বিনির্গত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ঐ ধূমরাশি পরিবর্ধিত হইয়া নাগলোক অন্ধকারময় করিল। ঐরাবত নাগ, নাগরাজ অনন্ত ও অন্যান্য সর্পগণের গৃহসমূহ ধূমাবৃত হওয়াতে নীহারাবৃত পর্বত ও অরণ্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্লক্ষ্য হইয়া উঠিল। নাগগণ হুতাশনের তেজঃপ্রভাবে উত্তপ্ত ও ধূমপ্রভাবে আরক্তলোচন হইয়া উহার কারণ জানিবার জন্য মহর্ষি উতংকের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা মহর্ষি উতংকের পূজা করিয়া সেই অপহৃত কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করিলেন। উতংক কুণ্ডলদ্বয় পুনরায় পাইয়া অগ্নিদেবকে প্রদক্ষিণপূর্বক গৌতমাশ্রমে ফিরিলেন এবং কুণ্ডলদ্বয় গুরু-পত্নীকে দক্ষিণারূপে দিলেন। অলৌকিক তপোবনে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।

